৭৮৬
৯২

পত্রিকা
সুন্নী কলম

১ম সংখ্যা ✦ জানুয়ারি ২০০৩ ✦ দাম ১০ টাকা

সম্পাদক-
মুফতী মোহাম্মদ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর- কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
☎ (03481) 236012

রওজা ইমাম আহমাদ রেজা

৭৮৬
৯২

পত্রিকা

সুন্নী কলম

প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক ঃ মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর, কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
S.T.D. : 03481 ● PHONE : 236012

জানুয়ারী ২০০৩ সাল
পৌষ ১৪০৯ সাল
শাওয়াল ১৪২৩/ হজরী

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা
১। আল্লামা আরশাদুল কাদেরী ... ৩
২। কাদিয়ানী সম্প্রদায় ... ৬
৩। শবেবরাতের নফল নামাজ ... ৭
৪। রমযানের নফল ... ৮
৫। হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ... ১৩
৬। ফতয়া বিভাগ ... ১৪
৭। দাওয়াতে ইসলাম ... ১৭
৮। ইমাম আবু হাঁনীফা ও ইমাম বোখারী ... ১৮
৯। সেই মহানায়ক কে? ... ২১

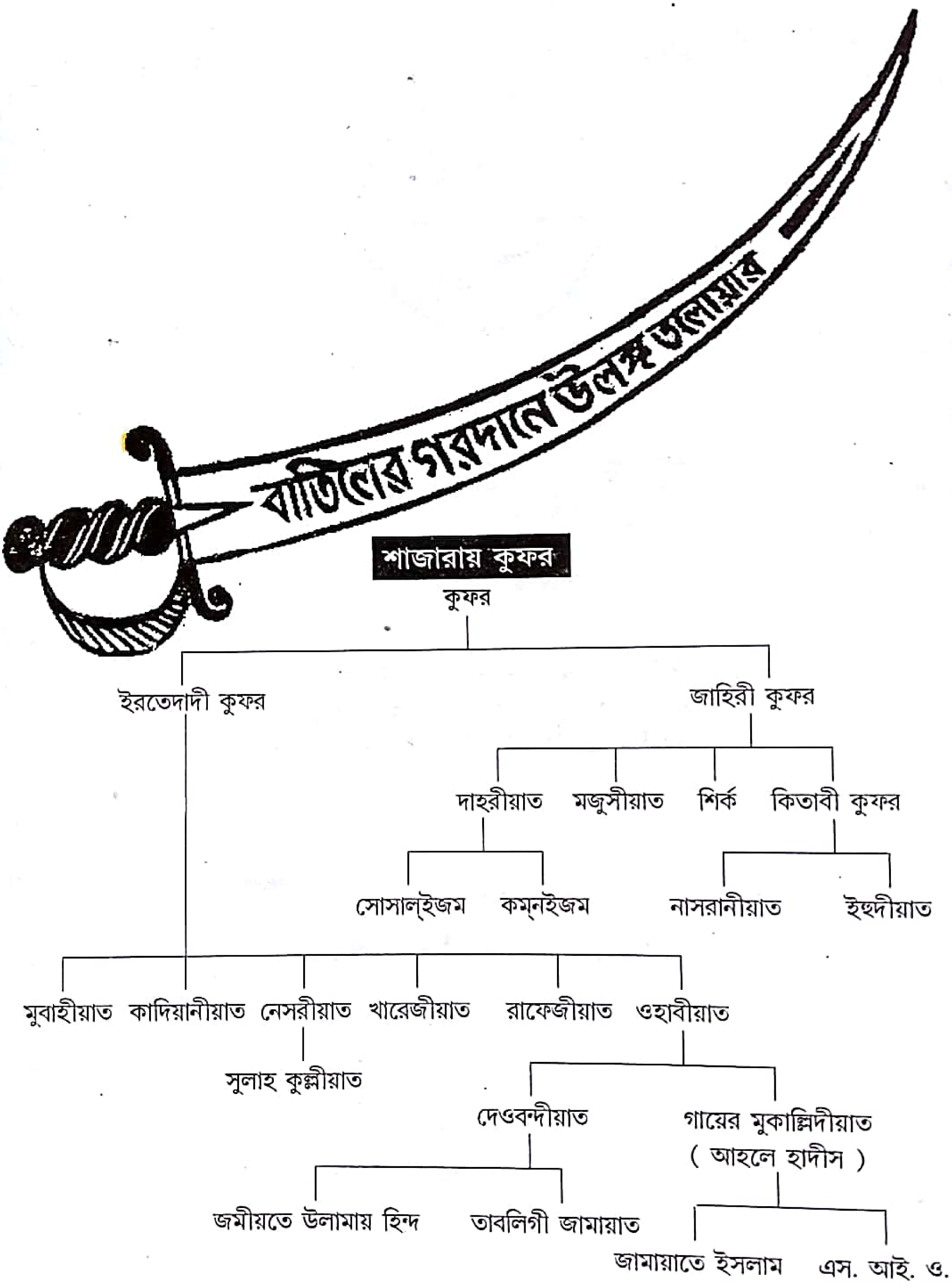
বাতিলের গরদানে উলঙ্গ তলোয়ার
কুফর
ইরতেদাদী কুফর
জাহিরী কুফর
দাহ্‌রীয়াত
মজুসীয়াত
শির্ক
কিতাবী কুফর
সোসাল্‌ইজম
কম্‌নইজম
নাসরানীয়াত
ইহুদীয়াত
মুবাহীয়াত
কাদিয়ানীয়াত
নেসরীয়াত
খারেজীয়াত
রাফেজীয়াত
ওহাবীয়াত
সুলাহ কুল্লীয়াত
দেওবন্দীয়াত
গায়ের মুকাল্লিদীয়াত (আহলে হাদীস)
জমীয়তে উলামায় হিন্দ
তাবলিগী জামায়াত
জামায়াতে ইসলাম
এস. আই. ও.

শাজারায় কুফর

আল্লামা আরশাদুল কাদেরী

পাক-ভারত উপমহাদেশের মহান মুনাজির রাঈসুল কলম আল্লামা আরশাদুল কাদেরী আর পৃথিবীতে নাই। উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার অন্তর্গত সাইয়েদ পুরা গ্রামে ১৯২৫ সালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি এক সম্ভ্রান্ত খান্দানের মৌলবী ঘরের মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার পরম পিতা হজরত মাওলানা শাহ আব্দুল লতীফ ও মোহতারম দাদা হজরত মাওলানা আজীমুল্লাহ রহমা তুল্লাহি আলাইহিমার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। বর্তমান ভারতে আহলে সুন্নাতের সব চাইতে বড় প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলুম আশরাফীয়া' মুবারকপুর থেকে ১৯৪৪ সালে সনদ্ ও পাগড়ী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত 'মাদ্রাসা ইসলামীয়া শামসুল উলুম' নাগপুরে মুদার্রিস হইয়া ছিলেন। অতঃপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জামশেদপুরে কাটাইয়াছেন।

আল্লামার দ্বিনী খিদমাত

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আল্লামা আরশাদুল কাদেরীর অসাধারণ দ্বিনীখিদমাত রহিয়াছে। যথা—(১) মাদ্রাসা ফায়জুল উলুম—জামশেদপুর, বিহার। (২) দারুল উলুম মাখদুমীয়া—গুয়াহাটি, আসাম। (৩) মাদ্রাসা মিফতাহুল উলুম—নালা রোড, উড়িষ্যা। (৪) দারুল উলুম গুনশানে বাগদাদ—হাজারীবাগ, বিহার। (৫) মাদ্রাসা মদীনাতুর রাসুল—বিহার। (৬) মাদ্রাসা ফালাহী মারকায—আজাদ নগর—বিহার। (৭) দারুল উলুম রশিদীয়া রেজবীয়া—ইউ. পি.। (৮) মাদ্রাসা আজীজুল ইসলাম—বিহার। (৯) ফায়জুল উলুম—(হাই স্কুল) বিহার। (১০) দারুল উলুম জিয়াউল ইসলাম—হাওড়া, কোলকাতা। (১১) মাদ্রাসা মদীনাতুল উলুম—বাঙ্গালোর। (১২) মাদ্রাসা ইসলামী মারকাযে হিন্দ—বিহার। (১৩) জামিয়া গওসীয়া রেজবীয়া—সাহারানপুর, ইউ.পি.। (১৪) মাদ্রাসা মাযহারে হাসানাত—বিহার। (১৫) মাদ্রাসা তানবীরুল ইসলাম—বিহার। (১৬) জামিয়া হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া—নতুন দিল্লী। (১৭) ফায়জুল উলুম—মডেল ইস্কুল, বিহার। (১৮) মাদ্রাসা আজিজীয়া—বিহার।

আল্লামা আরশাদুল কাদেরী কেবল বড় বড় মাদ্রাসা কায়েম করেন নাই, তিনি আটটি বড় বড় ঐতিহাসিক মসজিদ তৈরি করিয়া গিয়াছেন। যথা—(১) ফায়জুল উলুম মক্কা মসজিদ—জমশেদপুর। (২) নূরানী মসজিদ—জামশেদপুর। (৩) কাদেরী মাসজিদ—টেল্কো। (৪) মসজিদ মিফতাহুল উলুম—উড়িষ্যা। (৫) মাসজিদে গওসীয়া—রাঁচি। (৬) মসজিদে আহলে সুন্নাত—বিহার। (৭) মদীনা মসজিদ—আজাদ নগর। (৮) মদীনা মসজিদ—বাস্তী।

তিনি আরো কয়েকটি সংস্থা কায়েম করিয়া গিয়াছেন। যথা—(১) ইদারায় শরীয়া—পাটনা। (২) কুল হিন্দ মুসলিম পার্সনাল-ল-কন্‌ফারেন্স—শিবান। (৩) কুল হিন্দ মুসলিম মুত্তাহিদাহ মাহায—রায়পুর।

আল্লামার সফর

আল্লামা আরশাদুল কাদেরী দ্বীনের কাজে ও বড় বড় কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সফর করিয়া ছিলেন। একবার দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য ব্রিটেনে প্রায় দুই বৎসর ছিলেন। তাঁহার বৈদেশিক সফরের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা—

১। মু'তামির জাম্‌ইয়াত ও জামায়াত—তেহ্‌রান, ইরান।
২। মু'তামিরুদ্ দাওয়াতিল ইসলামীয়া আ'লামীয়া—লিবিয়া।
৩। হিজাজ কা কন্‌ফারেন্স—লন্ডন।
৪। ইমাম আহমাদ রেজা কন্‌ফারেন্স—পাকিস্তান।
৫। মু'তামির মুবাল্লিগে আ'জম—হল্যান্ড।
৬। মু'তামির আলামে ইসলাম—ইরাক।
৭। মীলাদে কন্‌ফারেন্স—করাচী, পাকিস্তান।

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী মিশন কায়েম করিয়াছেন। যথা—(১) জামিয়ায় মদীনাতুল ইসলাম—ডেন হাগ, হল্যান্ড। (২) ইসলামীক মিশনারী কলেজ—বেরেড ফোর্ড—বৃটেন। (৩) দারুল উলুম আলীমিয়া—আমেরিকা। (৪) অয়ার্ল্ড ইসলামীক মিশন—মক্কা মুয়াজ্জামা। এই মিশনের শাখা আমেরিকা, বৃটেন ও ভারত-পাকিস্তান তথা আরও বিভিন্ন দেশে কায়েম রহিয়াছে।

এই মিশনের কয়েক দফা কর্মসূচী—

১। সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের সুব্যবস্থা।
২। মুসলিম জাহানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা।
৩। অমুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের সরূপ তুলিয়া ধরা।
৪। বিশ্ব মুসলিমদের মাঝে ইসলামী বন্ধন কায়েম করা।
৫। সমস্ত বাতিল ফিরকার গোমরাহী চিন্তা ধারা থেকে মুসলিম জাহানকে হিফাজত করা।
৬। বিশ্বে দ্বিনী দাওয়াতের যোগ্যতা পয়দা করিবার জন্য সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান কায়েম করা। এই মর্মে 'ইসলামিক মিশনারী কলেজ' কায়েম করা। এই কলেজে উলামাদিগকে আধুনিক আরবী, ইংরাজী ও ফ্রান্স ; এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটি ভাষায় মজহাবী দক্ষতা লাভ করা।

(১) ভিন্ন ভাষায় ইসলামী প্রচারের জন্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করা। (২) উর্দু, আরবী ও ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করা। এই পত্রিকার উর্দু নাম—'দাওয়াতে ইসলামী'। আরবী নাম—'আদ্ দাওয়াতুল ইসলামীয়া'। ইংরাজী নাম—'ভয়েস অফ্ ইসলাম'। (৩) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য— 'রাবেতায় ইখওয়াতুল ইসলামীয়া' নামে একটি সংগঠন কায়েম করা। আলহামুলিলাহ ; তাঁহার মিশনের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ বহু অগ্রসর হইয়াছে।

বর্তমান মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ, তাজুশ্ শরীয়ত আল্লামা আখতার রেজা আযহারী সাহেব কিবলাকে মতভেদী মসলার কারণে সৌদী সরকার যখন হজ করিতে না দিয়া বন্দী করিয়া ভারতে ফেরৎ দিয়াছিল, তখন এই 'অয়ারল্ড ইসলামিক মিশন'-এর পক্ষ থেকে ভারত হইতে বৃটেন পর্যন্ত সৌদী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করিয়াছিল। যাহার ফলে সৌদী সরকার ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং পরের বৎসর মুফতীয়ে আজমকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করিয়া সসম্মানে হজ করিতে দিয়াছিল। এই মিশনের মাধ্যমে এই ধরনের বহু বড় বড় কাজ করিয়াছে।

ইরানের তেহ্‌রান শহরে পাঁচ লক্ষ সুন্নী মুসলমানের বসবাস। আজপর্যন্ত সেখানে সুন্নী মুসলমানদের মসজিদ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অথচ সেখানে রহিয়াছে খৃষ্টানদের বারোটি গির্জা, হিন্দুদের দুইটি মন্দির, ইহুদীদের দুটি ইবাদতখানা, শিখসম্প্রদায়ের তিনটি গুরুদ্বারা, অগ্নিপূজকদের দুইটি অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু নেই সুন্নী মুসলমানদের মসজিদ।

ইরানের শাহের আমলে সুন্নী মুসলমানেরা তেহরানের একটি পার্কে দুই ঈদের নামাজ পড়িতেন। কিন্তু যখন থেকে সেখানে মাযহাবী সরকার কায়েম হইয়াছে, তখন থেকে সেই পার্কে সশস্ত্র সেনা মুতায়েন করিয়া ঈদের নামাজ পড়িতে দেওয়া হয়না।

ইরান সরকার সুন্নী মুসলমানদিগকে তেহরান ইউনিভার্সিটির ময়দানে শীয়া ইমামের পিছনে 'জুমার নামাজ পড়িতে বাধ্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সুন্নী মানুষেরা তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়েন না, বরং তাহারা পাকিস্তানী দুতাবাসের ময়দানে নামাজ আদায় করিয়া থাকেন।

ইরান সরকার সরকারী ইস্কুলের সিলেবাস এমনভাবে পরিবর্তন করিতেছে যে, সুন্নী শিশুরা সহজে শীয়া হইয়া যাইবে। অনুরূপ সুন্নী মুসলমানেরা না তাহাদের মাযহাবী কিতাব ছাপাইতে পারিবে, না অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করিতে পারিবে ইত্যাদি বহু প্রকার অত্যাচার রহিয়াছে সেখানকার সুন্নীদের উপর। এইগুলির বিরুদ্ধে 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন' এর পক্ষ থেকে ইরান সরকারের কাছে বার বার প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে এবং সারা বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন এই ব্যাপারে খোমেনীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন।

ভারতে কয়েক লক্ষ রমণীর সুখের সংসার অশান্তির আগুনে জ্বলিতেছে। এই রমণীদের স্বামীরা না খোরাক পোষাক প্রদান করতঃ কোন খোঁজ খবর রাখিতেছে, না তালাক দিয়া তাহার নতুন সংসার গড়িতে সুযোগ প্রদান করিতেছে। এই রমণীদের একাংশ অমুসলিমদের আদালতে বিচার প্রার্থী হইয়া অবৈধ ফায়সালা গ্রহণ করিতেছে এবং একাংশ এই প্রকার অবৈধ আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিরুপায় হইয়া নিজের জীবন নষ্ট করিতেছে। আল্লামা আরশাদুল কাদেরী এই অসহায় রমণীদের সুব্যবস্থার জন্য পাটনাতে 'ইদারায় শরীয়া' কায়েম করিয়াছেন। যাহাতে এই প্রকার অসহায় রমণীরা ইদারায় শরীয়াতে কেস্ করতঃ উলামাদিগের মাধ্যমে শরীয়ত সম্মত ফায়সালা গ্রহণ করিতে পারে।

আল্লামার রাজনৈতিক ভূমিকা

ইহা অতি সত্য কথা যে, আল্লামা আরশাদুল কাদেরী কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। কিন্তু তিনি ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যখনই ভারত সরকার ইসলাম বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিয়াছে, তখনই তিনি বড় ধরনের ভূমিকা নিয়াছেন। তিনি মিডিয়া থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সর্বত্র সমান যোগাযোগ রাখিতেন। ২৩শে এপ্রিল ১৯৯৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের আয়ণীবেঞ্চ যখন শাহবানু মামলায় 'মুসলিম পার্সনাল ল'-এর উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তাঁহার নেতৃত্বে উলামায় আহলে সুন্নাত সারা দেশ ব্যাপী প্রতিবাদ জানাইয়া ছিলেন।

১৯৮৭ সালে যখন পার্লামেন্টে 'ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ট' কায়েমের জন্য পদক্ষেপ নিয়াছিল, তখন তিনি বড় ধরনের ভূমিকা নিয়াছিলেন। তিনি 'মুসলিম পার্সনাল ল কন্‌ফারেন্স' কায়েম করিয়াছিলেন। যাহার ধমকে ভারত সরকার নিজ পদক্ষেপ থেকে পিছপা হইয়াছিল।

১৯৯১ সালে যখন এই ধরনের আওয়াজ উঠিয়াছিল যে, বাবরী মসজিদ অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া হইবে, তখন তিনি কুরআন, হাদীস ও হানিফী ফিকাহ-এর অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ করিয়া ছিলেন যে, কেবল বিল্ডিং -এর নাম মসজিদ নয়, বরং সেই জমিনটিও মসজিদ, যে জমিনটি মসজিদের জন্য অক্‌ফ করা হইয়াছে এবং সেই সময়ে তিনি বড় ধরনের প্রতিবাদী পদক্ষেপ নিয়াছিলেন। যেদিন বাবরী মসজিদ শহীদ হইয়াছিল সেদিন আল্লামা সাহেব হল্যান্ডে ছিলেন। অতঃপর তিনি লন্ডনে পৌঁছান এবং সেখানকার পঁচিশ লক্ষ মুসলমানের

পদক্ষেপ সম্পর্কে একটি বিরাট রিপোর্ট 'মাহনামা আশরাফীয়ার' অফিসে পাঠাইয়া ছিলেন। লন্ডনে মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে প্রতিবাদী জলসা কায়েম করিয়াছিলেন। সেই জলসায় লন্ডনের সমস্ত মুসলিম সংগঠনের যৌথ দাবী ইহাই ছিল যে, বাবরীর স্থানে বাবরীকে পুনঃনির্মাণ করিতে হইবে।

আল্লামার কলম

আল্লামা আরশাদুল কাদেরী ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী, জামায়াতে ইসলামী ও কাদিয়ানী প্রভৃতি বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে বহু কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মোট তেত্রিশখানা কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'জালজালা', 'জের ও জবর', 'তাবলিগী জামায়াত', 'জামায়াতে ইসলামী' ও 'নকশে খাতাম' প্রভৃতি কিতাবগুলিতে বাতিল ফিরকার কলিজা কাঁপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার 'জালজালা' কিতাব সম্পর্কে দেওবন্দের 'তাজাল্লী' পত্রিকার এডিটর আমির উসমানী সাহেব লিখিয়াছেন—"এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই যে, এই কিতাব আমাদের বুজর্গদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়াইয়া দিয়াছে। আমরা বিপদে পড়িয়া গিয়াছি যে, এই কিতাবের খন্ডন কেমন করিয়া করিব? খন্ডন করিবার কোন প্রশ্নই নাই, কোন বড় থেকে বড় আল্লামার পক্ষে ইহার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নাই।"

ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর বহু দেশ থেকে 'জালজালা'র প্রশংসাপত্র আসিয়াছে। আমেরিকার ওয়াশিংটনে উনিশটি বড় লাইব্রেরীর যৌথ উদ্যোগে পৃথিবীর সবচাইতে বড় লাইব্রেরী 'লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস' কায়েম করিয়াছে। এই লাইব্রেরীতে আল্লামার 'জালজালা' স্থান পাইয়াছে।

আল্লামার ইন্তেকাল

২০০২ সাল, ২৯শে এপ্রিল সোমবার ৪টা ৩৫ মিনিটে হজরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার ইন্তেকালে ভারত ও পাকিস্তানে সুন্নী জগতে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। যখন তাঁহার লাশ মুবারক দিল্লী থেকে রাঁচী বিমান বন্দরে নামিয়াছিল, তখন সেখানে অপেক্ষমান ছিলেন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান। স্বয়ং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবও তাঁহার উপর মাল্যদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জানাজায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়াছিলেন। জামশেদপুর শহরে মুসলমানদের সমস্ত দোকান ও কারবার বন্ধ ছিল। শতশত আলেম উলামা তালেব তোলাবার সঙ্গে আল্লামার জানাজা যখন যাইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল যেন মানুষের কাঁধে জানাজা নাই, হিমালয় পাহাড় রহিয়াছে। ১লা মে বুধবার মাগরিবের আগে জানাজা সম্পন্ন হয়। তাঁহার জানাজা পড়াইয়াছিলেন বর্তমান ভারতের মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়

ইংরেজদের পয়সায় পুষ্ট কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলিম জাহানের জন্য বিরাট ফিৎনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে পাশ্চাত্য প্রচুর পয়সা। খৃষ্টানদের ন্যায় কোটি কোটি টাকার বই পুস্তক বিনা পয়সায় বিতরণ করিতেছে। একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলিম জাহানে ফাটল ধরাইয়া ইসলামকে দুর্বল করিয়া ফেলা।

কাদিয়ানীদের বই পুস্তকে ও তাহাদের আর্থিক সাহায্যে শিকার হইয়া যাইতেছে মুসলমানদের একটি অংশ—মাস্টার, ডাক্তার ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা এবং একশ্রেণীর অজ্ঞ মানুষ। ইহাদের অনেকেই না জানিবার কারণে চক্রান্তে পড়িয়া যাইতেছে, অনেকেই জানিয়া বুঝিয়া পয়সার পিছনে পড়িয়া যাইতেছে।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম হইবার ব্যপারে সমস্ত মুসলিম জাহান একমত। পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশ ইহাদের মুসলমান বলিয়া স্বীকার করেনা। উলামায় ইসলাম, এমন কি উলামায় দেওবন্দ পর্যন্ত ইহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। ইহাদের থেকে সাবধান ও সজাগ থাকা মুসলিম সমাজের জন্য অতি জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজেকে শেষ নবী বলিয়া যেমন ঘোষণা করিয়াছেন, তেমনই ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিরিশজন মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ নবুওয়াতের দাবীদার হইবে। (মিশকাত) হুজুর পাক আরো ঘোষণা করিয়াছেন যে, কিয়ামতের প্রাক্‌কালে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি বিবাহ করিবেন এবং ইন্তেকালের পর আমার কবরস্থানে তাহার দফন হইবে এবং কিয়ামতের দিন আমার কবরস্থান থেকে উঠিবেন। (খাসায়েসে কোবরা)

হুজুর পাকের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত উম্মাত এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাসী যে, হুজুর পাক শেষ পয়গম্বর এবং হজরত ঈসা আসমান থেকে আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু কাদিয়ানী শয়তানেরা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী ধারণা পোষণ করিয়া প্রচার চালাইতেছে যে, হুজুর পাক শেষ পয়গম্বর নহেন, বরং তিনি শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর। আরো বলিতেছে যে, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার কবর রহিয়াছে কাশ্মীরে। কাদিয়ানীরা তাহাদের বই পুস্তকের পাতায় ঈসা আলাইহিস সালামের রওজা পাকের ছবি পর্যন্ত দেখাইতেছে। নাউজুবিল্লাহ। ভারত ও ভারতের বাহির থেকে হাজার হাজার মানুষ খাজার দরবারে হাজির হইবার জন্য আজমীর সফর করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ কাশ্মীর সফর করেন নাই যে, সেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের রওজা পাক রহিয়াছে। একজন মুসলমান যাহার দেহে এক বিন্দু ঈমানী রক্ত রহিয়াছে সে কি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ গোলাম আহমদ রাসুলুল্লাহ' বলিতে পারে? কিন্তু আফসোস! পয়সা পাগল করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্য হুজুর পাক বলিয়াছেন—কিয়ামতের পূর্বে মানুষ দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রয় করিবে। (মিশকাত)

শবে-বরাতের নফল নামাজ

শবে বরাতের বর্কাতময় রাতে কিছু নফল নামাজের নিয়ম বলা হইতেছে। আপনি সারা জীবনের জন্য এইগুলি নোট করিয়া রাখুন।

১। দুই রাকয়াত নফল নামাজ। প্রত্যেক রাকয়াতে সুরাহ ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সুরাহ ইখলাস।

ফজীলাত ঃ এই নামাজের জন্য যে অজু করা হইবে, উক্ত পানির প্রতিটি বিন্দুর পরিবর্তে সাত শত রাকয়াত নফল নামাজের সওয়াব পাইবে। অবশ্য এই দুই রাকয়াত নামাজ 'তাহিয়াতুল অজু' এর নিয়াতে পড়িতে হইবে।

২। দুই রাকয়াত নফল নামাজ। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী ও পনের বার সূরাহ ইখলাস। সালামের পর একশত বার দরূদ শরীফ।

ফজীলাত ঃ রুজিতে বরকত হইবে, দুঃখ দূর হইবে, গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

৩। আট রাকয়াত নামাজ। দুই দুই রাকয়াত করিয়া পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পাঁচবার সূরা ইখলাস।

ফজীলাত ঃ গোনাহ থেকে পাক সাফ হইয়া যাইবে, দুয়া কবুল হইবে, বহু সওয়াব পাইবে।

৪। দুই দুই রাকয়াত করিয়া বারো রাকয়াত নামাজ। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর দশবার সূরাহ ইখলাস। বারো রাকয়াতের পর দশবার কালেমায় তৌহীদ, দশবার কালেমায় তামজীদ ও দশবার দরূদশরীফ পাঠ করিবে।

ফজীলাত ঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট যে দুয়া করিবে, সেই দুয়া কবুল হইয়া যাইবে।

৫। একই সালামে চার রাকয়াত নামাজ। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস।

ফজীলাত ঃ পাপ থেকে এমন পবিত্র হইয়া যাইবে যে, যেন এখনই মায়ের পেট থেকে পয়দা হইয়াছে।

৬। একই সালামে আট রাকয়াত নামাজ। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর এগারো বার ইখলাস। নামাজের শেষে হজরত ফাতিমা রাদী আল্লাহু আনহার জন্য সওয়াব রেসানী।

ফজীলতা ঃ হজরত ফাতিমা বলিয়াছেন—এই নামাজ আদায়কারীকে শাফায়াত না করিয়া জান্নাতে কদম রাখিব না।

শবে বরাতের রোজার ফজীলাত

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শাবান মাসের পনের তারিখে রোজা রাখিবে জাহান্নামের আগুন তাহার স্পর্শ করিবেনা। (সংগৃহিত দি ইন্ডিয়ান মুসলিম টাইম্‌জ, ২০-১০-২০০২)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত নফল নামাজের নিয়াত একই প্রকার। কিন্তু একসঙ্গে চার রাকয়াতের নিয়াত করিলে 'আরবায়া রাকয়াতি' বলিতে হইবে এবং একসঙ্গে আট রাকয়াতের নিয়াত করিলে 'সামানা রাকয়াতি' বলিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, দিনে একসঙ্গে চার রাকয়াত ও রাতে একসঙ্গে আট রাকয়াত পর্যন্ত নিয়াত করিতে পারা যায়। (কুদুরী)

রমযানের নফল

পবিত্র রমযান শরীফের রাতে ও দিনে কিছু নফল নামাজ রহিয়াছে যেগুলির সওয়াব-সুবহা নাল্লাহ! আমাদের বোধগম্যের বাহিরে। সমস্ত মুসলমান ভাই যেন রমযান শরীফের এই নফলগুলি প্রতি রমযানে যথা নিয়মে পালন করিবার চেষ্টা করেন।

১। রমযান শরীফের রাতে দশ রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর দুইবার করিয়া সূরা কদর পাঠ করিবে।

ফজীলাত ঃ এই ব্যক্তি সত্তর রাত জাগরণের, সত্তরটি দীনার খয়রাত করিবার, সত্তরটি গোলাম আজাদ করিবার সওয়ার পাইবে। আল্লাহ পাক সত্তর হাজার পাপ মাফ করিয়া দিবেন। কিয়ামতের দিন আম্বিয়ায় কিরাম আলাইহি মুসস্‌সালামদিগের সহিত উঠিবে।

২। রমযান শরীফের প্রতি রাতে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর তিনবার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে।

ফজীলাত ঃ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাকয়াতের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিবেন। তাহাদের কাজ হইবে—বান্দার নেকীগুলি রাখা, গোনাহ মুছিয়া দেওয়া, দরজা বুলন্দ করা, জান্নাতে তাহার জন্য শহর ও মহল বানানো এবং উদ্যান তৈরি করা। ইহা ছাড়া প্রত্যেক রাকয়াতের পরিবর্তে আল্লাহ পাক একটি করিয়া মাকবুল হজের সওয়াব প্রদান করিবেন।

৩। প্রত্যেক রাতে সাহরীর পরে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর পঁচিশবার সূরাহ ইখলাস পাঠি করিবে।

ফজীলাত ঃ উপরে বর্ণিত নামাজগুলির যে সওয়াবের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, উহার দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।

৪। রমযান মাসে প্রত্যেকদিন দিনেরবেলায় চার রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সূরাহ ইখলাস তিনবার করিয়া পাঠ করিবে। এবং রমযান মাসে প্রতি জুমায় দশ রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর এগারো বার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে।

ফজীলাত ঃ দশ হাজার শহীদের সওয়াব পাইবে। দশ হাজার গোলাম আজাদ করিবার সওয়ার পাইবে। সাতশত বৎসর রোজা রাখিবার ও সাত শত বৎসর রাত জাগিয়া ইবাদত করিবার সওয়াব পাইবে।

৫। রমযান মাসের শেষ রজনীতে দশ রাকয়াত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সূরাহ ফাতিহার পর সূরাহ ইখলাস দশবার পাঠি করিবে।

ফজীলাত ঃ আল্লাহ পাক তাহার সমস্ত মাসের ইবাদত কবুল করিয়া নিবেন এবং তাহার আমল নামাতে তিরিশ হাজার বৎসর ইবাদত করিবার সওয়াব লিখিবেন। (ফায়যানে সুন্নাত)

সুন্নী ইমাম চাই?

ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী, তাবলিগী জামায়াত ও কাদিয়ানীদের পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ—হারাম। কারণ, এই জামায়াতগুলির প্রত্যেকেই ইসলাম বিরোধী বদ্ আক্বীদাহ পোষণ করিয়া থাকে। অতএব কোন সুন্নী মুসলমান ইহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে পারেন না। আপনি যদি সুন্নী থাকিতে ও সুন্নীয়াতকে বাঁচাইতে চান, তবে সুন্নী আলেম রাখিবার চেষ্টা করুন। মকতব, মাদ্রাসা ও মসজিদের জন্য ইমাম ও আলেম প্রয়োজন হইলে সম্পাদকের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সুন্নী জামীয়াতুল উলামা ও রেজা একাডেমি

গুজরাটের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় অসহায় মুসলমানদের সাহায্যের জন্য সারা ভারতের মুসলমানেরা নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও জমীয়তুল উলামায় হিন্দের মাধ্যমে সাহায্য পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু এই জামায়াতগুলি তাহাদের প্রচার মাধ্যমে সুন্নীদের নাম-গন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করে নাই। তবে যাহারা উর্দু ও হিন্দীর মাধ্যমে পত্র পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন, তাহারা নিশ্চয় সুন্নী বেরেলবীদের অবদান সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন।

"অল্ ইন্ডিয়া সুন্নী জামীয়াতুল উলামা' ও 'রেজা একাডেমি'-এর পক্ষ থেকে গুজরাটের আহমাদাবাদ শাহ আলম ক্যাম্পকে চার লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং পঁচিশে মে দুই হাজার দুই সালে ঈদে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে কুড়ি হাজার মানুষকে মুরগীর বিরিয়ানী ও জরদা পোলাও খাওয়ানো হইয়াছে। আটচল্লিশ জন গর্ভবতী মহিলা ও পঞ্চাশ জন প্রসূতিকে ঈদে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে নতুন কাপড় প্রদান করা হইয়াছে। 'অল্ ইন্ডিয়া সুন্নী জামীয়াতুল উলামা'-এর জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা মানসুর আহমাদ সাহেব ও মুম্বাই 'রেজা একাডেমি'-এর জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মাদ সাঈদ নূরী সাহেব এবং 'দারুল উলুম মুফতী আ'জম'-এর মুদার্রিস মাওলানা সিদ্দিক রেজবী সাহেব কিবলা কয়েক দফা আহমদাবাদে সফর করিয়াছেন এবং সেখানকার মানুষের শান্তনা দিয়া হিম্মত না হারাইবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন। (দি ইন্ডিয়ান মুসলিম টাইম্‌জ—২১শে এপ্রিল ও ২রা জুন, ২০০২ সাল)

* * *

একটি শুভ সংবাদ

এই সেই ইমাম্ আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কুরয়ান পাকের অনুবাদ 'কাঞ্জুল ঈমান'। যে অনুবাদটি সম্পর্কে ওহাবী-দেওবন্দী সম্প্রদায় কয়েক যুগ ধরিয়া অপ-প্রচার চালাইয়া ছিল যে, আ'লা হজরত ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়াছেন। আল্ হামদুলিল্লাহ! পৃথিবীর সবচাইতে বড় ইসলামী গবেষণাগার মিশরের 'জামে আযহার'-এর সবচাইতে বড় মুফাস্সিরে কুরয়ান ডক্টর সাইয়েদ মোহাম্মাদ ত্বানত্বাবী 'কাঞ্জুল ঈমান'-এর উপর গভীর গবেষণা চালাইবার পর সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে, আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জগৎ বিখ্যাত কুরয়ানের অনুবাদ 'কাঞ্জুল ঈমান' অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এই অনুবাদটি ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। এই সংবাদটি সর্বপ্রথম লিবিয়ার 'দাওয়াত' পত্রিকা প্রচার করিয়াছে। (মাহনামা 'আ'লা হজরত' অক্টবর সংখ্যা ২০০০)

বৃটেনে বেরেলবী মসজিদ

বৃটেনের একটি পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী সেখানে এক হাজার দশটি মসজিদ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরো বহু ইসলামিক স্কুল ও সেন্টারজ রহিয়াছে। এই মসজিদ ও সেন্টার্‌জগুলির অধিকাংশই আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগের। এই মসজিদ ও সেন্টারগুলিতে প্রতি মাসে কোন না কোন হাওয়ালায় মীলাদশরীফ, এগারো শরীফ, রূহানী মজলিস কায়েম হইয়া থাকে। বৃটেনের এমন কোন সুন্নী মসজিদ নাই, যেখানে মীলাদ কিয়াম হয় না। সেখানে ছোট বড় সমস্ত শহরে মীলাদুন্নবীর জুলুস বাহির হইয়া থাকে। দুই হাজার সালে বি. বি. সি.-র সেন্টারে চারদিন ব্যাপী মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মাওলানা মোহাম্মাদ সাদেক জিয়া সাহেব। প্রতিদিন প্রোগ্রাম থেকে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর লেখা—'মুস্তফা জানে রহমাতপে লাখোঁ সালাম' পাঠ করা হইয়াছিল। (মাহনামা 'অ'লা হজরত' অক্টোবর সংখ্যা, ২০০২ সাল)

'মাদ্রাসা কে, আর, মাযহারে ইসলাম'

দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট এলাকায় তাবলিগী জামায়াতের ব্যাপক প্রভাব। এখানে সুন্নীয়াত কাহাকে বলা হয় মানুষ জানিত না। অধম সম্পাদক এক যুগের বেশি মেহনত চালাইবার পর রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ কবুল করিয়া নিয়াছেন এই মেহনত। ১৯৯৮ সালে বেরেলী শরীফ থেকে পীরে তরীকাত হজরত মাওলানা জামাল রেজা খান (জামালে মিল্লাত) সাহেব কিবলার শুভাগমন হয় খাঁপুরগ্রামের বেরেলী মহল্লাতে। তাঁহার পবিত্র হাত দিয়া বসানো হইয়াছিল 'মাদ্রাসা কাদেরীয়া রেজবীয়া মাযহারে ইসলাম'-এর প্রথম ইট। গ্রামের মানুষের আন্তরিক সহানুভূতিতে মাদ্রাসা খুব উন্নতির পথে। প্রায় ২৫/৩০ জন বাহিরের ছেলে পড়াশোনা করিতেছে। ছেলেদের পড়াশোনা ও সব সময়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য বাহির থেকে দুইজন সুদক্ষ আলেম রাখা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রতিটি ছেলে যাহাতে প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় করে, সেদিকে চরমভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। সকালে ক্লাস আরম্ভ হইবার পূর্বে মাদ্রাসার ময়দানে সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষক দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করিয়া থাকেন। মাত্র দুই বৎসর পর এখান থেকে ছাত্রদের সরাইয়া ভারতের বিভিন্ন বড় বড় মাদ্রাসায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বর্তমানে মাদ্রাসার সেক্রেটারী মোঃ শাজাহান গাজী।

—ঃ পথ নির্দেশ ঃ—

কোলকাতা—শিয়ালদহ হইতে ডায়মণ্ড হারবার ট্রেন যোগে 'সংগ্রামপুর' নামিয়া উত্তরে ভ্যানে সময় লাগে মাত্র ৫ মিনিট। ইহার মাঝখানে ওহাবী দেওবন্দীদের মাদ্রাসায় নামিবেন না।

জবাব দিয়া পুরস্কার নিন

দেওবন্দীদের কোন্ কিতাবের কত পৃষ্ঠায় কত লাইনে লেখা রহিয়াছে যে, 'বেহেশ্তী জেওর'-এর লেখক আশরাফ আলী থানুবী বলিয়াছেন—

"আমি ফিরয়াউন ও হামানেন থেকেও নিকৃষ্ট।"

সঠিক জবাব প্রদান করিতে পারিলে তাহার পূর্ণ ঠিকানাসহ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সময় দেওয়া হইল।

উরূস মুবারক

হজরত সৈয়দ শাহ এনামুল হক আল কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির স্মরণে প্রতি বৎসর তেরই ফাল্গুন উরূস শরীফ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু সুন্নী আলেম উপস্থিত থাকিয়া সারা রাত্রি ওয়াজ নসীহত করিয়া থাকনে। বর্তমান গদ্দীনশীন সৈয়দ মাসউদুর রহমান সাহেব।

—ঃ পথ নির্দেশ ঃ—

কোলকাতা শিয়ালদহ হইতে বজবজ ট্রেন যোগে 'নুঙ্গী' নামিয়া রিক্শা যোগে পুটখালি—খাঁপাড়া।

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

১। 'জান্নাতী জেওর'-এর বঙ্গানুবাদ।
২। 'আনওয়ারে শরীয়ত'-এর বঙ্গানুবাদ।
৩। 'আল্ মিসবাহুল জাদীদ'-এর বঙ্গানুবাদ।
৪। সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা।
৫। সলাতে মুস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা।
৬। দুয়ায় মুস্তফা।
৭। ইমাম আহমাদ রেজা (জীবনী)।
৮। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য।
৯। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা। এক হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা।
১০। মাসায়েলে কুরবাণী।

কয়েকখানা পুস্তিকা

১১। ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ।
১২। দাপনের পূর্বাপর।
১৩। বালাকোটে কাল্পনিক কবর।
১৪। 'মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ' আলাইহিস সালাম।
১৫। নারীদের প্রতি এক কলম।
১৬। তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্ সালাম।
১৭। শয়তানের সেনাপতি।
১৮। আইনুদ্দীন গোবিন্দপুরীর গোমরাহী।
১৯। হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব।

বিজ্ঞাপন

২০। শেষ সমাধি।
২১। সুন্নাতে নবাবী ও সাহাবী ২০ রাকয়াত তারাবীহ।
২২। অপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।
২৩। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, দেওবন্দী-তাবলিগীরা ওহাবী।
২৪। কানুন মোতাবেক হউক।
২৫। হক ও বাতিলের লড়াই।
২৬। সপ্তগ্রাম বাহাস কমিটির প্রতি।
২৭। অপ-প্রচার বন্ধ করুন।
২৮। চলুন মোনাজারাতে যাই।
২৯। বাহাসের চূড়ান্ত ফলাফল।
৩০। দেওবন্দী বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নিন।
৩১। একসঙ্গে তিন তালাক।

৩২। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ।
৩৩। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।
৩৪। জামায়াতে ইসলামী বাতিল ফিরকা।
৩৫। একদিনের চূড়ান্ত মোনাজারাহ।
৩৬। ফুরফুরাবীদের ধারণায় তাবলিগী জামায়াত।
৩৭। কবরে সিজদা করা কি জায়েজ?

কাঞ্জুল ঈমান

এ পর্যন্ত বাজারে কুরয়ান মাজীদের বহু অনুবাদ বাহির হইয়াছে। কিন্তু কোনটি নির্ভরযোগ্য নয়। বিশেষ করিয়া ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির অনুবাদগুলিতে গোমরাহী ছাড়া কিছুই নেই। একমাত্র নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর লেখা 'কাঞ্জুল ঈমান'। এই অনুবাদটির সহিত রহিয়াছে আল্লামা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর সংক্ষিপ্ত তাফসীর। এতদিন পর্যন্ত 'কাঞ্জুল ঈমান' উর্দু ভাষায় ছিল। বর্তমানে বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী ও ফ্রান্সী ভাষায় বাহির হইয়াছে। আপনি অবিলম্বে 'কাঞ্জুল ঈমান' (বাংলা) সংগ্রহ করুন। কোলকাতা, মেছুয়া বাজার—উসমানীয়া লাইব্রেরীতে পাইবেন। উত্তরবঙ্গে পাওয়া যাইবে—মালদার কালিয়াচক, নিউ মার্কেট, সাঈদ বুক ডিপোতে।

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু

কুরয়ান পাকে ও হাদীস শরীফের মধ্যে সাহাবায় কিরামদের বহু ফজীলত বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবায় কিরামগণকে হিদায়েতের নক্ষত্র বলিয়াছেন। অতএব, সমস্ত সাহাবাদিগের প্রতি মুসলমানদের ভক্তি শ্রদ্ধা রাখা ঈমানী ফরজ। কাহার মুহাব্বাতে কোন সাহাবার নিন্দা করা কুফরী। বর্তমানে এক শ্রেণীর ভণ্ড নিজ দিগকে আলে বায়েত বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। এই ভণ্ডের দল হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর ন্যায় একজন উচ্চপদস্থ সাহাবাকে কটু ভাষায় গালাগালি করিয়া থাকে।

হজরত মুয়াবিয়া ছিলেন হুজুর পাকের একজন অন্যতম সাহাবা এবং আল্লাহর ওহীর আমানত্‌দার ও লেখক। তাঁহার থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বোখারী তাঁহার সনদে আটটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মস্ত বড় মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁহার ইজতিহাদের প্রতি উলামায় ইসলাম অত্যন্ত নির্ভরশীল। (আন্‌ নাহিয়া) মোট কথা, তাঁহার সাহাবীয়াতে কাহার কোন প্রকার সন্দেহ নাই। স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার জন্য খাস করিয়া দুয়া করিয়াছেন—"আল্লাহুম্মাজ আলহু হাদিয়াম মাহদিয়া"—আল্লাহু! মুয়াবিয়াকে সুপথ প্রদর্শক এবং সুপথ প্রাপ্ত করিয়া দাও। (তিরমিজী, তারিখুল খুলাফা)

আজ পর্যন্ত কোন ইমাম তাঁহার শানে কোন রকম বে-আদবী মূলক কথা বলেন নাই। উলামায় আহলে সুন্নাত সর্বসম্মতিক্রমে সাহাবাদিগের নিন্দা করা হইতে বিরত থাকা অয়াজিব বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি কোন সাহাবার প্রতি হিংসা রাখে, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফয়ী তাহাকে কাফের বলিয়াছেন। (সাওয়ারিকে মুহরিকা)

আল্লামা শিহাবুদ্দীন খাফফাজী হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর নিন্দাকারীকে জাহান্নামের কুকুর বলিয়াছেন। (নাসীমুর রিয়াজ) যে সমস্ত ভণ্ড পীর ও ব্যবসিক বক্তা হজরত মুয়াবিয়ার সম্পর্কে কটু ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহারা আলে বায়েত ও আহলে সুন্নাত হওয়া তো দূরের কথা, মুসলমান নয়। এই প্রকার ভণ্ড পীর ও ব্যবসিক বক্তার হাতে মুরীদ হওয়া ও ইহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া হারাম।

‘দি ইন্ডিয়ান মুসলিম টাইম্‌জ’

রেজা একিডেমি
২৬ নং কাম্বেকার
স্ট্রীট, মুম্বাই-৩

এই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক। খাঁটি সুন্নীদের পরিচালনায় পত্রিকাটি প্রকাশ হইয়া থাকে। পত্রিকাটি প্রত্যেক আলেমের হাতে থাকা একান্ত জরুরি বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, পত্রিকাটি বিশ্ব সংবাদ পরিবেশন করিয়া থাকে। সেই সঙ্গে আহলে সুন্নাতের মসলা মাসায়েল বর্ণনা করিয়া থাকে। আপনি আজই গ্রাহক হইয়া যান। বার্ষিক চাঁদা একশত টাকা। আপনার ও পত্রিকার ঠিকানা ইংরাজীতে লিখিবেন।

আলেমদের দায়িত্ব

যেহেতু আপনি একজন সুন্নী আলেম। এই জন্য আপনার প্রতি একটি সামাজিক দায়িত্ব রহিয়াছে। নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করিতেছেন যে, বর্তমানে মুসলিম সমাজ চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। মুসলিমদের একটি অংশ—তরুণ ও যুবকবৃন্দ কাদিয়ানীদের শিকার হইয়া যাইতেছে। অনুরূপ বহু মানুষ ওহাবী-দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি বাতিল ফিরকার শিকার হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তে আপনি আপনার দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার মূল্যবান সময়ের সামান্য অংশ ব্যয় করুন। যদি আপনি মসজিদের দায়িত্বে থাকেন, তাহা হইলে যে কোন ওয়াক্তে সুযোগ মত ‘ফায়যানে সুন্নাত’ নামক কিতাবখানা পাঠ করিয়া শোনাইতে থাকুন। আর যদি মসজিদের দায়িত্বে না থাকেন, তাহা হইলে এলাকায়ী উলামাদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি নির্দিষ্ট মসজিদ অথবা স্থান ঠিক করিয়া এলাকায় প্রচার করিয়া দিন যে, প্রতি সপ্তাহে অমূক দিন অমূক সময়ে অমূক স্থানে ‘কিতাবী তালীম’-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে উপস্থিত হইবেন। সমবেত মানুষদের সামনে ‘ফায়যানে সুন্নাত’ পাঠ করিয়া শোনাইবেন। প্রথমে ও মাঝে মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন। এই সভার শেষের দিকে সবাইকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিবেন। খুব মিষ্ট ভাষায় কিতাবী জবাব দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। মাঝে মধ্যে জরুরি মসলা মাসায়েল বর্ণনা করিয়া দিবেন। সভার শেষে সালাম পাঠ করতঃ মুনাজাত করিয়া দিবেন। ইনশা আল্লাহ, আপনার এই প্রকার মেহনতে মানুষের মধ্যে দ্বিনী খেয়াল পয়দা হইবে।

ফতওয়া বিভাগ

১। বর্তমান বাজারে ভারতীয় মুদ্রায় নিম্নোমানের মোহর কত টাকা হইবে?

উত্তর ঃ হাদীস পাকে সবচাইতে কম মোহর দশ দিরহাম বলা হইয়াছে। এক দিরহামের সমান সাড়ে তিন মাশা। (লোগাতে কিশওয়ারী) দশ দিরহামের সমান পঁয়তিরিশ মাশা। বারো মাশাতে এক তোলা হয়। (ফিরোজুল লোগাত) দশ দিরহামের সমান দুই তোলা এগারো মাশা হইবে। বর্তমান বাজারে এই দুই তোলা এগারো মাশা চাঁদির মূল্য হইবে সব চাইতে কম মোহর। যথা—১ তোলা চাঁদি একশত কুড়ি টাকা হইলে ২ তোলা এগার মাশার মূল্য হইবে তিনশত পঞ্চাশ টাকা।

২। কুরবানীর চামড়ার পয়সা সরাসরি মসজিদ, মাদ্রাসায় দান করা জায়েজ?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে জায়েজ। (আলাম গিরী) কারণ, কুরবাণীর চামড়া যাকাত, ফিৎবার ন্যায় দান করিয়া দেওয়া ওয়াজিব নয়।

৩। কামেল পীরের আলামত কী?

উত্তর ঃ মুরীদ হইবার পূর্বে পীর সম্পর্কে যথেষ্ঠ যাঁচাই করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। যদি পীর বদ্ আকীদাহ হয়, তাহা হইলে তাহার হাতে মুরীদ হইলে ঈমান চলিয়া যাইবে। হাকীমুল উম্মাত হজরত আল্লামা আমজাদ আলী আলাইহির রহমাহ বলিয়াছেন—"মুরীদ হইবার পূর্বে পীরের মধ্যে চারটি জিনিষ দেখিয়া নেওয়া ফরজ। অন্যথায় বদ্মাযহাব হইলে ঈমান চলিয়া যাইবে।

(১) সুন্নী সহীহুল আকীদা হওয়া। (২) পীরের মধ্যে এত পরিমাণ ইল্ম থাকা, যাহাতে প্রয়োজনে কিতাব থেকে মসলা বাহির করিতে পারে। (৩) ফাসিকে মু'লিন না হওয়া। (অর্থাৎ প্রকাশ্যে কোন অবৈধ কাজ না করা)। (৫) পীরের সিলসিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো। (বাহারে শরীয়ত)

উপরের চারটি শর্ত যাহার মধ্যে না থাকিবে, তাহার হাতে মুরীদ হওয়া হারাম।

৪। জানাজার নামাজে চতুর্থ তাকবীরের পর হাত বাঁধা অবস্থায় সালাম ফিরাইতে হইবে, না হাত ছাড়িয়া সালাম ফিরাইতে হইবে?

উত্তর ঃ চতুর্থ তাকবীরের পর হাত ছাড়িয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। (খোলাসাতুল ফাতাওয়া, বাহারে শরীয়ত)

৫। বর্তমানে বহুস্থানে দাফনের পর আজান দিতে দেখা যাইতেছে। ইহা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ দাফনের পর কবরের নিকট আজান দেওয়া কেবল জায়েজ নয়, বরং মুস্তাহাব। ইহাতে মুর্দার বহু উপকার রহিয়াছে। যথা—(১) শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ হইবে। (২) তাকবীরের অসীলায় কবরের আযাব থেকে নিরাপদ হইবে। (৩) মুনকির ও নাকীরের প্রশ্নগুলির জবাব স্মরণ আসিবে। (৪) আযাবে কবর থেকে নাজাত পাইবে। (৫) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নামের অসীলায় রহমতে-ইলাহী নাযিল হইবে। (৬) আজানের অসীলায় ভয় দূর হইবে। (৭) দুঃখ দূর হইবে এবং খুশি হাসেল হইবে ইত্যাদি।

রদ্দুল মুহতার, ফাতাওয়ায় রাজবিয়া, ফাতাওয়ায় ফায়জুর রাসুল, বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত, নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী ইত্যাদি কিতাবে দাফনের পর আজান মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়ে একটি সতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন—'ইজানুল আজার ফী আজানিল কবর'।

৬। বর্তমানে বহু স্থানে মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করিবার সময় শর্ত করিতেছে যে, ওহাবী, দেওবন্দীদের জানাজা পড়াইতে হইবে। অন্যথায় চলিয়া যাইতে হইবে। যদি সুন্নী ইমাম এই শর্ত মানিয়া না নেন, তাহা হইলে সুন্নীয়াত দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া যাইবে। গ্রামগুলি ওহাবী দেওবন্দীদের দখলে চলিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় কি করিতে হইবে? যদি কোন আলেম ওহাবী, দেওবন্দীর জানাজা পড়াইয়া দেন যে, দোয়াগুলি পাঠ না করিয়া কেবল চার তাকবীর পড়িয়া দেন, তাহা হইলে কি জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ কোন আলেমের এই ধরনের শর্ত মানিয়া নেওয়া আদৌ উচিত হইবেনা। এই ধরনের শর্ত করিয়া ইমাম রাখা কঠিন নাজায়েজ ও গোনাহের কাজ। কারণ, হাদীস পাকে বদ্ মাযহাব থেকে দূরে থাকিতে এবং তাহাদিগকে দূরে রাখিতে নির্দেশ করা হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, তাহারা অসুস্থ হইলে দেখিতে

যাইবেনা, মরিয়া গেলে জানাজায় শরীক হইবেনা, সাক্ষাত হইলে সালাম দিবেনা, তাহাদের নিকট বসিবেনা, তাহাদের সহিত পানাহার করিবেনা, তাহাদের সহিত বিবাহ করিবেনা, তাহাদের জানাজার নামাজ পড়িবেনা এবং তাহাদের সঙ্গে নামাজ পড়িবেনা। (মুসলিম, ইবনোমাজা ইত্যাদি)

সুন্নী ইমামের জন্য ইসলাম বিরোধী শর্ত না মানিয়া নিলে সুন্নীয়াতের যে ক্ষতি হইবে, শর্ত মানিয়া নিলে তাহা অপেক্ষা বহু গুণে বেশি ক্ষতি হইবে। এই জন্য এই অবস্থায় সুন্নীয়াত বাঁচাইবার একটি মাত্র রাস্তা—হাদীসের প্রতি আমল করা।

জানাজার নামাজে দুইটি জিনিষ ফরজ-কিয়াম ও চার তাকবীর। দোয়াগুলি পাঠ করা কোন জরুরি বিষয় নয়। অতএব, হাদীস শরীফের নির্দেশানুযায়ী কোন মতে জায়েজ হইবেনা।

৭। তাকবীরে 'হাই আলাস্ সলাহ' ও 'হাই আলাল্ ফালাহ' বলিবার সময় ডান দিক ও বাম দিক মুখ ঘুরাইতে হইবে?

উত্তর ঃ হাঁ, আজানের ন্যায় তাকবীরেও ডান দিক ও বাম দিক মুখ ঘুরাইতে হইবে। (আলমগিরী, জান্নাতী জেওর)

৮। কবরে মাটি দেওয়ার সময়—'মিনহা খালাক্‌না কুম' দোয়াটি শেষ পর্যন্ত বলিয়া একবার মাটি দিতে হইবে, না সম্পূর্ণ দোয়াটি পাঠ করা পর্যন্ত তিনবার মাটি দেওয়া হইয়া যাইবে?

উত্তর ঃ একবার মাটি দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দোয়াটি পাঠ করিতে হইবেনা, বরং প্রথমবারে বলিবে—'মিনহা খলাকনা কুম', দ্বিতীয়বারে বলিবে—'অফিহা নুঈদুকুম', তৃতীয়বারে বলিবে—'অমিনহা নুখরি জুকুম তারাতান উখরা'। (আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত)

৯। তারাবীহের নামাজ পড়াইবার জন্য একজন আলেমকে আনা হইয়াছে। তারাবীহ নামাজের পর তাহাকে দরূদ ও সালামের কথা বলা হইলে তিনি বলেন যে, কুরয়ান ও হাদীসে উহার কোন দলীল নাই। মুসাল্লীগন জোর দিয়া বলেন যে, দরূদ সালাম পাঠ করিলে পাপ, পূণ্য কি হইবে? উত্তরে তিনি বলেন—কিছুই হইবেনা। এই ইমামের পশ্চাতে কি তারাবীহ পড়া জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ যে আলেম কুরয়ান, হাদীসে সালাম ও দরূদের দীলল পায়না, সে সঠিক অর্থে আলেমই নয়। যে আলেম দরূদ, সালাম, মীলাদ কিয়াম ইত্যাদির বিরোধীতা করিয়া থাকে সে আলেমের পিছনে নামাজ পড়া নাজায়েজ। মীলাদ, কিয়াম, দরূদ, সালাম ইত্যাদির বিরোধীতা করা বর্তমানে ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী, তাবলিগী ও কাদিয়ানী প্রভৃতি বাতিল ফিরকার আলামত হইয়া গিয়াছে। যাহারা এই জিনিষগুলি করিতে কোনপ্রকার আপত্তি করিবে তাহাদের পশ্চাতে কোন নামাজই জায়েজ নয়।

১০। বর্তমানে ঘড়ি ঘণ্টার যুগ। নামাজ ও রোজার যে সময় তালিকা দেওয়া হইতেছে। অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের দুই-এক মিনিট আগে আজান আরম্ভ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছে—আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় আসিয়া যায়। আবার অনেকেই একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে এক মূহুর্ত পার হইতে না হইতেই আজান আরম্ভ করিতেছে। এই আজান ও এই আজানে ইফতার করা কেমন হইবে?

উত্তর ঃ সময়ের দুই-এক মিনিট পূর্বে কেন! দুই-এক সেকেণ্ড পূর্বে আজান হইলে তাহা আজান বলিয়া গণ্য হইবেনা। এইপ্রকার আজান শুনিয়া সময়ের পূর্বে ইফতার করিলে রোজা হইবেন।

ঘড়ি ঘণ্টা ধরিয়া কাজ করা শরীয়তে নাজায়েজ নয়। তাই বলিয়া যান্ত্রিক জিনিষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়া জায়েজ নয়। নামাজ, রোজার যে সময়-তালিকা রহিয়াছে, উহার অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের প্রথম মূহুর্তে আজান আরম্ভ না করিলে আজানই হইবেনা। বর্তমানে মানুষের এমন বিদয়াতের ব্যাধি ধরিয়াছে যে, মাইকে মুখ লাগাইয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া থাকে। ঘড়ির কাটা সোজা হইতে না হইতে 'আল্লাহু আকবর'।

দাওয়াতে ইসলাম

নিশ্চয় ইহা আপনার অজানা নয় যে, উলামায় দেওবন্দের কায়েম করা ‘তাবলিগী জামায়াত’ কালেমা ও নামাজের আড়ালে হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানের ঈমান ও আকীদহকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে। বহু ডাক্তার, মাষ্টার, স্কুল ও কলেজের ছাত্র এই জামায়াতের চক্রান্তে পড়িয়া গুমরাহীর গভীরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইহাদের ধারণা এই প্রকার জন্মিয়া গিয়াছে যে, ইসলাম মানে কেবল নামাজ পড়া।

আপনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন! তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে কাজের কাজ কিছু হয় নাই। আমি ছোট করিয়া বলিতেছি, পশ্চিম বাংলায় এমন একটি গ্রাম দেখাইতে পারিবেন না যে, সেই গ্রামের সমস্ত মানুষ তাবলিগী জামাতের মাধ্যমে নামাজী হইয়া গিয়াছে। সুদখোর, ঘুষখোর, তাড়িখোর, মদখোর ও জেনাকার নাই। গ্রামে গান-বাজনা হয় না। মহিলারা সবাই পর্দার মধ্যে থাকে। এককথায় ইসলাম বিরোধী কোন কাজ হয় না। কিন্তু আমি আপনাকে শত গ্রাম দেখাইতে পারি যে, সেই গ্রামগুলির সমস্ত মানুষ মীলাদ, কিয়াম, উরূস, ফাতিহা, কবর যিয়ারত ইত্যাদি করিতেন। বর্তমানে তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে এই জিনিষগুলি সমূলে নির্মূল হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত মানুষ আম্বিয়া ও আউলিয়াদের প্রতি উচ্চ ধারনা রাখিতেন। আজ তাহারা বিভিন্ন প্রকার কটুক্তি করিতেছেন। শেষ কথায় ইহাই দাঁড়াইল যে, তাবলিগী জামায়াত তাড়ি, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, জেনা, গান-বাজনা ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কাজগুলি উঠাইতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের অবদানে উঠিয়াগিয়াছে সামাজ থেকে মীলাদ, কিয়াম, উরূস, ফাতিহা, কবর যিয়ারত, শবে বরাতের হালুয়া ও মুহার্রমের খিচুড়ি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে আম্বিয়া ও আউলিয়াদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে।

আপনি আরো লক্ষ্য করিয়া দেখুন! তাবলিগী জামায়াতের মানুষের কাছ থেকে হানাফী মাযহাব একপ্রকার বিদায় নিতে চলিয়াছে। তাবলিগী আমির ও মা'মুর নামাজে না কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছে, না নাভির নিচে হাত বাঁধিতেছে। বিভিন্ন স্থানে আট রাকয়াত তারাবীহ ও মহিলাদের জামায়াত চালু করিয়া দিয়াছে। মোট কথা, ইহাদের বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র এক অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। এমনকি পিতা পুত্রের মধ্যেও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বাক-বিতণ্ডা। পিতা মীলাদ কিয়াম করিবে। পুত্র বিদয়াত বলিয়া বাধা প্রদান করিতেছে। পিতা কান্ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া নাভির নিচে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশে পুত্র মহিলার ন্যায় কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলিয়া সীনাতে হ'ত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও এক শ্রেণীর অজ্ঞ মানুষ তাবলিগী জামায়াতের কিছু জাহিরী কার্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া গুমরাহীর শিকার হইতেছে। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া ভারতের সেই স্বনামধন্য ইসলামিক চিন্তাবিদ, শরীয়তের সুদক্ষ পণ্ডিত, উপমহাদেশের অদ্বিতীয় মুনাজির, রাইসুল কলম আল্লামা আরশাদুল কাদেরী রহমা তুল্লাহি আলাইহি সাধারণ মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাইবার মহান উদ্দেশ্যে ‘দাওয়াতে ইসলাম’-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হজরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী আলাইহির রহমা পাকিস্তান-করাচি থেকে হজরত মাওলানা ইলিয়াস কাদেরী সাহেব কিলবাকে খাড়া করিয়া ‘দাওয়াতে ইসলাম’-এর আমির বানাইয়া দিয়াছেন। আল্লামা অল্পদিন হইল ইন্তেকাল করিয়াছেন। মাওলানা দ্বীনের কাজ করিয়া যাইতেছেন।

হজরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব কিবলা ‘দাওয়াতে ইসলাম’-এর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত লইয়া পৃথিবীর বহু দেশে সফর করিয়াছেন। পাকিস্তান-করাচিতে প্রতি বৎসর দাওয়াতে ইসলামের যে ইজতিমা হইয়া থাকে, তাহাতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ সমবেত হইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের বহু শহরে যথা—মুম্বাই, নাগপুর, কানপুর, মুবারকপুর, জামশেদপুর প্রভৃতি স্থানে জোর-কদমে চলিতেছে দাওয়াতে ইসলামের কাজ। সবচাইতে বেশি কাজ হইতেছে গুজরাটের আহমদাবাদ শহরে। এখানে প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব ইজতিমা হইয়া থাকে। পশ্চিম বাংলায় কোলকাতা-হাওড়া টিকিয়াপাড়ায় মদীনা মসজিদ হইল 'দাওয়াতে ইসলাম'-এর মারকাজ।

আল্ হামদু লিল্লাহ! উলামায় আহলে সুন্নাতের কায়েম করা 'দাওয়াতে ইসলাম'-এর মাধ্যমে শত শত ডাক্তার, মাষ্টার, স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ইসলামী জীবন গঠন করিতে চলিয়াছেন। আপনি আমলী জীবন গড়িবার জন্য এই জামায়তের সহিত অবিলম্বে যোগাযোগের চেষ্টা করুন।

হল্যান্ডে নাবী দিবস পালন

বর্তমান ২০০২ সালের ২৬শে মে রবিবার হল্যান্ডের জামে মসজিদুল ফিরদাউসে বিরাট ধূমধামের সহিত বিশ্ব নাবী দিবস পালিত হইয়াছে। হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বহু বড় বড় সুন্নী আলেম এই জলসায় উপস্থিত ছিলেন। হজরত মাওলানা মোহাম্মাদ ইফ্‌তেখার আলী চিশ্‌তী সাহেব শেষ ভাষণের পর ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির লেখা—'মুস্তাফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম' পাঠ করতঃ সভার কাজ সমাপ্ত করেন।—মোহাম্মাদ আজীজ, সেক্রেটারী ইসলামিক সেন্টার, হল্যান্ড। (মাহনামা "আ'লা হজরত" অক্‌টবর সংখ্যা, ২০০২)

'মীযান' পত্রিকা সুন্নীদের নয়

বাংলায় 'মীযান' পত্রিকাটি গায়ের মুকাল্লিদ-লা মাযহাবী সম্প্রদায়ের পত্রিকা। আনন্দবাজার, আজকাল ইত্যাদি পত্রিকার ন্যায় 'মীযান' পত্রিকা থেকে দুনিয়াবী সংবাদ গ্রহণ করা যায়। কোন মাযহাবী মসলা এই পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হারাম। ইহারা সব সময়ে হানাফী মাযহাব বিরোধী মসলা লিখিয়া থাকে। বহু হানিফী ভাই মাযহাবী জ্ঞান না থাকিবার কারণে এই পত্রিকার পিছনে পড়িয়া গুমরাহ হইয়াছেন। একান্ত 'মীযান' পাঠ করিলে হানিফী নির্ভরযোগ্য আলেমের নিকট থেকে মসলা যাঁচাই করিয়া নেওয়া জরুরি।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী

কিছু মানুষ চরম ভুল বুঝিয়া রহিয়াছেন যে, ইমাম বোখারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগের মানুষ। তিনি সরাসরি হুজুর পাকের পবিত্র জবান থেকে হাদীস শুনিয়া বোখারী শরীফ লিখিয়াছেন। এই জন্য কুরয়ান পাকের পরে বোখারী শরীফের স্থান। যাহা বোখারী শরীফে নাই তাহা মানা চলিবেনা। ইমাম আবু হানীফা হাদীস জানিতেন না। তিনি মনগড়া কথা বলিতেন। হানাফী মাযহাবের মানুষেরা হাদীস মানেন না। ইমাম আবু হানীফার মনগড়া কথার প্রতি আমল করিয়া থাকেন।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ৭০ হিজরীতে, কেহ বলিয়াছেন ৮০ হিজরীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। যেমন—শিবলী নো'মানী 'সীরাতুন্ নো'মান'-এর প্রথম খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা শামীরদ্দুল মুহতার'-এর প্রথম খণ্ডে ৬৬ পৃষ্ঠায় ৮০ হিজরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বোখারী শরীফের শারাহ 'নুজহাতুল কারী' কিতাবের প্রথম খণ্ডে ১১০

pdf By Syed Mostofa Sakib

পৃষ্ঠায় এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এর প্রথম খণ্ডে ৬৫ পৃষ্ঠায় ৭০ হিজরীর কথা বলা হইয়াছে। সত্তর হউক অথবা আশি হউক, তিনি হুজুর পাকের ইন্তেকালের মাত্র ষাট অথবা সত্তর বৎসর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেড় শত হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছিল। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই।

ইমাম বোখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে হইয়াছিল। (তাজকিরাতুল মুসান্নেফীন ২২৪ পৃষ্ঠা, জাফরুল মুহাস্সেলীন ৯৭ পৃষ্ঠা) অবশ্য জায়াল হক দ্বিতীয় খণ্ড ৯ পৃষ্ঠায় ২০৪ হিজরীর কথা বলা হইয়াছে। প্রথম উক্তি অনুযায়ী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ১৮৪ বৎসর পর ইমাম বোখারীর জন্ম হইয়াছে। দ্বিতীয় উক্তি অনুযায়ী হুজুরের ১৯৪ বৎসর পর তাঁহার জন্ম। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারীর মধ্যে ইহাই হইল প্রথম পার্থক্য।

দ্বিতীয় পার্থক্য—ইমাম আবু হানীফার যুগে প্রায় ২০/৩০ জন সাহাবায় কিরাম হায়াতে ছিলেন। তিনি সরাসরি সাক্ষাতকারে কয়েকজন সাহাবার নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইমাম বোখারী কোন সাহাবার যুগ পাইয়া ছিলেন না।

তৃতীয় পার্থক্য—ইমাম আবু হানীফা একজন উচ্চ পর্যায়ের স্বতন্ত্র মুজতাহিদ-কুরয়ান ও হাদীসের সুদক্ষ গবেষক ছিলেন। ইহাতে কাহার দ্বিমত নাই। কিন্তু ইমাম বোখারীর মুজতাহিদ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লামা তাকিউদ্দীন সুবকী ও নবাব সিদ্দিক হাসান খান তাঁহাকে শাফয়ী মাযহার অবলম্বী বলিয়াছেন। আল্লাম ইবনো কাইয়েম তাঁহাকে হাম্বালী বলিয়াছেন। (জাফরুল মুহাস সেলীন ১০১ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ পার্থক্য—ইমাম আবু হানীফার নামে বিশ্বে একটি মাযহাব চলিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশ হানাফী মাযহার অবলম্বী। কিন্তু পৃথিবীতে বোখারী মাযহাব বলিয়া কিছুই নাই।

পঞ্চম পার্থক্য—ইমাম আবু হানীফার উপর ইমাম বোখারীর বিন্দু বরাবর অবদান নাই। কিন্তু ইমাম বোখারীর উপর ইমাম আবু হানীফা এমন অবদান রাখিয়া গিয়াছেন যাহা ইমাম বোখারী কোনদিন পরিশোধ করিতে পারেন নাই। ইমাম বোখারীর বড় বড় উস্তাদ অথবা উস্তাদের উস্তাদগণের অধিকাংশই ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ অথবা শাগরিদের শাগরিদ। যেমন মাক্কী বিন ইব্রাহীম, এহিয়া বিন সাঈদুল কাত্তান ও মো'লা বিন মানসুর প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরিদ এবং ইমান বোখারীর উস্তাদ ছিলেন। অনুরূপ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমান মোহাম্মাদ ইমাম আবু হানীফার প্রথম সারির শিষ্য ছিলেন। এই দুই ইমামের বিশিষ্ট শাগরিদ মোহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আনসারী ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন। (জাফরুল মুহাস্ সেলীন ৯৮ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফা একজন তাবেয়ী ছিলেন। পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফিজ ছিলেন। (বাশীরুল কারী শারহে বোখারী ৬৫ পৃষ্ঠা) চার হাজার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (সীরাতুন নোমান ৪৯ পৃষ্ঠা, নুজহাতুল কারী প্রথম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা) বার লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা বর্ণনা করিয়াছেন। (সীরাতুন নোমান ১৯৯ পৃষ্ঠা) এই জগৎ বিখ্যাত ইমামের প্রতি ও তাঁহার মাযহাবের প্রতি কেমন ধারণা রাখা উচিত তাহা বিবেচনার বিষয়।

ইরাকে ইমাম আহমাদ রেজা

পশ্চিম ইরাকের 'মু'সেল ইউনিভার্সিটি'তে চারদিন ব্যাপী এক ঐতিহাসিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আরব দুনিয়ার অগণিত সাহিত্যিক ও শায়ের। এই অনুষ্ঠানে বাগদাদের 'সাদ্দাম ইউনিভার্সিটি'-এর আরবী সাহিত্যিক মাওলানা আনওয়ার আহমাদ মুশাহিদী উর্দু সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির উর্দু কবিতার কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করতঃ আ'লা হজরতের জীবনীর উপর আলোকপাত করেন এবং আ'লা হজরতের মশহুর সালাম—"মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখুঁ সালাম"-এর কবিতার মাধ্যমে আরবী অনুবাদ করিয়া ইরাকের বড় বড় নামি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। (দি ইন্ডিয়ান মুসলিম টাইম্‌জ, ২৭শে অক্টোবর, ২০০২)

সম্পাদকের লেখা 'সেই মহানায়ক কে?'

পুস্তকটি অত্র পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ করা হইবে।

ভূমিকা

ইতিহাসেরও দুর্ঘটনা রহিয়াছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বলিয়া চিহ্নিত করা, উহারা ইংরেজদের কট্টর দুশমন ছিলেন বলিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া, উহাদিগকে 'ওলীউল্লাহ' এবং 'মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলিয়া দেখান ইত্যাদি হইল ইতিহাসের দুর্ঘটনা। উপমহাদেশের ইতিহাসে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ইচ্ছাকৃত ইতিহাসের এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছেন।

প্রকৃত ইতিহাস প্রমাণ করিয়া থাকে যে, সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী ও মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ইংরেজদের দূরের দুশমনও ছিলেন না। বরং উহারা ছিলেন ইংরেজদের নিমকখোর এজেন্ট। উহারা ইংরেজদের ইঙ্গিতে মুসলমানদের রক্ত বন্যার ন্যায় বহাইয়া ছিলেন্। উহারা অখণ্ড ভারতের উপর ইংরেজদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। ইংরেজদের প্ররচনায় যে ওহাবী সম্প্রদায়ের জন্ম হইয়াছিল, সেই ওহাবীদের মতবাদ অখণ্ড ভারতে সর্বপ্রথম এই দুই হীরো প্রচার করিয়াছিলেন। জিহাদের জয়ধ্বনী গাহিয়া ইংরেজদের নিমক হালাল করিয়াছিলেন এই দুই নায়ক। এক কথায় ইসলামের পরম শত্রু এবং মুসলমানদের প্রাণের শত্রু সুচতুর ইংরেজ এই দুই ওহাবী নায়ককে যথার্থভাবে কাঠের পুতুল হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিল।

আসল ইতিহাস প্রমাণ করিয়া থাকে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী রহমানতুল্লাহি আলাইহি। আল্লামা ফজলে হক সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় উলামায় আহলে সুন্নাত এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জিহাদের ফতওয়ায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।—অত্র পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইবে আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদীর জীবনী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করান হইবে সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী ও তদীয় মুরীদ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর ইংরেজ তোষণ। তৃতীয় অধ্যায়ে উলামায় দেওবনেন্দর ধর্ম্মীয় ও রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী
১০/৪/১৯৯৫

সেই মহানায়ক কে?

প্রথম অধ্যায়

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহানায়ক হজরত আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২১২ হিজরী অনুযায়ী ১৭৯৭ সালে উত্তরপ্রদেশের খয়রাবাদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। [বাগীয়ে হিন্দুস্তান ১৩০ পৃষ্ঠা, নাংগেদ্বীন নাংগে অত্বন ১২৫ পৃষ্ঠা] মুকদ্দামায় তাহকীকুল ফাতাওয়ার ৮ পৃষ্ঠায় আল্লামার জন্মস্থান দিল্লী বলা হইয়াছে। আল্লামার পিতা মাওলানা ফজলে ইমাম খয়রাবাদী সেই যুগের সুবিখ্যাত আলেম এবং রাজধানী দিল্লীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আল্লামার দাদা মাওলানা শায়েখ মোহাম্মাদ আরশাদ আফগানিস্তানের হারগাম হইতে খয়রাবাদ আসিয়াছিলেন। যথাক্রমে তাঁহার বংশ সূত্র হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহ আনহু পর্যন্ত পৌঁছায় বলিয়া তিনি ফারুকীও ছিলেন।

বংশ সূত্র

(১) আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী, (২) মাওলানা ফজলে ইমাম, (৩) শায়েখ মোহাম্মাদ আরশাদ, (৪) হাফিজ মোহাম্মাদ সালেহ, (৫) মোল্লা আব্দুল অয়াজিদ, (৬) আব্দুল মাজিদ, (৭) কাজী সাদরুদ্দীন, (৮) কাজী ইসমাঈল হারগামী, (৯) কাজী ইমাদুদ্দীন বাদাউনী, (১০— শায়খে আরজানী, (১১) শায়েখ মুনাউওর, (১২) শায়েখ খাতীরুল মালেক, (১৩) শায়েখ সালার শাম, (১৪) শায়েখ অজীহুল মুল্ক, (১৫) শায়েখ বাহাউদ্দীন, (১৬) শেরুল মুল্কশাহে ইরাণী, (১৭) শাহ আতাউল মুল্ক, (১৮) মালেক বাদশা, (১৯) হাকিম, (২০) আদিল, (২১) তায়েরুঁ, (২২) জারজীস্, (২৩) আহমাদ নামদার, (২৪) মোহাম্মাদ শাহার ইয়ার, (২৫) মোহাম্মাদ উসমান, (২৬) দামান, (২৭) হুমায়ূন, (২৮) কুরাইশ, (২৯) সুলাইমান, (৩০) আফ্ফান, (৩১) আব্দুল্লাহ, (৩২) মোহাম্মাদ, (৩৩) উবাইদুল্লাহ, (৩৪) আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মুসলিমীন হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু। [বাগীয়ে হিন্দুস্তান ১৩০ পৃষ্ঠা]

আল্লামার শিক্ষা জীবন

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর খান্দানে তাঁহার বাপ দাদার যুগ হইতে ইল্মের চর্চা ছিল। তাঁহার পিতা মাওলানা ফজলে ইমাম ইল্মে মানতেক ও ফিলোজফীর ইমাম ছিলেন। যখন আল্লামা চোখ খুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার খান্দানে এবং দেশব্যাপী চারিদিকে বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি খয়রাবাদ হইতে দিল্লী পৌঁছিয়া যেমন বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও দার্শনিকের দর্শন পাইয়াছিলেন, তেমনই বড় বড় ওলীউল্লাহ ও সাধকের সঙ্গলাভ পাইয়াছিলেন। অবশ্য আল্লামা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতা মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট হইতে। মাওলানা ফজলে ইমাম আল্লামাকে যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন নিজ বাড়িতে। এমনকি তিনি দরবারে যাইবার সময় হাতীর পিঠে আল্লামাকে পড়াইতেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবার পর হাদীস অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন শাহ আব্দুল ক্বাদের ও শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহ্লবীর দরবারে। শাহ সাহেবদের দরবারে তিনি হাতী চড়িয়া যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে যাইতেন মুফতী সাদরুদ্দীন খান এবং কিতাব পত্র বহন করিবার জন্য সঙ্গে খাদেম থাকিত। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি মস্ত বড় আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ওলী ছিলেন। কাশ্ফে বহু কিছু অবগত হইয়া যাইতেন। প্রত্যেক দিন আল্লামাকে পড়াইতেন না। অনেক সময় উস্তাদের আদব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান

করিতেন।—একদিন আল্লামা এবং মুফতী সাদরুদ্দীন খান শাহ সাহেবের দরবারে যাইবার সময় আলোচনা করিতেছিলেন যে, শাহ সাহেবের বংশের মানুষ ইল্মে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হের সবাই সুপণ্ডিত। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে ইহাদের পারদর্শিতা কম। যখন যথা সময়ে শাহ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন শাহ সাহেব বলিলেন—আজ পড়া বন্ধ থাকিবে। দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করিব। তোমরা দর্শনের যে কোন একটি বিষয় আমার সামনে উৎথাপন করতঃ উহার দুর্বল পয়েন্ট আমাকে দাও। আল্লামা ও মুফতী সাহেব সানন্দে সম্মত হইয়া শাহ সাহেবের সহিত দর্শনশাস্ত্র লইয়া চরম পর্যায়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরিশেষে পরাস্ত হইয়া আল্লামা ও মুফতী সাহেব এই বলিয়া স্বীকার উক্তি করিয়া ছিলেন যে, আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কাছে আমাদের পরাজয় হইল। আমরা নিরুত্তর হইলাম বটে কিন্তু আমাদের উক্তি সঠিক। [বাগীয়ে হিন্দুস্তান ১৪১ পৃঃ হইতে ১৪৪ পৃঃ]

ইরাণী মুজতাহিদের পলায়ন

আল্লামা ফজলে হকের স্মৃতি শক্তি ছিল অসাধারণ। মাত্র চার মাস কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ১২২৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮০৯ সালে যখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র তের বৎসর। তখন তিনি প্রচলিত সমস্ত বিদ্যার সনদ লাভ করিয়াছিলেন।—শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী শিয়া সম্প্রদায়ের খণ্ডনে 'তোহফায়ে ইস্‌না আশারীয়া' নামক একখানা অতুলনীয় কিতাব লিখিয়াছিলেন। যাহার কারণে হিন্দুস্তান হইতে ইরাণ পর্যন্ত শিয়া জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়া ছিল। ইরাণের সুবিখ্যাত আলেম, 'উফকুল্ মবীন'-এর লেখক মিরবাকের দামাদের বংশের সুদক্ষ আলেম ও মুজতাহিদ মুনাজারাহ করিবার জন্য বহু কিতাবপত্র লইয়া শাহ সাহেবের দরবার দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিলেন। এই সময়ে আল্লামার বয়স ছিল মাত্র বার বৎসর। ইরাণী শিয়া মুজতাহিদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া সাক্ষাতের জন্য আল্লামা উপস্থিত হইলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর **মুজতাহিদ** ঃ—সাহেবজাদা কি পড়? **আল্লামা** ঃ—শারহে ইশারাত, শিফা ও উফকুল মুবীন প্রভৃতি কিতাব দেখিয়া থাকি। আশ্চর্য হইয়া **মুজতাহিদ** ঃ—'উফকুল মুবীন'-এর অমুক স্থানের বিবরণ দিতে পারিবে? **আল্লামা** ঃ—'হ্যাঁ' বলিয়া সেই স্থানের ব্যাখ্যাসহ বিবরণ দিয়া দিলেন এবং লেখকের উপর একাধিক প্রশ্ন চাপাইয়া দিলেন। **মুজতাহিদ** ঃ—বহু চেষ্টার পর ও প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে সামর্থ হইলেন না। আল্লামা ঃ—'উফকুল মুবীন'-এর এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নাবলীর উত্তরও হইয়া গেল। মুজতাহিদ আশ্চর্য হইয়া এই কিশোর দার্শনিককে দেখিতে লাগিলেন। আল্লামা বিদায় কালে বলিলেন যে, আমি শাহ সাহেবের নগণ্য শিষ্য। ইরাণী মুজতাহিদ চিন্তা করিলেন যে, এই দরবারের একজন শিশুর বিদ্যা যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলে শায়েখ-এর বিদ্যা কেমন হইবে! রাতারাতি নিজের আসবাবপত্র লইয়া ইরাণ পলায়ন করিলেন। সকালে শাহ সাহেব জানিতে পারিলেন, তাঁহার ইরাণী অতিথি পলায়ন করিয়াছেন। শাহ সাহেব আসল ব্যাপারটি অবগত হইয়া আল্লামাকে ভালবাসার স্বরে বলিলেন, মেহমানের সহিত তোমার এই প্রকার ব্যবহার করা উচিৎ ছিল না। আমার মেহমান ছিল, আমি নিজেই বুঝিয়া নিতাম। [বাগীয়ে হিন্দুস্তান ১৪৩/১৪৬ পৃঃ]

অখণ্ড ভারত তথা ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি দেশের মধ্যে আল্লামার পাণ্ডিত্বের কাছে কাহার পাণ্ডিত্ব ছিলনা। আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান আল্লামার অসাধারণ পাণ্ডিত্বের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—"বহুবার দেখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি নিজেকে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করিতেন, যখন তিনি আল্লামার জবানে এক হরফ শুনিয়াছেন, তখন নিজের গৌরব ভুলিয়া গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাই নিজের জন্য গৌরব মনে করিতেন।" [মাকালাতে স্যার সাইয়েদ ১৬ খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ]

শরীয়তের এই সুপণ্ডিত আল্লামা ফজলে হকের মধ্যে তাক্ওয়া, পরহিজগারী কিছু কম ছিল না। মাওলানা আব্দুল্লাহ বলগ্রামী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"খোদার প্রদান করা হাতী, উট, উত্তম ধরনের ঘোড়া খোদাই আদেশ ও নিষেধ পালনে বাধা প্রদান করিত না। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহাকে আল্লাহর জিকির হইতে

বিরত রাখিতে পারে নাই। তিনি প্রতি সপ্তাহে কোরআন শরীফ খতম করিতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজ ধারাবাহিক আদায় করিতেন। যাঁহার নফল ইবাদাত এইরূপ—তাঁহর ফরজ ইবাদাত কেমন ছিল তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।" [নাংগেদ্বীন নাগে অত্বন ১৬৫/১৬৬ পৃঃ]

আরবী ভাষার উপর আল্লামার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। আরবী ভাষায় ভাল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি চার হাজার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ড তাজকিরাতুল মুসান্নেফীন অল্ মুয়াল্লেফীন ২০৮ পৃষ্ঠা] মাওলানা ফজলে ইমাম যখন আল্লামাকে সঙ্গে লইয়া শাহ আব্দুল আজীজের দরবারে গিয়াছিলেন, তখন কথা প্রসঙ্গে শাহ সাহেবকে বলিয়াছিলেন—ফজলে হক্ব ভাল কবিতা রচনা করিতে পারে। শাহ সাহেব শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি একটি কবিতা শুনাইয়া দিলেন। শাহ সাহেব কবিতার একটি শব্দ সম্পর্কে বলিলেন, ইহা আরবী ভাষায় খুব কম ব্যবহার হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লামা কুড়িজন নির্ভরযোগ্য কবির কবিতা হইতে উক্ত শব্দটির ব্যবহার দেখাইয়া দিলেন। তিনি আরো কয়েকটি কবিতা শুনাইতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা নিষেধ করতঃ বলিলেন,—আদাব রক্ষা কর। আল্লামা বলিলেন,—ইহাতো তাফসীর বা হাদীসের কোন মসলা নয় ; কবিতা মাত্র। ইহাতে বিয়াদবীর কি প্রশ্ন থাকিতে পারে। শাহ সাহেব বলিলেন—সাহেবজাদা, তুমি ঠিক বলিতেছো। আমার ভুল হইয়াছে। [মুকাদ্দামায় তাহকীকুল ফাতাওয়া ৮/৯ পৃষ্ঠা]

মুদার্রিসের মসনদে আল্লামা

ভারত তথা ভারতের বাহির হইতে বহু শিক্ষার্থী মাওলানা ফজলে ইমামের দরবারে আসিতেন। পিতার নির্দেশে আল্লামা সাহেব তাহাদের পড়াইতেন। তের বৎসরের তরুণ আল্লামার সামনে শত শত শিষ্য বড় বড় কিতাব অধ্যয়ন করিতেন। আল্লামা প্রথম অবস্থায় যখন মুদার্রিসের মসনদে বসিয়া ছিলেন, সেই সময়ে এক শিক্ষার্থী অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে মাওলানা ফজলে ইমামের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আল্লামার নিকট পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। এই পড়ুয়ার বয়স ছিল বেশি, গরীব মানুষ এবং স্মৃতি শক্তি ও বুদ্ধি ছিল কম। যাহার কারণে তরুণ আল্লামার মেজাজ মানিয়া লইতে পারে নাই। সামান্য পড়াইবার পর লোকটির কিতাব ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন এবং বড় ছোট কথা বলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেন। লোকটি মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ শুনাইয়া দেন। মাওলানা বলিলেন—খবীস্‌কে ডাক। আল্লামা সাহেব পিতার সম্মুখে অতি আদাবের সহিত দাঁড়াইয়া গেলেন। মাওলানা এমন থাপ্পড় মারিলেন আল্লামার মাথায় যে, মাথার পাগড়ী দূরে গিয়া পড়িল। তারপর খুব গর্জন করিয়া বলিলেন—তুমি সারা জীবন বিস্‌মিল্লার ঘরে রহিয়াছ। আরামে বসবাস করিতেছ। যাহার সামনে কিতাব রাখিয়াছ তিনি তোমাকে আদর করিয়া পড়াইয়াছেন। তালিবুল ইল্মদের সম্মান তুমি কি জানিবে! যদি সফর করিতে হইত এবং ভিক্ষা করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে হইত, তাহা হইলে অবস্থা বুঝিতে পারিতে। তালিবুল ইল্মদের সম্মান আমার নিকট হইতে জানিয়া নাও। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে আমার তালিবুল ইল্মদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার কর, তাহা হইলে অবস্থা বুঝিতে পারিবে। আল্লামা নিরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকিলেন। কিছু বলিবার স্পর্ধা পাইলেন না। [তাজকিরায় গওসীয়া ১২৩ পৃষ্ঠা]

ইল্মে হাদীসের সনদ

আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর সুযোগ্য সাহেবজাদা শাহ আব্দুল ক্বাদের মুহাদ্দিস দেহলবীর নিকট হইতে হাদীস শাস্ত্রের সনদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথাক্রমে তাঁহার সনদের সূত্র জগৎ বিখ্যাত ইমাম বোখারী পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। যথা—(১) আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী, (২) শাহ আব্দুল ক্বাদের মুহাদ্দিস, শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস, (৩) শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস, (৪) আবু তাহের মাদাণী (৫) শায়েখ ইব্রাহীম কারদী, (৬) আহমাদ কাশ্‌শাশী, (৭) আশ্ শাম্‌স মোহাম্মাদ বিন আহমাদ রামলী, (৮) জায়েন যাকারিয়া আনসারী, (৯) হাফিজ ইবনো হাজার আসকালানী, (১০) ইব্রাহীম বিন আহমাদ তানুখী, (১১) শায়েখ আহমাদ বিন আবি তালেব হাজ্জাজ, (১২) আবু আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন বিন মুবারক বাগদাদী, (১৩)

আবুল ওয়াক্ত আব্দুল আউওয়াল বিন ঈসা, (১৪) জামালুল ইসলাম আবুল হাসান আব্দুর রহমান বিন মোহাম্মাদ, (১৫) আবু মোহাম্মাদ আব্দিল্লাহ বিন আহমাদ, (১৬) আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ, (১৭) আবু আব্দিল্লাহ মোহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বোখারী।

ইল্মে মানতেক বা দর্শনশাস্ত্রের সনদ

আল্লামা নিজ পিতা—ইল্মে মানতেকের ইমাম মাওলানা ফজলে ইমামের নিকট হইতে ইল্মে মানতেক-এর সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সনদ সূত্র যথাক্রমে হজরত ঈদ্‌রীস আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। যথা,—(১) আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী, (২) মাওলানা ফজলে ইমাম খয়রাবাদী, (৩) মাওলানা আব্দুল ওয়াজিদ কেরমাণী, (৪) মোল্লা মোহাম্মাদ আ'লাম সান্দিলোবী, (৫) মাওলানা কামালুদ্দীন সাহালবী, (৬) মোল্লা কুতবুদ্দীন শহীদ সাহালবী ও মোল্লা আমানুল্লাহ বেনারসী, (৭) মাওলানা দান্‌ইয়াল জুরাসী, (৮) মাওলানা আব্দুস্ সালাম দাবুহী, (৯) মাওলানা আব্দুস্ সালাম লাহূরী, (১০) আমীর ফাতাউল্লাহ শীরাজী।—মাওলানা দানিয়াল জুরাসীর সূত্র আল্লামা জালালউদ্দীন মোহাম্মাদ আসয়াদ মুহাক্কিকে দাউয়াণী পর্যন্ত পৌঁছায়। অনুরূপ আল্লামা দাউয়াণীর সূত্র আবুল হাসান জারজাণী পর্যন্ত পৌঁছায়। অনুরূপ আল্লামা জারজাণীর সূত্র বুআলী বিন সীনা পর্যন্ত পৌঁছায়। বুআলী সীনার সূত্র আবু নাসার ফারাবী পর্যন্ত এবং ফারাবীর সূত্র আরাস্তাতালিস্ পর্যন্ত পৌঁছায়। আরাস্তাতালিসের সূত্র ফিসাগউরীয়াস পর্যন্ত পৌঁছায়। ইনি ছিলেন হজরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের সাহাবীদের শিষ্য। ফিসাগউরীয়াসের সূত্র হজরত ঈদ্রীস্ আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত পৌঁছায়। যাহাদের নাম ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করা হইল, তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইল্মে মানতেকের ইমাম। ইউনানের 'ইল্মে মানতেক'-এর শেষ মুজতাহিদ ছিলেন আরাস্তাতালিস। অনুরূপ হিন্দুস্তানের 'ইল্মে মানতেক'-এর শেষ মুজতাহিদ হইলেন আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী।

আল্লামার কলমে

আল্লামার মধ্যে অলসতা ছিলনা। সব সময় লেখালেখি ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বহু কিতাব লিখিয়াছেন। যথা,—(১) আল্ জিনসুলগালী শারহে জাওয়াহিরুল আলী, (২) হাশিয়ায় উফকুল মুবীন, (৩) হাশিয়ায় তালখীসুশ্ শিফা, (৪) হাশিয়ায় শারহে সুল্লাম, (৫) আল্ হিদায়াতুস্ সা'দীয়া, (৬) রিসালায় তাশকীকে মাহিয়াত, (৭) রিসালায় কুল্লী তাবয়ী, (৮) রিসালায় ইল্ম ও মা'লুস, (৯) আর্ রওজুল মাজুদ ফী তাহকীকে হাকীকাতুল অজুদ, (১০) রিসালায় কাতে গউরিয়াস, (১১) রিসালায় তাহকীকে হাকীকাতুল আজসাম, (১২) আস্ সাওরাতুল হিন্দীয়া, (১৩) কাসায়েদে ফিৎনাতুল হিন্দ, (১৪) মাজমুয়াতুল কাসায়েদ, (১৫) ইমতেনাউন্নাজীর, (১৬) তাহকীকুল ফাতাওয়া, (১৭) শারহে তাহজীবুল কালাম। 'হিদায়া সা'দীয়া' নামক কিতাবটি ভারত ও বহির্ভারতের সর্বত্র মাদ্রাসার কোর্সভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। মাওলানা ফজলে ইমাম হাতীর পিঠে আল্লামাকে যাহা পড়াইতেন, তাহার সমষ্টি হইল 'হাদ্‌ইয়ায় সা'দীয়া'।—ইল্মে হাদীসের সনদ হইতে এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহা 'বাগীয়ে হিন্দুস্তানের ১৭৪ হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আল্লামার আধ্যাত্মিক গুরু

আল্লামা হানাফী মাজহাব অবলম্বী ছিলেন। এই কারণে তিনি মাওলানা ইসমাঈল দেহলবীর সহিত 'আমীন বিল জাহার' ও 'রাফয়ে ইয়াদাইন' ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ করিয়া ছিলেন। ইসমাঈল দেহলবী বদ্‌মাজহাব ও বদ আকীদার মানুষ ছিলেন। তিনি হানাফী মাজহাবের বিপরীত আমল আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি 'ইমকানে নজীর'-এর মসলায় গোমরাহ হইয়াছিলেন। পরে সম্ভব হইলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। আল্লামা চিশ্‌তীয়া তরীকা ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন শাহ ধুমান দেহলবী। [বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২০২ পৃষ্ঠা]

(ক্রমশঃ)

JAAM-E-NOOR MON THLY

422, Matia Mahal, Jamd Masjid, Delhi-6

'জামে নূর' আহলে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক চাঁদা একশত টাকা। উল্লেখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়া আজই গ্রাহক হইয়া যান।

'সুন্নী কলম'

সমস্ত সুন্নী ভাইদের প্রতি জানাই আন্তরিক সালাম। 'সুন্নী কলম' প্রথম সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলিয়া দিলাম। পত্রিকাটির প্রয়োজন উপলব্ধি করিলে নিশ্চয় বহুল প্রচারের দায়িত্বগ্রহণ করিবেন। সবার সহানুভূতি ছাড়া পত্রিকাটি স্থায়ী করা সম্ভব হইবেনা। বৎসরে তিন চারটি সংখ্যা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। অতএব, আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার এলাকার জন্য এজেন্ট হইয়া যান। বেশি বেশি সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া নিন। অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে ১০/২০ খানা ক্রয় করিয়া বিনামূল্যে মুসলমান ভাইদের হাতে ও মসজিদে মসজিদে দিয়া দিন। নিশ্চয় আপনি সাদকায় জারিয়ার সওয়াব পাইবেন। আর যদি কোন দ্বীন-দরিদী ভাই একটি সংখ্যা ছাপাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার জন্য সুন্নী উলামাদের বিশেষ দোয়া থাকিবে এবং সেই সংখ্যাটি তাহার নামে প্রকাশ করা হইবে। বর্তমানে এই ফিৎনার সময়ে সুন্নীয়াত বাঁচাইবার মহান উদ্দেশ্যে এই ধরনের বড় কাজের জন্য সামর্থবান সুন্নী মুসলমানদের সামনে আসিতে অনুরোধ করিতেছি।

—আপনার প্রিয় সম্পাদক

আজই সংগ্রহ করুন

নিম্নের পুস্তকগুলি আপনার জন্য আজই সংগ্রহ করা জরুরি মনে করিতেছি।

(১) 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'। এই পুস্তকে পাইবেন তাবলিগী জামায়াত ও উলামায় দেওবন্দের উলঙ্গ চিত্র।

(২) সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা।

(৩) সলাতে মুস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা।

বাজারে নামাজ শিক্ষার অভাব নেই। কিন্তু এই দুইটি নামাজ শিক্ষার নজীর নাই। হানাফী মাজহাবের মসলা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মসলার সপক্ষে হাদীসও দেখানো হইয়াছে।

দক্ষিণ বঙ্গের মানুষ পুস্তকগুলি পাইবেন—ইম্প্রিরিয়াল বুক হাউস, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।

উত্তরবঙ্গের মানুষ পুস্তকগুলি পাইবেন—মুর্শিদাবাদ, মালদা ও বীরভূমের যে কোন সুন্নী লাইব্রেরীতে।

ত্রৈমাসিক 'সুন্নীজগৎ'

উলামায় আহলে সুন্নাতের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হইল 'সুন্নীজগৎ'। পত্রিকা পাইবার জন্য আজই যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক—'সুন্নীজগৎ', গ্রাম + পোঃ—নশীপুর বালাগাছি, ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৬৯

মূল্য—১০ টাকা মাত্র।

'রেজা দারুল ইফতা'

এলাকায়ী মানুষের খিদমাতের জন্য 'রেজা দারুল ইফতা' কায়েম করা হইয়াছে। দয়া করিয়া দুর-দুরান্ত থেকে কেহ প্রশ্ন-পত্র পাঠাইবেন না।—সম্পাদক। ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ।

৭৮৬
৯২

পত্রিকা
সুন্নী কলম

দ্বিতীয় সংখ্যা ✦ এপ্রিল ২০০৩ ✦ মূল্য ১০ টাকা

সম্পাদক-
মুফতী মোহাম্মদ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর- কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
☎ (03481) 236012

রওজা ইমাম আহমাদ রেজা

৭৮৬
৯২

পত্রিকা

সুন্নী কলম

দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক ঃ মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর, কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
S.T.D. : 03481 ● Phone : 236012

এপ্রিল ২০০৩ সাল
বৈশাখ ১৪১০ সাল
সফর ১৪২৪

মুদ্রণ ঃ নীলাচল প্রেস
৯, এন্টনী বাগান লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা
১। চল্লিশ সংখ্যার বৈশিষ্ট ৩
২। আপনি সি, পি, এম ? কংগ্রেস ? মুসলমান ? ৪
৩। ফতওয়া বিভাগ ৫
৪। একটি জরুরী রিপোর্ট ... ৭
৫। স্বামীর সংসারে রমণী ... ৮
৬। দুশমনের কলমে প্রমাণ করুন ... ১১
৭। মাযহাব সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ... ২০
৮। ‘বিদআত’ এর ব্যাখ্যা ... ২২
৯। সুন্নী ও ওহাবীর মধ্যে পার্থক্য ... ২৪

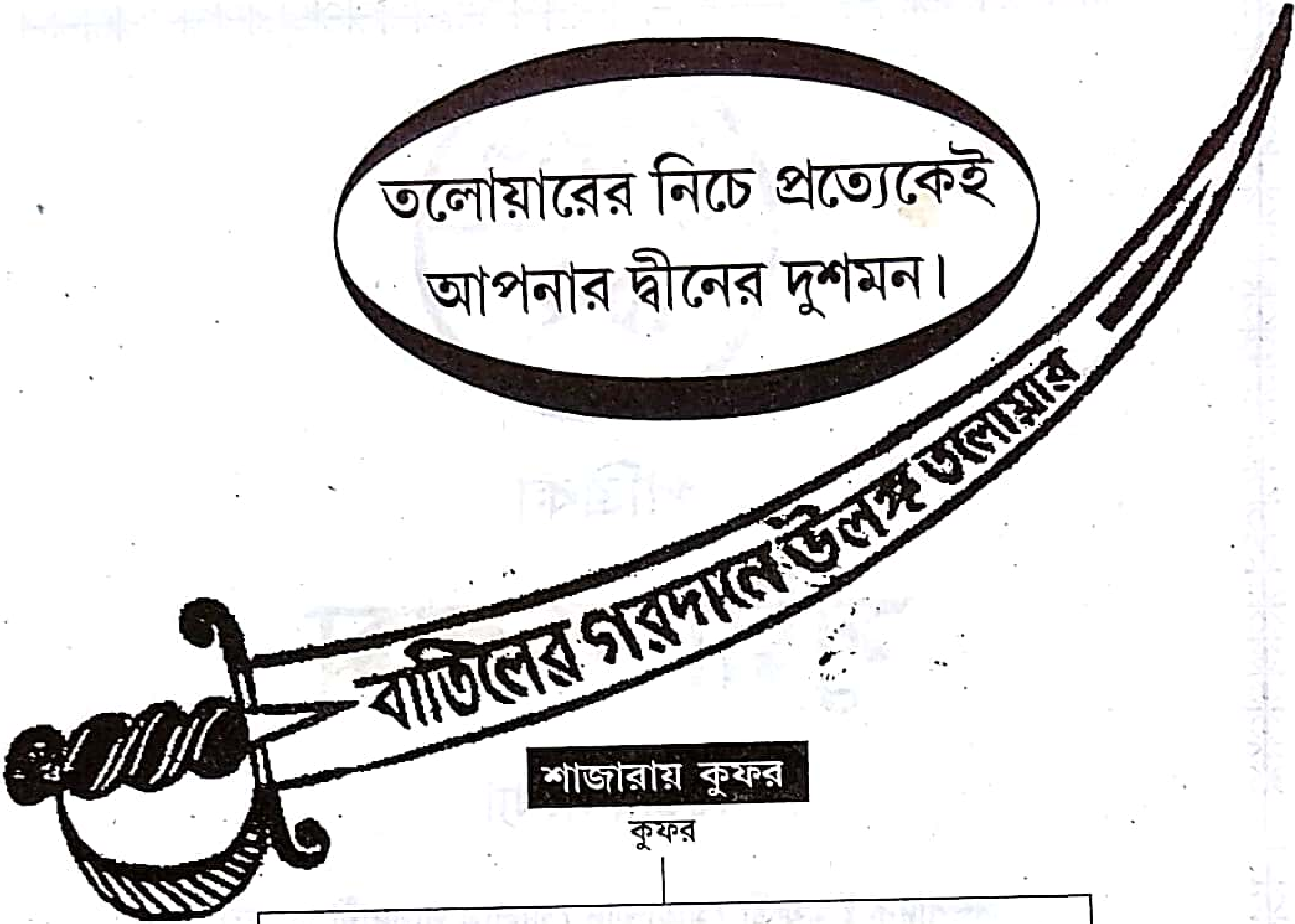
তলোয়ারের নিচে প্রত্যেকেই আপনার দ্বীনের দুশমন।
বাতিলের গরদানে উলঙ্গ তলোয়ার

শাজারায় কুফর

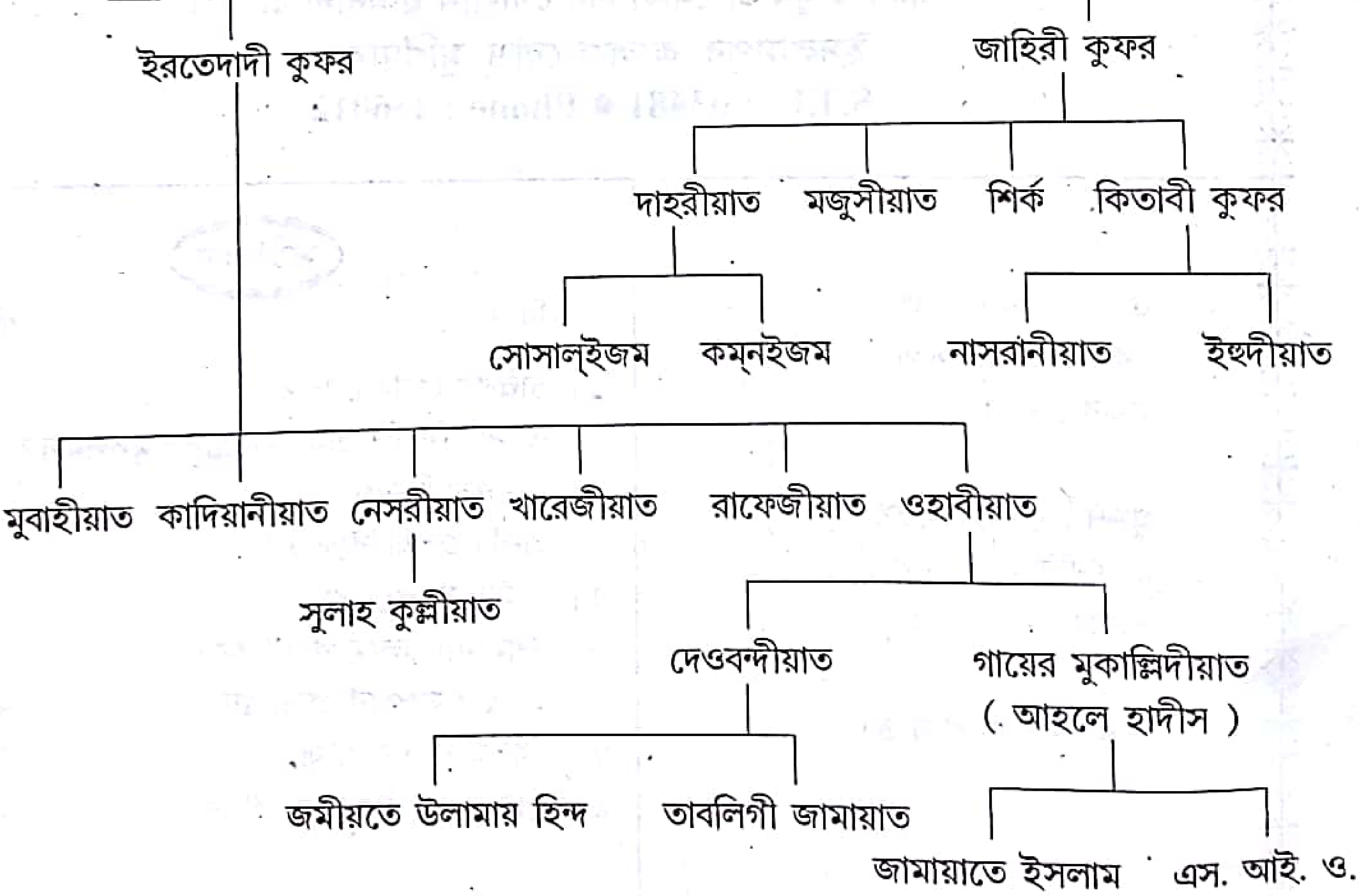
কুফর
ইরতেদাদী কুফর
জাহিরী কুফর
দাহরীয়াত
মজুসীয়াত
শির্ক
কিতাবী কুফর
সোসাল্ইজম
কম্নইজম
নাসরানীয়াত
ইহুদীয়াত
মুবাহীয়াত
কাদিয়ানীয়াত
নেসরীয়াত
খারেজীয়াত
রাফেজীয়াত
ওহাবীয়াত
সুলাহ কুল্লীয়াত
দেওবন্দীয়াত
গায়ের মুকাল্লিদীয়াত
(আহলে হাদীস)
জমীয়তে উলামায় হিন্দ
তাবলিগী জামায়াত
জামায়াতে ইসলাম
এস. আই. ও.

চল্লিশ (৪০) সংখ্যার বৈশিষ্ট

আল্লাহ তায়ালার নিকট চল্লিশ সংখ্যাটি অত্যন্ত প্রিয় এবং দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়া বড় বর্কাতময় ও গুরুত্বপূর্ণ। ইহার মধ্যে রহিয়াছে অসংখ্য কামালাত ও কারামাত। এইজন্য আউলিয়ায় কিরামগণ রূহানী বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চল্লিশ সংখ্যাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখন উহার চল্লিশটি বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) হজরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ মুবারক তৈরি করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হজরত ইযরাঈল আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীর চল্লিশ স্থান হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া ছিলেন। (মাহনামা আশরাফীয়া, মুবারকপুর, জানুয়ারী সংখ্যা—২০০০) (২) যে মাটি দ্বারা হজরত আদম আলাইহিস সালামের খামীর তৈরি করা হইয়াছিল তাহার উপর চল্লিশ দিন পানি হইয়াছিল। (কেয়া আপ জানতে হ্যাঁয়? ২৫৬ পৃষ্ঠা)

(৩) হজরত আদম আলাইহিস্ সালামের খামীর চল্লিশ বৎসর এক অবস্থায় ছিল। (জায়াল হক ২৫৯ পৃষ্ঠা) (৪) হজরত আদম আলাইহিস্ সালামের খামীর শুকাইতে চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল। (।।) (৫) আল্লাহ তায়ালা চল্লিশ দিন ধরিয়া তাহার কুদরতী হাত দ্বারা হজরত আদম আলাইহিস সালামের খামীরে কাজ করিয়াছিলেন। (আশরাফীয়া, জানুয়ারী সংখ্যা ২০০০) (৬) হজরত আদম আলাইহিস্ সালামের দেহ মুবারক তৈরি হইবার চল্লিশ বৎসর পর তাহাতে রূহ দেওয়া হইয়াছিল। (।।)

(৭) হজরত আদম আলাইহিস সালাম চল্লিশ হাজার বংশ দেখিয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন। (কেয়া আপ জানতে হ্যাঁয় ৬৬ পৃষ্ঠা) (৮) হজরত আদম আলাইহিস সালাম স্বরন্দীপ হইতে পায়ে হাঁটিয়া চল্লিশ বার হজ করিয়াছেন। (আশরাফীয়া, জানুয়ারী সংখ্যা, ২০০০) (৯) হজরত আদম আলাইহিস্ সালামের দুয়ায় হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের হায়াত চল্লিশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল। (কেয়া আপ্ জানতে হ্যাঁয় ৬৮ পৃষ্ঠা) (১০) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চল্লিশ বৎসর বয়সে নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়া ছিলেন। (১১) হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু যেদিন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেদিন মুসলমানদের সংখ্যা হইয়াছিল চল্লিশ। হুজুর পাক তাহাকে গোপন থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হুজুরকে লইয়া প্রকাশ্যে কাবা শরীফে নামাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইসলাম গোপনে ছিল। আজ প্রকাশ হইয়া গেল। (১১) কুরয়ান পাকের প্রথম সুরাহ ফাতিহার মধ্যে এক শত চল্লিশটি অক্ষর রহিয়াছে। (১২) কুরয়ান শরীফের সব চাইতে বড় সূরাহ সূরাহ বাকারার মধ্যে চল্লিশটি রুকু রহিয়াছে। (১৩) কুরয়ান পাকের চল্লিশ নাম্বার সূরার নাম সূরাহ মুমিন। (১৪) ওহীর লেখকদের সংখ্যা চল্লিশ। (দ্বীনে মুস্তফা, ৩৮ পৃষ্ঠা, মাহনামা আ'লা হজরত ৬০ পৃষ্ঠা, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী সংখ্যা, ২০০৩ সাল) (১৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবে সে আযাব ও মুনাফেকী থেকে নাজাত পাইবে। (১৬) কাবা শরীফের বিল্ডিংটি এক হাজার চল্লিশ হিজরীর বানানো। (তাফসীরে নাঈমী খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৮২৪) (১৯) যাকাত মালের চল্লিশ শতাংশ। (২০) নয় হিজরীতে ইসলামের প্রথম হজে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর বক্তৃতার পরে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু মানুষকে সূরাহ তওবার চল্লিশ আয়াত পাঠ করিয়া শোনাইছিলেন। (দ্বীনে মুস্তফা ১১১ পৃষ্ঠা) (২১) হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের রূপ দেখাইবার জন্য যুলাইখা সম্ভ্রান্ত ঘরের চল্লিশজন রমণীকে দাওয়াত করিয়াছিলেন। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান) (২২) ফিরয়াউনের ভয়ে হজরত মূসা আলাইহিস সালাম কে যখন তাঁহার মাতা চুলোর আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল চল্লিশ দিন। (কেয়া আপ জানতে হ্যাঁয় ১৩৪ পৃষ্ঠা) (২৩) তূর পাহাড়ে হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে চল্লিশ দিন ইতেকাফ করিবার হুকুম হইয়াছিল। (জায়াল হক প্রথম খণ্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা) (২৪) হজরত মূসা আলাইহিস সালাম মিসরে চল্লিশ বৎসর ফিরয়াউনের মুকাবিলা করিয়াছিলেন। (।। ১৩৯ পৃষ্ঠা) (২৫) মানুষ কবর থেকে বাহির হইয়া নিজ নিজ স্থানে চল্লিশ বৎসর দাঁড়াইয়া থাকিবে। (।। ৪৩৭ পৃষ্ঠা) (২৬) ইসলাম কবুল করিবার সময় হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর নিকটে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। তিনি তাহা ইসলামের জন্য খরচ করিয়া দিয়াছিলেন। (।। ৩৯১) (২৭) হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু চল্লিশ হিজরীতে শহীদ হইয়াছিলেন। (তারিখুল

ইসলাম) (২৮) হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুর হাতে চল্লিশ হাজার কুফাবাসী বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন। (দ্বীনে মুস্তফা ১৯৮ পৃষ্ঠা) (২৯) হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর খিলাফত ও হুকুমাত চল্লিশ বৎসর ছিল। (খুতবাতে মুহার্রম ৩১৩ পৃষ্ঠা) (৩০) হজরত ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি চল্লিশ বৎসর ইশার অজুতে ফজরের নামাজ পড়িয়াছিলেন। (জায়াল হক প্রথম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা) (৩১) হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী রহমা তুল্লাহি আলাইহি হিন্দুস্তানে চল্লিশ বৎসর হিদায়েতের কাজ করিয়াছিলেন। (মাহনামা আলা হজরত জানুয়ারী সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠা, ২০০৩) (৩২) মাতৃ-গর্ভে বাচ্চা পয়দা হইবার জন্য বীর্য চল্লিশ দিন এক অবস্থায় থাকে। (হাদীস) (৩৩) চল্লিশ দিন রক্তের ঢেলা হইয়া থাকে। (।।) (৩৫) চল্লিশ বৎসর বয়সে মানুষের জ্ঞান মজবুত হয়। (৩৬) ইমাম বোখারী রহমা তুল্লাহি আলাইহি চল্লিশ বৎসর শুকনো রুটি বিনা শুরওয়ায় খাইয়া ছিলেন। (কেয়া আপ জানতে হ্যাঁয় ২৯২ পৃষ্ঠা) (৩৭) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে চল্লিশ জন আবদাল হইবেন। (রূহুল বা ইয়ান) (৩৮) জানাজার খাটিয়া চার কাঁধে চল্লিশ কদম হাঁটিলে চল্লিশটি গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। (বাহারে শরীয়ত) (৩৯) হজরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম যখন জাহের হইবেন তখন তাঁহার বয়স হইবে চল্লিশ। (মাহনামা আলা হজরত জানুয়ারী সংখ্যা, ৭০ পৃষ্ঠা ২০০৩) (৪০) হজরত ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন দুইবার সিঙ্গারে ফুঁক দিবেন। এই দুই ফুঁকের মাঝখানে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান থাকিবে। (কেয়া আপ জানতে হ্যাঁয় ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

আপনি সি, পি, এম ? কংগ্রেস ? মুসলমান ?

আপনি আমাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন না। আমি আপনাকে মাঝে মধ্যে মসজিদে দেখিলেই যে মুমিন বলিব এমন কথা নয়। অনুরূপ ঈদের ময়দানে দেখিলেই যে মুসলমান বলিব তাহাও নয়। কারণ, মুনাফিকরা মসজিদে নবুবীতে উপস্থিত হইয়া মহানবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তবে যথা সময়ে তাহাদিগকে মসজিদ থেকে আউটও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আজ যদি ইসলামী শক্তি থাকিত অথবা মুসলমানদের সংখ্যা ব্যাপক হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনার মত মুনাফিককে মসজিদ থেকে নামাইয়া নামাজ আরম্ভ করা হইত। আপনি আমার কথায় অসন্তুষ্ট না হইয়া নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রমাণ করুন।

একজন মুসলমান ইসলামের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনে ভারতীয় রাজনীতিতে যে কোন দলে অংশ নিতে পারেন, ইহাতে আমার আপত্তি নাই। কাহার আপত্তি থাকিতে পারে না। এই শ্রেণীর মানুষ যখন দেখেন যে, তাহার পার্টির পক্ষ থেকে ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে, তখন পার্টির ভিতর থেকে সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বনে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। অন্যথায় পার্টি থেকে পিছপা হইয়া ইসলামের পদতলে চলিয়া আসেন। কিন্তু আপনার অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম থাক আর যাক, ইহাতে আপনার কোন দুঃখ নাই। আপনার একমাত্র লক্ষ্য পার্টির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাক। কারণ, ইসলাম অপেক্ষা পার্টির মুহাব্বত আপনার কাছে বহু গুণে বেশি।

বেশ কিছুদিন থেকে একটি কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, লোকসভার সি পি এম সদস্য মইনুল হাসান একখানি ইসলাম বিরোধী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে মৌলবী মাওলানাদের মধ্যে যতটুকু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হইয়াছে, তদপেক্ষা বহুগুণে বেশি কংগ্রেসীরা হই চই আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সি পি এম-রাও কংগ্রেসীদের অপ-প্রচার বলিয়া প্রচার চালাইতে কম করিতেছেন না। তিনি আসলে কি লিখিয়াছেন পুস্তকটি পাঠ করিয়া জানিবার ইচ্ছা ছিল। হঠাৎ গত ৫-৩-২০০৩ বুধবার জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে পুস্তকটি হাতে পাইলাম। পুস্তকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে, মইনুল হাসান নামে মাত্র মুসলমান। আসলেই তিনি সি, পি, এম। ইসলাম সম্পর্কে সি পি এম-দের যে ধরনের ধারণা হওয়া উচিত, ঠিক সেই ধারণা তাহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি 'মুসলিম সমাজ' নামক পুস্তকে বহু আপত্তিকর কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে এই কলমে সে সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এখন আমি আপনার সহিত কথা বলিতেছি। আপনি এত হৈ চৈ করিতেছেন কেন? সত্যিই কি ইসলামের খাতিরে, না কংগ্রেস দলের স্বার্থে? আপনি মুখে যাহাই প্রকাশ করুন না কেন, বাস্তবে কিন্তু ইসলামের খাতিরে নয়। কারণ, মইনুল হাসানের

পুস্তক প্রকাশের বহু পূর্ব থেকে আপনার প্রতিবেশি শত শত তরুণ যুবক খৃষ্টান ও কাদিয়ানী হইয়া ইসলামকে কলঙ্ক করিতেছে। এ সম্পর্কে আপনাকে কোন দিন ছোট ধরণের পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নাই। উপরন্তু আপনাকে বহু বার বলিতে শোনা গিয়াছে যে, আমার রক্ত মাংস কংগ্রেস। এইবার বলুন, আপনি কংগ্রেস, না মুসলমান? কংগ্রেস কি কোন সময়ে ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই? কংগ্রেস না করিলেই কি কবরে জবাব দেওয়া যাইবে না?

বাবরি মসজিদ শহীদ হইবার সাথে সাথে ভারতের সর্বত্রে এক অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি আপনার মহান কমরেড শিবদাস ঘোষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর একটি লিখিত ভাষণ ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই পুস্তিকায় পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, মুসলিম মহিলাদের সহিত হিন্দু ছেলেদের ব্যাপকভাবে বিবাহ দিতে হইবে। অনুরূপ মুসলিম ছেলেদের সহিত হিন্দু মহিলাদের বিবাহ দিতে হইবে। তাহা হইলে কেহ কাহার মসজিদে ও মন্দিরে আক্রমণ করিবে না। এই পরামর্শ কি মানিবার মত? একজন মুসলমান কি এই পরামর্শ মানিতে পারেন, না একজন মুসলমান এই পরামর্শ দিতে পারেন? আপনার দলের মৌলিক পদক্ষেপ ইসলামের বিরুদ্ধে। অথচ আপনি এই দলের পিছনে ছায়ার ন্যায় ছুটিতেছেন। এইবার আপনি বলুন! আপনি এস ইউ সি, না মুসলমান?

মইনুল হাসান তাহার পুস্তকে জোরালোভাবে বলিয়াছেন যে, মুসলিম সমাজকে মূল স্রোতের দিকে আসিতে হইবে। তাহার সরকার মুসলিম সমাজকে মূল স্রোতের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কেবল তাই নয়, মইনুল হাসানের ধারণায় কুরয়ান শরীফ পরিবর্তনের প্রয়োজন। আপনি যদি এক মুহূর্তের জন্য নিরপেক্ষ হইয়া যান, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয় আমার সহিত একমত হইতে বাধ্য হইবেন যে, বর্তমানে মূল স্রোত ইসলামের বিপরীত দিকে প্রবলবেগে বহিতেছে। যুগে যুগে বড় বড় অত্যাচারী যালেম রাজা বাদশা জন্ম নিয়াছে। কেহ কিন্তু কুরয়ান শরীফ পরিবর্তনের দাবী করে নাই। যে মইনুল হাসান ও তাহার সরকার আপনাকে ইসলাম বিরোধী মূল স্রোতের মাঝখানে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন এবং পবিত্র কুরয়ানের বহু বিধান পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় রহিয়াছেন। আপনি সেই সরকারের সহিত সমস্ত প্রকার সম্পর্ক কায়েম করিয়া চলিতেছেন। এইবার আপনি বলুন! আপনি সি পি এম, না মুসলমান?

ফতওয়া বিভাগ

(১) মৃত্যুর চল্লিশ দিনে যে মীলাদ, মহফিল ও কুলখানী ইত্যাদি করা হইয়া থাকে, বর্তমানে কিছু মৌলবী বলিতেছেন যে, চল্লিশকে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু করা বিদয়াত। ইহা কি সঠিক?

উত্তর ঃ না, ইহা সঠিক নয়। ওহাবী দেওবন্দীরা এই ধরনের কথা বলিয়া মানুষকে নেক কাজ থেকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নির্দিষ্ট চল্লিশ তারিখে মীলাদ মহফিল করা জরুরী নয়। চল্লিশের আগে অথবা পরে করিলে সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু চল্লিশ সংখ্যার যে বিশেষ ফজীলত রহিয়াছে তাহা হাসেল হইবে না।

(২) আজকাল অধিকাংশ মসজিদে অমুসলিমদের ক্যালেণ্ডার ঝুলানো থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ মসজিদ মুসলমানদের উপাসনালয়। অত্যন্ত পবিত্র স্থান। মসজিদে দুনিয়ার কথা বলা হারাম। মসজিদকে প্রচার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হারাম। মুসলিম ও অমুসলিম বলিয়া নয়, যে ক্যালেণ্ডারে কোন দোকান ইত্যাদির প্রচার রহিয়াছে তাহা মসজিদে রাখা না জায়েজ।

(৩) বর্তমানে অধিকাংশ অলেম দ্বীনের কাজে পয়সা ধার্য করিতেছেন। এগুলি শরীয়তে জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ আলেমগণ দ্বীন প্রচারের জন্য পয়সা ধার্য করিতেছেন না, বরং তাহার সময়ের মূল্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহা অবশ্যই জায়েজ। অন্যথায় ইসলামী শিক্ষা সমূলে শেষ হইয়া যাইবে। সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষ, যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় রহিয়াছেন, তাহারা পর্যাপ্ত পয়সা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেছেন। কিন্তু সেই তুলনায় আলেম সমাজ বহু পিছাইয়া রহিয়াছেন। শত শত আলেম শত শত মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসা খুব কম পয়সায়

চালাইতেছেন, যাহা বর্তমান বাজারে চলাচলের পক্ষে খুব কঠিন। এই মুহূর্তে যদি আলেম সমাজ অন্যদিকে মুখ করিয়া বসেন, তাহা হইলে মসজিদ, মাদ্রাসার অবস্থা কোথায় পৌঁছিয়া যাইবে চিন্তা করুন। যদি মুসলিম সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর ওয়াস্তে যথাসাধ্য আলেমদের খিদমত করেন, তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ, আলেমগণ ধার্য করা থেকে পিছাইয়া আসিবেন। আল হাম্‌দু লিল্লাহ, এখনো পর্যন্ত বহু আলেম উলামা পীর দরবেশ চোখ মুখ বন্ধ করিয়া দ্বীনের খিদমাত করিতেছেন।

(৪) কিছু আলেমকে দেখা যাইতেছে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিরাইবার পর ডান দিকে অথবা সরাসরি মুক্তাদীর দিকে মুখ করিয়া বসিতেছেন। ইহা কি ঠিক?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ঘুরিয়া বসা সঠিক। হজরত সামুরাহ বিন জুন্দুব হইতে বর্ণিত হইয়াছে—হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখনই নামাজ শেষ করিতেন, তখনই আমাদের দিকে মুখ ঘুরাইতেন। (বোখারী) কেবল ফজর ও আসর বলিয়া নয়, বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালামের পর ঘুরিয়া বসা সুন্নাত। অবশ্য ডান দিকে ঘুরিয়া বসা উত্তম। ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদী নামাজে না থাকিলে ইমাম সরাসরি মুক্তাদীর দিকে ঘুরিয়া বসিতে পারেন। (বাহারে শরীয়ত)

(৫) হানাফী সম্প্রদায় নামাজের পর হাত উঠাইয়া দুয়া করিয়া থাকেন। ওহাবী সম্প্রদায় বলিতেছে, ইহার কোন দলীল নাই। ফরজ নামাজের পর হাত উঠাইয়া দুয়া করিবার কোন দলীল আছে কি?

উত্তর ঃ ওহাবী সম্প্রদায় গোমরাহ। ইহাদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়। ফরজ নামাজের পর দুয়া করা উত্তম কাজ। ইহাতে দুয়া কবুল হইয়া থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ও গভীর রাতের দুয়া কবুল হইয়া থাকে। (মিশকাত)

আবু বাকার বিন শায়বা 'মুসান্নাফ' এর মধ্যে আসওয়াদ আমেরী, তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত ফজরের নামাজ পড়িয়াছি। যখন তিনি সালাম ফিরাইয়াছেন, তখন মুখ ঘুরাইয়া দুই হাত উঠাইয়া দুয়া করিয়াছেন। (ফাতাওয়ায় রাজবীয়া তৃতীয় খণ্ড)

(৬) তাকবীর আরম্ভ হইবার সাথে সাথে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, না তাকবীর শেষ হইবার পর দাঁড়াইতে হইবে?

উত্তর ঃ দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ। তাকবীরের সময় কেহ মসজিদে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া যাইবে। (আলমগিরী) ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম শাফয়ীর নিকট বসিয়া তাকবীর শোনা সুন্নাত। এই মসলায় ইমাম মালিকের কোন অভিমত পাওয়া যায় না। তাকবীর আরম্ভ হইবার পর ইমাম ও মোক্তাদী কখন উঠিবে, এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফয়ী ও আরো একদল উলামার নিকটে তাকবীর শেষ হইবার পর উঠিতে হইবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের নিকটে 'কাদ্ কা মাতিস সলাহ' বলিবার সময় উঠিতে হইবে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মোহাম্মাদের নিকটে 'হাইয়া আলাস সলাহ' বলিবার সময় উঠিতে হইবে। (ফতহুল বারী, আয়নী) অবশ্য ফাতাওয়ায় আলমগিরীতে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় উঠিতে হইবে বলা হইয়াছে। শরহে বিকাইয়াতে বলা হইয়াছে—ইমাম ও মুক্তাদী 'হাইয়া আলাস সলাহ' বলিবার সময় উঠিবে। ইমাম মোহাম্মদ বলিয়াছেন—যখন মুকাব্বির 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবে, তখন মুক্তাদীগণ উঠিবে এবং লাইন সোজা করিবে। (মুয়াত্ত্বায় ইমাম মোহাম্মদ) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী বলিয়াছেন—'হাইয়া আলাস সলাহ' বলিবার সময় উঠিতে আরম্ভ করিবে এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া) মোটকথা কোন ইমামের নিকটে তাকবীর আরম্ভ হইবার সাথে-সাথে উঠিয়া দাঁড়ানো জায়েজ নয়। কিন্তু ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা করিবার জন্য হাদীসের বিরোধীতা করিয়া তাকবীর আরম্ভ হইতে না হইতে ঝাঁপাইয়া দাঁড়াইয়া যায়।

(৭) কোন মসজিদের ইমাম যদি দেওবন্দী হয় এবং সেই ইমামকে সরানো কোন প্রকারে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উপায় কি?

উত্তর ঃ ওহাবী-দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী, তাবলিগী জামায়াত ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের পিছনে নামাজ পড়া হারাম। কোন প্রকারে সম্ভব হইলে মসজিদ আলাদা করিয়া নেওয়া জরুরী। অন্যথায় উক্ত মসজিদে আলাদা করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। ইহা সম্ভব না হইলে অন্যত্রে নামাজ পড়িতে হইবে।

(৮) একসঙ্গে তিন তালাক দিলে কয় তালাক হইবে? কিছু আলেম বলিতেছেন যে, প্রতি মাসে একটি করিয়া তালাক দিতে হইবে। এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হইবে।

উত্তর ঃ তালাক দেওয়ার উত্তম তরীকা হইল স্ত্রীর পবিত্র হইবার পর তাহার সহিত সহবাস না করিয়া কেবল এক তালাক দেওয়া। এই প্রকারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক দেওয়া। কিন্তু যদি কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে তিন তালাকেই হইয়া যাইবে। ইহাতে সমস্ত মাযহাবের ইমামগণ একমত। কেবল ওহাবী লা-মাযহাবী সম্প্রদায় ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়া থাকে। ইহাদের কোন কথায় কর্ণপাত করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়। বর্তমানে এই সুবিধাবাদী গোমরাহ সম্প্রদায়ের চক্রান্তে পড়িয়া তালাক প্রদানকারী হানিফী নিরূপায় হইয়া লা-মাযহাবী হইয়া যাইতেছে। এই ধরনের মানুষকে বয়কট করা সামাজিক ফরজ। অন্যথায় সবাই গোনাহ্গার হইয়া যাইবে।

(৯) আউলিয়ায় কিরামগণের মাজারে ফুল, চাদর দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক আলেম ইহাকে কবর পূজা বলিতেছেন। কিতাবে ফুল চাদর দেওয়ার দলীল আছে কি?

উত্তর ঃ ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, আউলিয়ায় কিরামগণের রওজাগুলি দ্বীনের নিদর্শন। এগুলি স্বসম্মানে রাখা একান্ত উচিত। দ্বীনের দুশমন ওহাবী সম্প্রদায় ফুল, চাদরের চরম বিরোধী। হানাফী মাযহাবের জগৎ বিখ্যাত কিতাব-ফাতাওয়ায় আলমগিরী ও রদ্দুল মুহতার এর মধ্যে ফুল, চাদর দেওয়া জায়েজ বলা হইয়াছে।

(১০) বর্তমানে বহু স্থানে আজানের পরে ও জামায়েতের পূর্বে—'আস্ সলাতো অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসু লাল্লাহ' ইত্যাদি পাঠ করা হইতেছে। ইহা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ ইহা নিশ্চয় জায়েজ। একমাত্র মাগরিব ছাড়া সমস্ত আজানের পরে এবং তাকবীরের পূর্বে 'সলাত' পাঠ করা মুস্তাহাব। (দুর্রে মুখতার) ফিকহের কিতাবগুলিতে ইহাকে 'তাসবীব' বলা হইয়াছে। আজকাল অধিকাংশ মসজিদে জামায়াতের পূর্বে জামায়াতের সময় বলিয়া দিয়া মানুষকে ডাকা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামের প্রতি সলাত ও সালাম পাঠ করিয়া মানুষকে জামায়াতের জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া উত্তম।

একটি জরুরী রিপোর্ট

ভারতের আহলে সুন্নাত বেরেলবী জামায়াতের বৃহত্তম সংস্থা 'রেজা একিডেমি'। এই সংস্থা দুই হাজার দুই সালে যে সমস্ত বড় বড় ঐতিহাসিক কাজ করিয়াছে সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হইতেছে।

১৩ই জানুয়ারী ঃ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম দিবস উড়োজাহাজের মাধ্যমে উপরে পালন করা হইয়াছে। **২৭ শে জানুয়ারী ঃ** রেজা মেডিকেল ক্যাম্প কায়েম করা হয় এবং এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ছয় শত পঞ্চাশ জন মানুষের চিকিৎসা করা হয়। ২৮ শে জানুয়ারী গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে সৈন্য নামাইবার জন্য সরকারের নিকট দাবী করা হয়। **২রা মার্চ ঃ** প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নিকট ফ্যাক্স পাঠাইয়া দাবী করা হয় যে, গুজরাট দাঙ্গায় নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে পাঁচ লক্ষ এবং আহতদের প্রত্যেককে দুই লক্ষ করিয়া টাকা দিতে হইবে। মুম্বাইয়ের আযাদ ময়দানে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মোদীর পদত্যাগ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার দাবী জানানো হয়। **২৩ শে মার্চ ঃ** ভারত সরকার 'পোটো আইন' চালু করিবার কথা বলিয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে প্রেস কন্ফারেন্স করা হয়। **১লা এপ্রিল ঃ** ইসলামী মাদ্রাসাগুলিকে আই এস আই' এর আড্ডা বলিবার বিরুদ্ধে প্রেস কন্ফারেন্স করা হয়। **৩ রা এপ্রিল ঃ** ইস্রাঈলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের আযাদ ময়দানে বিক্ষোভ জানানো হয়। **১৬ই এপ্রিল ঃ** পাঁচ লক্ষ টাকার রিলিফ গুজরাটে বিতরণ করা হয়। **২৩ শে এপ্রিল ঃ** দিল্লীতে 'গণতন্ত্র বাঁচাও' কনভেন্শান করা হয়। এই কন্ভেনশনে উলামায় কিরাম ও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। **৩০ শে এপ্রিল ঃ** ভি এইচ পি'এর জেনারেল সেক্রেটারী তোগাড়িয়ার বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের নিকট লিখিত অভিযোগ করা হয়। **৪ঠা মে ঃ** গুজরাটে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মুকাদ্দামা দায়ের করা হয়। **২৫ শে মে ঃ** বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে গুজরাটের আহমাদাবাদে শাহ আলম ক্যাম্পের ও অন্য ক্যাম্পগুলির কুড়ি হাজার মানুষকে

মুরগীর বিরিয়ানী খাওয়ানো হয়। **৮ই জুন ঃ** গুজরাট দাঙ্গার এক শত দিন হইয়া গিয়াছে, সরকার ও মুসলিমদের সতর্ক করিবার জন্য দুয়া দিবস ঘোষণা। **২৬ শে জুলাই ঃ** 'ভি এইচ পি' এর গিরিরাজ কেশুর কুরয়ান পাক পরিবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের আযাদ ময়দানে প্রতিবাদ জানানো হয়। **৩রা আগস্ট ঃ** পাকিস্তানের লাহোরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জুতা শরীফ হারাইয়া যাইবার ব্যাপারে পারভেজ মুশাররাফের নিকট চিঠি দেওয়া হয়। **১৫ই আগস্ট ঃ** পঞ্চাশ হাজার মানুষ সাদা ব্যাজ লাগাইয়া গুজরাটের ব্যাপারে নীরব প্রতিবাদ জানানো হয়। **২৭ শে আগস্ট ঃ** ইরাকের উপর বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে কিছু বলিতে বলা হয়। **৮ই সেপ্টেম্বর ঃ** ইরাকী দুতের সহিত তাজমহল হোটেলে উলামাদের সহিত মিটিং হয়। **৮ই অক্টবর ঃ** আমেরিকার পাদরী জেরী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শানে বে-আদবী করিবার বিরুদ্ধে প্রচার করা হয় এবং ১১ই অকট্‌বর মুম্বাই বন্ধ রাখা হইয়াছিল। **১৩ই অক্টবর ঃ** আমেরিকার পাদরী ক্ষমা চাহিয়া থাকে। **১৭ই অক্টবর ঃ** মহারাষ্ট্র-শোলাপুর দাঙ্গার পর রেজা একিডেমির একদল সদস্য শোলাপুরে পৌঁছিয়া বিভিন্ন প্রকার সাহায্য বিতরণ করিয়া আসেন। **১১ই নভেম্বর ঃ** রমযান শরীফ উপলক্ষে আহমাদ আবাদের মাযলুদিগকে নগদ তিন লক্ষ টাকার খাদ্য দেওয়া হয়। **৬ ডিসেম্বর ঃ** বাবরী মসজিদ শাহাদত হইবার সময় ৩ টে ৪৫ মিনিটে মসজিদে মসজিদে আজান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। (দি ইণ্ডিয়ান মুসলিম টাইমজ, জানুয়ারী সংখ্যা, ২০০৩) আপনি আজই নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করিয়া এই উর্দু পত্রিকাটি সংগ্রহ করুন। 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলিম টাইম্‌জ', রেজা একিডেমি, ২৬ নম্বর কাম্বেকার স্ট্রীট, মুম্বাই—৩।

স্বামীর সংসারে রমণী

রমণীগণ! খুব স্মরণ রাখিবে যে, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কটি এমনই মজবুত যে, এই বন্ধনে সারাটি জীবন যাপন করিতে হইবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকিলে, উহার থেকে বড় নিয়ামত আর কিছুই নাই। আল্লাহ না করেন, যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হইয়া সম্পর্ক কোন প্রকার তিক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহার থেকে বড় বিপদ আর কিছুই নাই। উভয়ের জীবন জাহান্নামের নমুনা হইয়া যাইবে। এই কারণে এখানে কিছু উপদেশমূলক কথা লেখা হইতেছে। যদি রমণীগণ এইগুলির প্রতি পূর্ণ আমল করিয়া থাকে, তাহা হইলে সংসার অত্যন্ত সুখের এবং জীবন অতি শান্তিময় হইবে।

(১) প্রত্যেক রমণী স্বামীর বাড়ীতে পা রাখিবার সাথে সাথে স্বামীর অন্তর নিজের হাতে লইবে। স্বামীর ইঙ্গিতে উঠিবে বসিবে। স্বামী যদি সারা দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে অথবা সারা রাত্রি জাগিয়া পাখার হাওয়া করিতে বলে, তাহা মানিয়া লইতে হইবে। এই সামান্য কষ্ট মানিয়া নিলে আখিরাত মঙ্গলময় হইবে।

(২) প্রথমে স্বামীর মেজাজ চিনিতে হইবে। স্বামী কোন্ জিনিস, কোন্ কাজ, কোন্ কথা পছন্দ করিয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ জিনিষে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, উঠিতে বসিতে খাইতে পরিতে কথা-বার্তায় উহার স্বভাব কেমন, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া নেওয়ার পর প্রত্যেক কাজ স্বামীর ইচ্ছামত করিতে হইবে। তাহার ইচ্ছার বাহিরে কোন কিছু করিবে না।

(৩) স্বামীর সম্মুখে কোন সময়ে চিৎকার করিয়া কথা বলিবে না। রাগ দেখাইবে না এবং কড়া ভাষায় উত্তর দিবে না। কাহার নিকট তাহার নিন্দা করিবে না। স্বামীর ঘর বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন জিনিষে দোষ বাহির করিবে না। কিংবা তাহার কোন জিনিষকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না। স্বামীর পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে সম্মানের নজরে দেখিবে এবং তাহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিবে। স্বামীর বাড়ীতে নিজের পিতা মাতা ও ভাইবোনদের বেশি প্রশংসা করিবে না।

(৪) স্বামীর উপার্জন অনুযায়ী খরচ করিবে। উপার্জন কম থাকিলে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে। স্বামী যাহা কিছু আনিবে তাহা সন্তুষ্টভাবে গ্রহণ করিবে। উপার্জনের দিকে লক্ষ রাখিয়া কাপড় ও গহনা ইত্যাদি চাহিবে। স্বামী কোন জিনিষ আনিলে তাহা পছন্দ না হইলেও খবরদার ! কোন প্রকার রাগ করিবে না। মুখ ফুলাইবে না। দুঃখ প্রকাশ করিবে না। স্বামীর দেওয়া জিনিষ অপছন্দ করিয়া ত্যাগ করিলে তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া যাইবে। স্বামীর নিকট কোন জিনিষ বার বার চাহিবে না। ইহাতে স্ত্রীর ওজন হাল্কা হইয়া যায়।

(৫) স্বামীর সংসারে যদি অভাব আসে অথবা কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট দেখা দেয়, তাহা হইলে উহা কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। পিতামাতার বাড়িতেও বলিবে না। এই সমস্ত কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিলে স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির অভক্তি আসিবে। নিজে কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির পানাহারের প্রতি লক্ষ রাখিবে।

(৬) সর্বদা স্বামীর সামনে আদবের সহিত থাকিবে। স্বামী যখনই বাহির থেকে বাড়িতে আসিবে তখনই সমস্ত কাজ ত্যাগ করিয়া তাহার সামনে আসিবে। বিদেশে কেমন ছিল জিজ্ঞাসা করিবে। অন্তর খুলিয়া কথা বলিবে। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই মুহূর্তে এমন কথা বলিবে না কিংবা এমন প্রশ্ন করিবে না, যাহাতে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়।

(৭) স্ত্রীর কোন কথায় স্বামী রাগিয়া গেলে কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ থাকিবে এবং তৎক্ষণাৎ নিজে বিনয়ীভাবে ক্ষমা চাহিবে। কোন প্রকার খোশামোদ করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া নিবে। স্বামীর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও ছোট হওয়া কোন লজ্জার বিষয় নয়। বরং ইহাতে শীঘ্র স্বামী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যায়।

(৮) শ্বশুর শাশুড়ি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাদিগকে নিজের পিতা মাতা ধারণা করিয়া সেবা করিবে। ইহারা কোন অন্যায় করিলেও প্রতিবাদ করিবে না। স্বামীর ভাই বোনকে নিজের ভাইবোন মনে করিবে। কোন সময় ভিন্ন হইবার চেষ্টা করিবে না।

(৯) সম্ভব মত নিজের শরীরকে যত্ন নিবে। ময়লা কাপড় ব্যবহার করিবে না। স্বামীর রুচি মুতাবিক সুসজ্জিত থাকিয়া তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবে। কোন সময় উশ্‌কো খুশ্‌কো অবস্থায় থাকিবে না। ইহাতে স্বামীর অভক্তি আসিবে।

(১০) যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি বাড়ীর সবাই না খাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজে খাইবে না। সবাইকে ঠিকমত পরিবেশন করিবার পর নিজে খাইবে। ইহাতে সবাই ভাল বাসিবে।

(১১) স্বামীর বাড়িতে পৌঁছিয়া পূর্বেকার সমস্ত মন্দ স্বভাবগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। সাধারণত নারীদের স্বভাব হয় যে, কোন কথা তাহার বিপরীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাগিয়া উল্টোপাল্টা কাজ করিতে থাকে। এই স্বভাবটি অত্যন্ত খারাপ। ইহাতে সংসারে অশান্তি আসে এবং ভবিষ্যতে খারাপ রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

(১২) স্বামীর পূর্বেকার সন্তানাদি থাকিলে তাহাদিগকে নিজের সন্তানদিগের থেকেও ভাল বাসিতে হইবে। তাহা হইলে কোন দিন অশান্তি আসিবে না। সবাই প্রশংসা করিবে। সব চাইতে বড় কথা হইল যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে বড় পুরস্কার পাইবে।

(১৩) শ্বশুর বাড়ীতে অত্যন্ত বেশি কথা বলিবে না। ইহাতে সবাই বিরক্ত হইয়া যাইবে। অত্যন্ত কম কথা বলিবে না। ইহাতে অহংকার প্রকাশ পাইবে। যাহা কিছু বলিবে খুব বুঝিয়া মিষ্ট ভাষায় বলিবে। কাহার ঠেশ দিয়া কোন কথা বলিবে না।

(১৪) সাবধান! খুব সাবধান! চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাইদের সহিত সহজে কথা বলিবে না। ইহাদের সহিত কথা বলা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ। বিশেষ করিয়া স্বামীর নিষেধ থাকিলে মোটেই কথা বলিবে না। পর পুরুষ বাড়ীতে আসিলে মোটেই কথা বলিবে না। বাড়ীতে স্বামী অথবা অন্য কেহ না থাকিলে বাচ্চাদের দ্বারায় প্রয়োজনমত কথা বলিয়া বিদায় করিতে হইবে। বিদেশী মানুষ হইলে বাহিরে রাখিয়া সম্ভব মত যত্ন নিতে হইবে।

(১৫) সাধারণত শ্বশুর বাড়ীর পরিবেশটা সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া থাকে। কারণ, নতুন জায়গা ও সমস্ত নতুন মানুষদের সহিত সম্পর্ক গড়িতে হয়। বলাই বাহুল্য, শ্বশুর বাড়ী হইল একটি পরিক্ষার স্থল। এখানে সবাই তাহার উঠা, বসা, খাওয়া, পরা সর্বদিকে লক্ষ করিয়া থাকে। কোন কাজে ভুল হইলে সঙ্গে সঙ্গে ধরিবে। এই নতুন পরিবেশে আসিয়া অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি হইয়া পড়িবে। ইহার জন্য শ্বশুর শাশুড়ি বড় ছোট বহু কথা বলিবে। এই সময়ে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া চুপ থাকিতে হইবে।

উপরের উপদেশগুলি যদি রমণীগণ সম্পূর্ণ মানিয়া চলে, তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ তায়ালা সবার প্রিয়া পাত্রী হইয়া সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

সঠিক শুক্রবার, না শনিবার?

এ বৎসর (২০০২) ঈদের নামাজ দুই দিন হইয়া গেল। এই বিশাল ভারতের কোন প্রদেশে একই দিনে ঈদের নামাজ হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শুক্রবারের নামাজ সঠিক হইয়াছে, না শনিবারের নামাজ? যে এলাকার মানুষ চাঁদ না দেখিয়া অথবা চাঁদের শরীয়ত সাপেক্ষ সাক্ষি না পাইয়া কেবল রেডিওর সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া অথবা ফোনে যোগাযোগ করিয়া শুক্রবার নামাজ পড়িয়াছে, তাহারা গোনাহ্‌গার হইয়াছে। তাহাদের তওবা করা জরুরী। যে সমস্ত আলেম শনিবার নামাজ পড়াইয়াছেন, তাহাদের যাহারা গালাগালি করিয়াছে অথবা বলিয়াছে যে, আমরা হাদীস, কুরয়ান মানিনা, বরং বিজ্ঞানের যুগে যান্ত্রিক জিনিষ মানিতে হইবে ;তাহারা ইসলাম থেকে খারিজ হইয়া গিয়াছে। পুনরায় প্রকাশ্যে কালেমা পাঠ করিয়া ঈমান আনিতে হইবে এবং স্ত্রী থাকিলে নিকাহ পড়াইতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তে চাঁদের মসলায় কোন যান্ত্রিক জিনিষের স্থান নাই। এ বিষয়ে আমার 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার তলোয়ার সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ইনশা আল্লাহ তায়ালা বর্তমান পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দিব।

জবাব দিয়া পুরস্কার নিন

দেওবন্দীদের কোন্ কিতাবের কত পৃষ্ঠায় কত লাইনে লেখা রহিয়াছে যে, 'বেহেশ্‌তী জেওর' এর লেখক আশরাফ আলী থানুবী বলিয়াছেন—"আমি ফিরয়াউন ও হামানের থেকেও নিকৃষ্ট।" সঠিক জবাব প্রদান করিতে পারিলে একখানা 'জান্নাতী জেওর' দেওয়া হইবে এবং তাহার পূর্ণ ঠিকানাসহ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সময় দেওয়া হইল।

মনে রাখিবেন—১৭ই ফাল্‌গুন

উক্ত তারিখে প্রতি বৎসর হজরত শাহ জালালী বাবা (রঃ)-এর উরূস শরীফ হইয়া থাকে। অনুরূপ ৪, ৫, ৬ই রজব সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আলাইহির রহমার উরূস পাক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলা, বিহারের বিখ্যাত উলামায় কিরাম উপস্থিত থাকেন। জালালী দরবারের গদ্দীনশী হজরত মাওলানা নূরুল মঈন চিশ্‌তী সাহেব কিবলা। **পথনির্দেশ ঃ** কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে বজবজ ট্রেন যোগে সন্তোষপুর নামিয়া পাঁচ মিনিটের পথ কানখুলি পীরডাঙ্গা শরীফ।

উরূস শরীফ

হজরত সৈয়দ শাহ এনামল হক আল কাদেরী (বঃ) এর স্মরণে প্রতি বৎসর তেরই ফাল্‌গুন উরূস শরীফ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু উলামায় কিরামের উপস্থিতিতে সারা রাত্রি ওয়াজ নসীহত হইয়া থাকে। বর্তমান গদ্দীনশীন সৈয়দ মাসউদুর রহমান সাহেব।

পথ নির্দেশ ঃ

কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে বজবজ ট্রেন যোগে 'নুঙ্গী' নামিয়া রিকশাযোগে পুটখালি-খাঁপাড়া।

দুশমনের কলমে প্রমাণ করুন

যুগের মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি একজন কট্টর বৃটিশ বিরোধী মানুষ ছিলেন। তিনি যেমন ইসলামের এই মহাশত্রু ইংরেজ জাতিকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করিতেন, তেমনই তাহাদের রাজত্বকে ঘৃণা করিতেন। তাহাদের ধর্ম ও কর্মকে ঘৃণা করিতেন। তাহাদের ব্যবহার ও বিচারকে ঘৃণা করিতেন। তাহাদের শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘৃণা করিতেন। তাহাদের চলাফেরা ও ওঠাবসাকে ঘৃণা করিতেন। তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতেন। তাহাদের অনুসারীদের ঘৃণা করিতেন। তাহাদের সাহায্যকারীদের ঘৃণা করিতেন। যাহারা তাহাদের আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন, তিনি তাহাদের পর্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এক কথায়, তিনি তাহাদের কোন জিনিষকে পছন্দ করিতেন না।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী 'তাদবীরে ফালাহ্ অ নাজাত অ ইসলাহ' নামক কিতাবে মুসলমানদিগকে ইংরেজদের আদালতে না যাইবার প্রেরণা দিয়া লিখিয়াছেন—"সমস্ত বিষয়ে আপসে মিমাংসা করিয়া নেওয়া উচিত। আদালতে উপস্থিত হইলে অকারণে হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়া আর্থিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া পড়িবে।" তিনি আরো লিখিয়াছেন—"যে সম্প্রদায়ের নিকটে বিচারের জন্য কুরয়ান ও হাদীস রহিয়াছে, সে সম্প্রদায় কোনদিন আল্লাহ ও তাহার রাসুলের দুশমনদের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলামকে অবমাননা করিতে পারে না।"

ইমাম আহমাদ রেজা খামের উপর টিকিট উল্টা করিয়া লাগাইতেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—রাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের মস্তক নিচু করিয়া দেওয়া। তিনি কেবল টিকিট উল্টা লাগাইয়া ইংরেজদের অবমাননা করিতেন না, বরং অধিকাংশ সময় পত্র লিখিবার জন্য পোস্টকার্ড উল্টাইয়া ঠিকানা লিখিতেন। ইহাতে উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজ রাজা ও রাণীর মস্তক নিচু করিয়া দেওয়া। যেহেতু পোষ্টকার্ড, খাম ও টাকার উপর রাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডঅয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের ছবি থাকিত, সেইহেতু ইমাম আমহাদ রেজা তাঁহার ইন্তেকালের সময় ঐ জিনিষগুলি তাঁহার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে অসীয়ত করিয়াছিলেন। (হায়াতে আ'লা হজরত ও অসায়া শরীফ)

ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের পোষাক কেমন ঘৃণা করিতেন তাহা নিম্নের উদ্ধৃতিটি পাঠ করিলে ভালভাবে বোঝা যায়। তিনি 'ফতওয়ায় রাজবীয়া' এর মধ্যে লিখিয়াছেন—"ইংরেজদের পোষাক পরিধান করা হারাম, কঠিন হারাম। উহা পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরিমী—হারামের নিকটবর্তী। নামাজ পুনরায় আদায় করা অয়াজিব। অন্যথায় গোনাহ্‌গার ও আযাবের উপযুক্ত হইবে।"

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর প্রতি আমাদের কোন সন্দেহ নাই এবং কোন মুসলমানের সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, তিনি একজন কট্টর বৃটিশ বিরোধী মানুষ ছিলেন। কিন্তু যদি আপনার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে, তবে দোস্ত নয় কোন দুশমনের কলমে প্রমাণ করুন যে, ইংরেজ সরকারের কোন পদস্থ কর্মচারী কোন সময়ে ইমাম আহমাদ রেজাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন অথবা তিনি কোন ইংরেজকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন অথবা কোন ইংরেজ অফিসার কোন দিন তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া ছিলেন অথবা তিনি কোন অফিসারের কুঠিতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন অথবা ইংরেজ সরকারের সহিত তাঁহার কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিংবা তিনি কোন দিন পদ্য অথবা গদ্যের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত কোন দুশমনও তাঁহাকে দোষী প্রমাণ করিতে পারে নাই। আপনিও পারিবেন না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, আমি আপনার মুখ বন্ধ করিতে পারিব না। আপনি বলিবার মুখে বলিয়া বেঈমান হইবেন, আমার করিবার কিছুই নাই।

pdf By Syed Mostofa Sakib

সেই মহানায়ক কে?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লামার শিষ্যগণের নাম

ভারতে ওলীউল্লাহ খান্দানে যেমন ইল্মে হাদীসের চর্চা ছিল, তেমনই ইল্মে মানতেকের চর্চা ছিল খয়রাবাদে আল্লামার খান্দানে। আরব, ইরান, বোখারা ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা ইল্মে হাদীস ও ইল্মে মানতেক এর উদ্দেশ্যে চলিয়া আসিতেন এই দুই খান্দানী দরবারে। আল্লামা ফজলে হক্ব ১৮০৯ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক দর্স দিয়া অগণিত শিষ্য তৈরী করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার শিষ্যদের সঠিক তালিকা প্রদান করা কাহার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে বিশিষ্ট শিষ্যদের কতিপয় নামের একটি তালিকা প্রদান করা হইতেছে। এই শিষ্যগণ প্রত্যেকেই ছিলেন ইল্মে মানতেক এর ইমাম। যথা, (১) শামসুল উলামা মাওলানা আব্দুল হক্ববিন ফজলে হক্ব খয়রাবাদী (২) সাঈদুন্নিসা বিনতে ফজলে হক্ব(৩) মাওলানা হিদায়তুল্লাহ খান (৪) মাওলানা ফায়জুল হাসান রামপুরী (৫) মাওলানা জামীল আহমাদ বলগ্রামী (৬) মাওলানা সুলতান হাসান বেরেলবী, (৭) মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল্লাহ বলগ্রামী (৮) মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের বিন শাহ ফজলে রসুল বাদাউনী (৯) শামসুল উলামা আব্দুল হক্ব বিন শাহ গোলাম রসুল কানপুরী (১০) মাওলানা হিদায়েত আলী বেরেলবী (১১) মাওলানা গোলাম কাদের গোপামুবী (১২) মাওলানা খয়রুদ্দীন (১৩) মাওলানা আব্দুল আজীজ সান্ডালী (১৪) মাওলানা আব্দুল আলী রামপুরী (১৫) মাওলানা হাকীম মোহাম্মদ ফাইয়াজ (১৬) মাওলানা মুসা খান (১৭) মাওলানা মোল্লা নওয়াব (১৮) মাওলানা কালান্দার আলী জুবাইরী (১৯) মাওলানা কালান্দার বখশ পানিপাতী (২০) মাওলানা হাকীম মোহাম্মদ হাসান আমরুহী (২১) মাওলানা দাদার বখ্শ পাঞ্জাবী (২২) মাওলানা সাইয়েদ আলী সাসওয়ানী (২৩) নওয়াব ইউসুফ আলী খান রামপুরী (২৪) মাওলানা আহসান গিলানী (২৫) মাওলানা শাহনূর আহমাদ, (২৬) মাওলানা নুরুল হাসান (২৭) মাওলানা আবু আহমাদ মুরাদ আলী (২৮) নওয়াব কালবে আলী খান (২৯) আবু আহমাদ মুরাদ আলী।

আল্লামা মুনাজারাহ করিয়াছিলেন

যেহেতু আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী ছিলেন খাঁটী সুন্নী হানিফী। তিনি হানাফী মাজহাব বিরোধী কোন কাজ মানিয়া লইতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অনুরূপ তিনি আহলে সুন্নাতের বহির্ভূত কোন আক্বীদাহ বরদাশ্ত করিতে পারিতেন না। এই কারণে যখন শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলবীর পৌত্র ও শাহ আব্দুল গণীর পুত্র মাওলানা ইসমাঈল দেহলবী প্রকাশ্যে হানাফী মাজহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া ছিলেন এবং আহলে সুন্নাতের বিপরীত আক্বীদাহ পোষণ করতঃ ওহাবী মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদীর 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এর অনুকরণে 'তাকবীয়াতুল ঈমান' লিখিয়া উপমহাদেশের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিতে ছিলেন। তখন খোদার সিংহ আল্লামা ফজলে হক্বখয়রাবাদী গর্জিয়া উঠিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে উহার খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আল্লামার অতুলনীয় কিতাব 'তাহকীকুল ফাতাওয়া' ও 'ইমতেনাউন্ নাজীর' ইত্যাদি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই কিতাবগুলিতে ইসমাঈল দেহলবীর গোমরাহী দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

ইসমাঈল দেহলবী 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"আল্লাহ তায়ালার শান ইহাই যে, তিনি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্তে 'হইয়া যাও' বলিয়া কোটি কোটি নবী, ওলী, জ্বিন, ফিরিশ্তা, জিব্রাঈল এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সমতুল্য পয়দা করিয়া ফেলিবেন।"—ইহা সম্ভব, না অসম্ভব। এ বিষয়ে দিল্লীর জামে মসজিদে ইসমাঈল দেহলবীর সহিত আল্লামার মুনাজারাহ 'হইয়াছিল। এই মুনাজারাতে ইসমাঈল দেহলবী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইয়াছিলেন। আল্লামা কোরআন, হাদীসের আলোকে প্রমাণ করিয়া

দিয়াছেন যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই হি অ সাল্লামের ন্যায় দ্বিতীয় মোহাম্মাদ পয়দা করা অসম্ভব। ইহাতে খোদার খোদায়ীতে কোন কলংক আসিবে না। ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আল্লামার কিতাবগুলি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। এক কথায়, ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে ইসমাঈল দেহলবীর সহিত যেমন আল্লামার মত বিরোধ ছিল, তেমন রাজনৈতিক জীবনেও পরস্পর বিরোধী ছিলেন। বলাই বাহুল্য, ইসমাঈল দেহলবী আল্লামার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইংরেজের এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আল্লামার রাজনৈতিক জীবন

আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী খোদা প্রদত্ত প্রতিভায় ও দূরদর্শিতায় ভারতের ভবিষ্যত উপলব্ধি করিতে ছিলেন। তিনি নিজের অনিচ্ছায় কেবল পিতার ইচ্ছায় ও আদেশে ১৮১৫ সাল হইতে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়া ছিলেন। এই সুদীর্ঘ যোল বৎসর কাল খুব নিকট হইতে ইংরেজদের যঘন্ন চক্রান্ত দেখিয়া ছিলেন। আল্লামা তাঁহার লিখিত 'আস্ সাওরাতুল হিন্দীয়া' নামক কিতাবে ইংরেজদের চক্রান্তের বহু কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, (১) ইংরেজরা মুসলমানদের শিশুদিগকে খৃষ্টানী শিক্ষায় গড়িবার জন্য শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে স্কুল খুলিয়াছিল। এবং ইসলামী মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালাইতেছিল। (২) নগদ মূল্যে সমস্ত শস্যাদি ও খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইত, যাহাতে মানুষ তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন করিতে না পারে। (৩) মুসলিম বালকদের খাৎনা নিষিদ্ধকরণ ও মুসলিম মহিলাদের পরদা প্রথা উচ্ছেদ করতঃ ঈমানদারদিগকে বিভিন্ন প্রকার ফিৎনার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া এবং ইসলামী কানুন খতম করিবার যঘন্ন চেষ্টা চালাইয়াছিল। (৪) মুসলমান সৈন্যদের শুকরের চর্বি ও হিন্দু সৈন্যদের গরুর চর্বি জিহ্বাতে লাগাইতে বাধ্য করিয়াছিল। ফলে হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যরা উত্তেজিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যরা বহু ইংরেজ সৈন্যকে হতাহত করিয়া মীরাট দুর্গ হইতে দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিল এবং ভারত স্বাধীনের জন্য ইংরেজ সৈন্যদের সহিত লড়াই শুরু করিয়াছিল ইত্যাদি।

আল্লামা শৈশবকাল হইতেই দিল্লীতে বসবাস করিয়া আসিয়াছেন। যখন দিল্লীতে ইংরেজদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখন তিনি দিল্লী হইতে লাখনু পৌঁছিয়াছিলেন। দিল্লীর অপেক্ষা লাখনুর অবস্থা আরো ভয়াবহ দেখিয়া তিনি ১৯৫৬ সালে লাখনু ত্যাগ করতঃ আল্ওয়ার চলিয়া যান। আলওয়ারের রাজার সহিত ইংরেজদের অত্যাচারের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উহাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দান করতঃ মানুষকে খুব সোচ্চার করিয়া ১৮৫৭ সালের মে মাসে আবার দিল্লীতে চলিয়া আসেন। আল্লামার প্রচেষ্টায় ও পরামর্শে ১৮৫৭ সালে ১১ই মে মীরাঠের বিদ্রোহী সৈন্যরা দিল্লীর উপর আক্রমণ করিয়া দেয় এবং চরমভাবে হতাহত করিতে থাকে। এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিল্লীর বাদশা। আল্লামা সব সময়ে বাদশার সহিত পরামর্শে শরীক থাকিতেন। ইহার সত্যতা উদ্ঘাটন হইয়া থাকে মুন্শী জৈয়ূন লালের ডায়রী হইতে। জৈয়ূন লাল লিখিয়াছেন—"১৮৫৭ সালে ১৬ই আগস্ট মৌলবী ফজলে হক্ব শাহী দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দরবারে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন এবং সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে বাদশার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালে ২রা সেপ্টেম্বর বাদশাহ সাধারণ দরবারে উপস্থিত হইলে মির্জা ইলাহী বখ্শ, মৌলবী ফজলে হক্ব, মীর সাঈদ আলী খান ও হাকীম আব্দুল হক্ব আদাব জানাইয়াছেন। ১৮৫৩ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর মৌলবী ফজলে হক্ব সংবাদ দিয়াছেন যে, মথুরার সৈন্য আগরা চলিয়া গিয়াছে এবং ইংরেজদের পরাস্ত করিবার পর শহরের উপর আক্রমণ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর বাদশাহ বিশেষ দরবারে ছিলেন। ঐ দরবারে উপস্থিত ছিলেন হাকীম আব্দুল হক্ব, মীর সাঈদ আলী খান, মৌলবী ফজলে হক্ব, বদরুদ্দীন খান এবং সমস্ত বড় বড় নেতাগণ।" (গদর কী সুবাহ ও শাম জৈয়ূন লাল লিখিত ডায়রী ২১৭, ২৪০, ২৪৬ ও ২৪৭ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২১৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত ডায়েরী হইতে বিদালোকের ন্যায় প্রমাণ হইতেছে যে, আল্লামা স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন।

জিহাদের ফতওয়া প্রদান

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী কেবল ইসলাম দুশমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া ক্ষ্যান্ত হন নাই। বরং সর্ব প্রথম উহাদের বিরুদ্ধে নিজ হস্তে জিহাদের ফতওয়া লিখিয়া ছিলেন এবং দিল্লীর জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে উক্ত ফতওয়া নিজেই পাঠ করিয়া শুনাইয়া ছিলেন। নিজের প্রাণের আশা না করিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে এমনই উত্তেজনামূলক ভাষণ দিয়াছিলেন যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে জিহাদী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে মানুষ মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আল্লামা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়ায় উলামায় কিরামগণের দস্তখত করাইয়াছিলেন। মুফতী সদরুদ্দীন খান, মৌলবী আব্দুল কাদের, কাজী ফায়জুল্লাহ দেহলবী, মাওলানা ফায়েজ আহমাদ বাদায়ূনী, ডক্টর মৌলবী ওজীর খান আকবার আবাদী, সাইয়েদ মুবারক শাহ রামপুরী প্রমুখ সাক্ষর করিয়াছিলেন। ফলে ফতওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি হইয়া যায়। সারাদেশ ব্যাপী এই ফতওয়াটি প্রচার করা হইলে দেশের সর্বত্রে বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। হিন্দুস্তানের সর্বত্রে ইংরেজ বিরোধী হাঙ্গামা শুরু হইয়াছিল। দিল্লীতে নব্বই হাজার সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়াছিল। (নাংগে দ্বীন নাংগে অত্বন ১৬৮ পৃষ্ঠা, বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২১৫ পৃষ্ঠা)

ইহা আদৌ অস্বীকার করিবার নয় যে, আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্ব্বস্তরে মহানায়ক রূপে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রেরণায় উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন হিন্দুস্তানের বড় বড় আলেমগণ। তবুও এক শ্রেণীর হিংসুক ওহাবী ঐতিহাসিক আল্লামার সত্য ইতিহাসকে লুকাইবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক যাহারা আদৌ নিরপেক্ষ নন, তাহারা মনের ইচ্ছা না থাকিলেও কলমের ইচ্ছায় আল্লামার কর্ম্ম জীবনের বহু সত্য ঘটনা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন মুসলিম ও অমুসলিম এবং দেশ ও বিদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখকদের অভিমত উদ্ধৃত করা হইতেছে।

ইংরেজ লেখক মিষ্টার হান্টার

আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর ইন্তেকালের নয় বৎসর পর সুবিখ্যাত ইংরেজ লেখক মিষ্টার হান্টার কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত মাদ্রাসার প্রধান মুদার্রিস মাওলানা আব্দুল হক্ক খয়রাবাদীর পিতা আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বর্তমান হেড মৌলবী সেই আলেমে দ্বীনের সাহেবজাদা, যাহাকে ১৮৫৩ সালের আন্দোলনে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। তাহার নিজের অপরাধের কারণে হিন্দুস্তানের এক সমুদ্র দ্বীপে সারা জীবনের জন্য দেশান্তর করা হইয়াছিল। এই 'গাদ্দার' আলেমে দ্বীনের লাইব্রেরী সরকার করায়ত্ত্ব করিয়া লইয়াছিল। এখন কলিকাতার কলেজে মৌজুদ রহিয়াছে।" (হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান ২৯৪ পৃষ্ঠা, অনুবাদক ডক্টর সাদেক হুসাইন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৫ সালে, লাহোর, সংগৃহীত নাংগে দ্বীন ১৭৭ পৃঃ)

ইহার পরেও কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, আল্লামা কট্টর ইংরেজ বিরোধী ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন মিষ্টার হান্টার যে, আল্লামাকে সারা জীবনের জন্য দেশান্তর করা হইয়া ছিল। কেবল তাই নয়, তিনি আল্লামাকে 'গাদ্দার' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

ম্যাডাম পোলোনাস্কায়া

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাইন্স একিডেমির এক বিশেষ সদস্য ম্যাডাম পোলোনাস্কায়া লিখিয়াছেন—"মাওলানা ফজলে হক্ক আলওয়ার পৌঁছিয়া সেখানে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যে সমস্ত জমিদার বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপদ নয়। মূলতঃ ক্ষমতা তাহাদেরই হইবে। মাওলানা ফজলে হক্কের সমসাময়িকগণ এবং তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার বহু চিঠির উদ্ধৃতি

দিয়াছেন। যে চিঠিগুলি তিনি বিভিন্ন নেতাদের নিকটে লিখিয়া ছিলেন। মাওলানা ঐ চিঠিগুলিতে বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। আন্দোলনের সময় মাওলানা ইংরেজ বিরোধীদের দলে ছিলেন।" ......"মাওলানা ফজলে হক্ব খয়রাবাদীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের থেকে দেশকে আজাদ করা।" (পাক্ষিক সোভিয়েত দেশ, দিল্লী, ১০ই জুলাই ১৯৫৮ সাল, সংগৃহীত বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২৭৭ পৃষ্ঠা)

দিল্লীর বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নীলাল

সেই যুগে বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নীলাল ১৯ শে মে ১৮৫৭ সালে সংবাদ পরিবেশন করিয়া ছিলেন—"উলামায়ে ইসলাম সমস্ত শহরের মুসলমান বাসিন্দাদের একত্রিত করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কাফেরদের হত্যা করিলে বড় পূণ্য পাওয়া যায়। হাজার হাজার মুসলমান উহাদের পতাকা তলে সমবেত হইয়াছেন।" (বাহাদুর শাহ জাফর কা মুকাদ্দামা ১১৭ পৃষ্ঠা)—চুন্নীলাল আরো লিখিয়াছেন—"মৌলবী ফজলে হক্ব তাঁহার বক্তৃতায় সব সময় সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করিতেছেন।" (আখবারে দেহলী, ২৭৩ পৃষ্ঠা, ১২৭ নং ফাইল, সংগৃহীত ফজলে হক্ব খয়রাবাদী আওর সানে সাতাওন ৪৮ পৃষ্ঠা, হাকীম মাহমুদ আহমাদ বর্কাতী)

মুফতী ইন্তেজা মুল্লাহ

মুফতী সাহেব লিখিয়াছেন—"ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাওলানা ফজলে হক্ব জিহাদের ফতওয়া দিয়াছিলেন। এই ফতওয়ার উপর মুফতী সাদরুদ্দীন, মৌলবী ফায়েজ আহমাদ বাদায়ূনী ও মৌলবী ওজীর খান আকবারাবাদী প্রমুখ ব্যক্তিগণের দস্তখত করানো হইয়াছিল। —জজের সম্মুখে মাওলানার উপস্থিতিতে সরকারী সাক্ষীকে আনা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—যিনি জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি এই ফজলে হক্ব নন। তিনি অন্য লোক। সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রথম বিবরণ সঠিক। এখন ভুল বলিতেছেন। আমার উপর যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহা সত্য। আমি ফতওয়া লিখিয়াছি। আজও আমার এই সিদ্ধান্ত। জজ যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি লিখিলেন। মাওলানা উহা হাস্যবদনে গ্রহণ করতঃ আন্দামান চলিয়া গেলেন।" (উলায়ামে হক্ব আওর উনকী মাজলুমীয়াত কি দাস্তানেঁ ৫৬ পৃঃ)

প্রফেসার আইউব ক্বাদেরী

"১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধে মাওলানা ফজলে হক্ব অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে জেনারেল বখ্ত খানের সঙ্গী ছিলেন। লাখনুতে বেগম.হজরত মহল কোর্টের সদস্য ছিলেন। শেষে গ্রেফ্তার হইয়াছিলেন। মুকাদ্দামা চলিয়াছিল এবং সমুদ্র পার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি হইয়াছিল। ....আন্দামান ও নিকোবরের অবস্থান কালে আল্লামা খয়রাবাদীর দুইটি স্মরণীয় জিনিষ রহিয়াছে। একটি 'আস্ সাওরাতুল হিন্দীয়া', অপরটি 'কাসায়েদুল ফিৎনাতিল হিন্দীয়া'। ....এই রিসালা এবং কাসীদাহ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান।" (জাজায়েরে আন্দামান ও নিকোবর মে মুসলমানোঁ কি ইল্মী খিদমাত, ত্রিমাসিক উরদু করাচি, ৬৮ সাল, ৬১ পৃঃ)

ডক্টর আবুল লাইস

"মুসলমানদের স্বসম্মানে জীবন ধারণের জন্য শেষ বারের মত প্রেরণা দিতে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত ফতওয়ায় স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মুফতী সাদরুদ্দীন আজারদাহ এবং মৌলবী ফজলে হক্বও

ছিলেন। মাওলানা ফজলে হক্ব ফতওয়া প্রদানের পরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়াছিলেন এবং শেষে দিল্লী পৌঁছিয়াছিলেন। .....মাওলানা ফজলে হক্বের পরামর্শ কেবল গোপন সভায় সীমিত ছিল না। তিনি জেনারেল বখ্‌ত খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং পরামর্শ দিয়াছেন। শেষে জুমার নামাজের পর দিল্লীর লাল মসজিদে উলামাদের সামনে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং ফতওয়া পেশ করিয়াছেন।" (মুজাল্লায়ে খিয়াল লাহোর, সান্নে সাতাওন নাম্বার ২৬৩/২৬৪ পৃঃ)

হোসাইন আহমাদ মাদানী

অযোধ্যাবাসী মাদানী সাহেব লিখিয়াছেন—"মাওলানা (ফজলে হক্ব) এর প্রতি যে সমস্ত অভিযোগ ছিল, তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেকটির খণ্ডন করিয়াছেন। যে সাংবাদিক ফতওয়ার সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সমর্থন করতঃ বলিয়াছেন,—এই সাক্ষী প্রথমে সত্য কথা বলিয়াছিলেন এবং রিপোর্ট সঠিক লিখাইয়াছিলেন। এখন আদালতে আমার আকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়া গিয়াছেন এবং মিথ্যা বলিতেছেন। উক্ত ফতওয়া সঠিক এবং আমারই লিখিত। আজ এই মুহূর্তেও উহাই আমার সিদ্ধান্ত। জজ বার বার আল্লামাকে বাধা প্রদান করিতেছিলেন যে, আপনি কি বলিতেছেন! সাংবাদিক আদালতের মোড় এবং আল্লামার ভয়ঙ্কর ও ভদ্র আকৃতি দেখিয়া না চিনিবার ভান করতঃ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ইনি সেই মাওলানা ফজলে হক্ব নন, তিনি অন্য ছিলেন। সাক্ষী সুন্দর আকৃতি ও পবিত্র গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্লামার দৃঢ়তা দেখুন, খোদার বাঘ গর্জন করিয়া বলিতেছেন—উক্ত ফতওয়া সঠিক, আমার লিখিত এবং আজ এই মুহূর্তেও আমার এই সিদ্ধান্ত।" (নকশে হায়াত ২য় খঃ ৫২ পৃঃ)

মাদানী সাহেব আরো লিখিয়াছেন—"মাওলানা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী সাহেব যিনি সংগ্রামের বড় নায়ক ছিলেন এবং বেরেলী, আলীগড় ও উহার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সংগ্রামের সময় গভর্ণর ছিলেন। শেষে তাঁহাকে বাড়ী হইতে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছিল। .... খোদার বান্দা এই প্রকার হইয়া থাকেন। তিনি প্রাণের পরওয়া না করিয়া প্রাণ দিতে ময়দানে নামিয়াছিলেন।" (তাহরীকে রেশমী রোমাল ৬৪/৬৫ পৃষ্ঠা)

রাঈস্ আহমাদ জা'ফরী

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জনাব রাঈস আহমাদ জা'ফরী সাহেব লিখিয়াছেন—"আল্লামা ফজলে হক্ব ইংরেজদের বিতাড়িত করিবার জন্য রীতিমত সমস্ত আন্দোলনে জান প্রাণ দিয়া অংশ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং যখন আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন তিনি বিনা চিন্তায় শরীক হইয়া গেলেন। তিনি বাহাদুর শাহের খুবই বিশ্বস্ত ও নিকটস্থ ছিলেন। সব সময় তাহার দরবারে উপস্থিত হইতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে তাহাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টা এই ছিল যে, স্বাধীনতা আন্দোলন কামিয়াব হউক এবং ইংরেজ চিরদিনের জন্য দেশ থেকে বিদায় হইয়া যাক। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরের ন্যায় প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যে সমস্ত রাজা মহারাজা ও হিন্দুস্তানের বড় বড় নেতার যোগাযোগ ছিল, তাহাদের প্রত্যেককে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করাইবার জন্য চেষ্টা চালাইয়াছিলেন।" (বাহাদুর শাহ জাফর আওর উনকা আহাদ ৮৮২ পৃষ্ঠা)

মুস্তাকীম আহসান হামিদী

ফাজেলে দেওবন্দ মাওলানা মুস্তাকীম আহসান হামিদী লিখিয়াছেন—'মাওলানা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইতিহাসের সেই সমস্ত বীর পুরুষ ও নির্ভীক মুজাহিদগণের একজন ছিলেন। যাহাদের অসাধারণ হিম্মৎ, বীরত্ব ও নির্ভীকতা দুনিয়াকে আশ্চর্য করিয়া দিয়াছে।—মাওলানা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী "অত্যাচারী রাজার সামনে ন্যায় কথা বলাই সব চাইতে বড় জিহাদ" ইহার ফরজ আদায় করিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য জীবন আন্দামানের কারাবাসে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী প্রমুখ ইংরেজদের

বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া প্রদান করিয়া মুসলমানদিগকে উহাদের সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।— মাওলানা ফজলে হক্ব খয়রাবাদীকে বিদ্রোহী বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছিল। জিহাদের ফতওয়া প্রদানের কারণে তাঁহার সীতাপুর হইতে গ্রেফ্‌তার করিয়া লাখ্‌নু লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।" (সাপ্তাহিক, খুদ্দামুদ্ দ্বীন, লাহোর, ৯/১০ পৃষ্ঠা, ২৩ শে নভেম্বর ১৯৬২ সাল, বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২৭৩ পৃষ্ঠা)

গোলাম রসুল মোহর

গোলাম রসুল মোহর সাহেব লিখিয়াছেন—"মাওলানা ফজলে হক্বখয়রাবাদীর দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বেও মানুষ জিহাদের পতাকা উড়াইয়াছিলেন। মাওলানা পৌঁছিয়া গেলে মুসলমানদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে যথারীতি একটি ফতওয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐ ফতওয়ার উপর দিল্লীর উলামাদের স্বাক্ষর নেওয়া হইয়াছিল। আমার ধারণা যে, মাওলানা ফজলে হক্বের পরামর্শ অনুযায়ী ঐ ফতওয়াটি তৈরী হইয়াছিল এবং তাঁহার ব্যবস্থাপণায় উলামাদিগের স্বাক্ষর করানো হইয়াছিল।" (১৮৫৭ কে মুজাহিদ ২০৬ পৃষ্ঠা)

হামিদ হাসান ক্বাদেরী

১৮৫৯ সালে যখন হাঙ্গামার পর ইংরেজেরা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন অন্যান্য মানুষদের সাথে মাওলানা ফজলে হক্বেরও অপরাধী সাব্যস্ত করা হইল এবং সমুদ্র দ্বীপে কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল। (দাস্তানে তারিখ উরদু ৩২৯ পৃষ্ঠা)

মোহাম্মদ ইসমাঈল পানিপাতী

১৮৫৭ সালে যখন দিল্লীতে বড় হাঙ্গামা দেখা দিয়াছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা ফজলে হক্ব দিল্লী পৌঁছিয়া যান এবং জিহাদের ফতওয়া প্রদান করেন এবং জেনারেল বখ্‌ত খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে খুব সাহায্য করেন। (মুজাল্লায়ে লায়েল ও নাহার, লাহোর, ১৮৫৭ সালের আজাদী নাম্বার ২৮ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদাহ উনাইস ফাতিমাহ

"প্রধানদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল বখ্‌ত খান, ফীরোজ শাহ, নানারাঁও, নবাব তাজাম্মুল হুসাইন খান, জেনারেল মাহমুদ খান এবং উলামাদের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন মৌলবী আহমাদুল্লাহ, মৌলবী লিয়াকত আলী এবং মৌলবী ফজলে হক্ব খয়রাবাদী।" (১৮৫৭ কে হীরো ৭০ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদ সুলাইমান নদভী

"মারহুম (মাওলানা ফজলে ইমাম) এর প্রতিনিধি—পুত্র এবং শিষ্য মাওলানা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী ছিলেন। যিদি দর্শন শাস্ত্রের প্রাণ দিয়া যুগের ইবনো সীনা নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকটে আসিত। তিনি দর্শন ও ফিলোজফীকে নতুনভাবে প্রচলন দিয়াছেন। স্বাধীনতার হাঙ্গামায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আন্দামানে পাঠানো হইয়াছিল। সেখানে ১২৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।" (হায়াতে শিবলী ২২/২৩ পৃষ্ঠা)

'আজ্ জোবাইর' পত্রিকার একাংশ

মাওলানা ফজলে হক্ব জামে মসজিদে ফতওয়া পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। উলামাদের স্বাক্ষর নিয়াছেন। এই ফতওয়া প্রচারের পর স্বাধীনতা সংগ্রাম মজবুত হইয়াছিল। শেষে কেস চলাকালীন আল্লামা ফজলে হক্ব খুব দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই ফতওয়া তাঁহারই লেখা এবং তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই রায় পরিবর্তন করা হইবে না।—মাওলানা ফজলে হক্ব একদিন জুমার নামাজের পর জামে মসজিদে ইংরেজদের

বিরুদ্ধে ফতওয়া পাঠ করিয়া শুনাইলে অনেকের জন্য চিন্তার কারণ হইয়া যায়। উক্ত ফতওয়ার উপরে মুফতী সাদরুদ্দীন এবং আরো পাঁচজন আলেমের স্বাক্ষর ছিল। উহা প্রচার হইতেই সংগ্রামের শক্তি বাড়িয়া যায় এবং বহুস্থানে ইংরেজদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। জাকাউল্লাহর ইতিহাস অনুযায়ী এই ফতওয়া প্রচারের পর দিল্লীতে নব্বই হাজার সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। আল্লামা সরকারী ওকীলের মুকাবালায় নিজেই জেরা করিয়াছিলেন। সমস্ত অভিযোগের উত্তর নিজেই দিয়াছিলেন। কিন্তু ফতওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন যে, উহা সঠিক এবং আমার লেখা এবং আজও উহাই আমার সিদ্ধান্ত।" ('আজ জোবাইর' ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান—তাহরীকে আযাদী নাম্বার, ১৯৭০ সাল ৯২ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত ইমতিয়াজে হক্ব ৩২/৩৩ পৃষ্ঠা)

'তাহ্‌রীক' পত্রিকার একাংশ

"বিচার দুই জজের দায়িত্বে ছিল। জর্জ ক্যাম্বেল, জুডিশনাল কমিশনার এবং মেজর বার্ণ, প্রতিনিধি কমিশনার খয়রাবাদ ডিভিশন। এই যৌথ আদালত ১৮৫৯ সালে ৪ঠা মার্চ রায় লিখিয়াছিল.....আদালতের নজরে প্রমাণ হইয়াছে যে, অপরাধী বিনা কারণে বাহাদুরী দেখাইতে প্রকাশ্যে এই ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল হত্যাকাণ্ডে প্রেরণা দেওয়া। ইনি কোরআনের আয়াত পাঠ করিয়াছেন এবং ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়াছেন। আবার জোর দিয়াছেন যে, ইংরেজদের কর্ম্মচারীরা কাফের, মুর্তাদ। এই কারণে শরীয়তের নিকটে উহাদের শাস্তি হত্যা করা। বরং বিদ্রোহী নেতাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, উহাদের হত্যা না করিলে খোদার কাছে অপরাধী হইবে।" (তাহরীক, দিল্লী, জুন সংখ্যা, ১৯৬০ সাল, সংগৃহীত ইমতিয়াজে হক্ব ৪১ পৃষ্ঠা)

এ পর্যন্ত উদ্ধৃতির আলোকে যাহা দেখানো হইল, নিশ্চয় ইহার পরে কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, আল্লামা প্রকৃতই স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন। তিনি তাঁহার মুক্তির জন্য জর্জের প্রদান করা সমস্ত সুযোগে লাথি মারিয়া, জিহাদের ফতওয়া বলবৎ রাখিয়া, হাসিমুখে কারাবরণ করিয়াছিলেন। মোট কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহানায়ক আল্লামা ফজলে হক্কের অবদানের কথা কোনদিন ভুলিবার নয়।

আল্লামার শেষ পরিক্ষা

"আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যখন আল্লামা ফজলে হক্ব নিজের মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। উঠিতে বসিতে পাশ ফিরিতে পারিতেন না। কাহারো সাহায্য ছাড়া বসিতে পারিতেন না। জীবনের শেষ সময় ছিল। মৃত্যু পদ চুম্বন করিতে আসিতেছিল। জীবন বিপদ লইয়া বিদায় লইতেছিল। জীবনের এই কঠিন মুহূর্তে তাঁহার ঈমানের একটি শক্ত পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছিল। যাহার উদাহরণ পাওয়া খুবই বিরল। সুতরাং এই বিপদ ও চাঞ্চল্যকর অবস্থায় জনৈক ইংরেজ অফিসার আসিয়া আল্লামাকে বলিলেন—যদি আপনি কেবল এতটুকু বলিয়া দেন যে, আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে ফতওয়া প্রদান করিয়াছি, উক্ত ফতওয়ার প্রতি আমার দুঃখ হইতেছে। আমি এখনই আপনাকে মুক্তি দিব এবং আমার দায়িত্বে আপনার সন্তানাদির নিকটে পৌঁছাইয়া দিব। মৃত্যু শয্যার সেই দুর্বলের দুর্বল ;যিনি বসিয়া ঔষধ পান করিতে অক্ষম ছিলেন। এই প্রস্তাব শোনা মাত্রই বসিয়া বাঘের ন্যায় গর্জন কণ্ঠে ইংরেজ অফিসারকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে এই প্রকার একটি নয়, হাজার জীবন দান করিলেও ফজলে হক্ব ইহাই বলিবে—ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ।" (খুঁনকে আঁসু ১ম খঃ ১৪ পৃঃ)

আন্দামানে আল্লামার ইন্তেকাল

আল্লামার আর দেশে ফেরা হইল না। আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদী আলাইহির রহমাহ মাওলানা ফজলে ইমামের সেই সাহেবজাদা, যিনি কখন পাল্কীতে চড়িয়া আবার কখন হাতীর পিঠে বসিয়া পরম পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতেন। আজ তিনি আন্দামানের কারাবাসে আবর্জনার ডালি নিজের মাথায় উঠাইতেছেন। যাঁহার দুরাবস্থা দেখিয়া জনৈক ইংরেজ অফিসারের অশ্রু আসিয়াছিল। এদিকে আল্লামার সাহেবজাদাগণ মাওলানা আবদুল হক্ব, মৌলবী শামসুল হক্ব এবং খাজা গোলাম গওস আরো অন্যান্যরা তাহাদের বৃদ্ধ পিতা,

মহাপণ্ডিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কের মুক্তির জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইতেছিলেন। সফল হইয়াছিল তাহাদের এই চেষ্টা। মৌলবী শামসুল হক্ব মুক্তি পরওয়ানা লইয়া আন্দামান রওনা হইয়া গেলেন। জাহাজ হইতে নামিয়া শহরে পৌঁছিয়া হাজার হাজার মানুষসহ একটি জানাজা দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, কাল ১২ই সফর ১২৭৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯ শে আগস্ট ১৮৬১ সালে আল্লামা ফজলে হক্ব ইন্তেকাল করিয়াছেন। এই তাঁহার দাফনের জন্য যাওয়া হইতেছে। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। (খুঁনকে আঁসু ১ম খঃ ৭৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

সত্যই পুত্র পিতার নমুনা

পুত্রের নিকট হইতে পিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামের মহাশত্রু, অত্যাচারী ইংরেজ এর হাত থেকে আল্লামা ফজলে হক্ব আন্তরিকভাবে ভারতকে যে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সাহেবজাদা হজরত মাওলানা আব্দুল হক্ব খয়রাবাদীর অসীয়ত হইতে ভালই বুঝা যায়। মাওলানা আব্দুশ্ শাহিদ খান লিখিয়াছেন—"মাওলানা (আব্দুল হক্ব খয়রাবাদী) শেষ অসীয়ত করিয়াছিলেন, যখন ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তখন এই সংবাদটি আমার কবরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। সুতরাং ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে মাওলানা সাইয়েদ নাজমুল হাসান রেজবী খয়রাবাদী বহু সংখ্যক মানুষ লইয়া আল্লামা আব্দুল হক্ব খয়রাবাদীর সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়া মীলাদ শরীফ ও ফাতিহা করিয়াছিলেন এবং এই প্রকারে পূর্ণ পঞ্চাশ বৎসর পর ইংরেজদের দেশ ত্যাগ করিবার সংবাদ শুনাইয়া অসীয়ত পালন করিয়াছেন।" (মুকাদ্দামায় জহদাতুল হিকমাত ১২ পৃষ্ঠা)

ফাঁসী অথবা গুলিতে নিহত

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বীর পুরুষদের কতিপয় নাম এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। যাহারা ফাঁসীতে অথবা গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন।—(১) নবাব আব্দুর রহমান খান, (২) রাজা নাহর সিং (৩) নবাব মুজাফ্ ফারুদ্ দাউলা (৪) নবাব মীর খান (৫) নবাব আকবার খান (৬) আহমাদ মির্যা (৭) মীর মোহাম্মাদ হুসাইন (৮) হাকীম আব্দুল হক্ব (৯) কাজী ফায়জুল্লাহ কাশ্মীরী (১০) মীর পাঞ্জাকাশ (১১) নবাব মোহাম্মদ হুসাইন খান (১২) মৌলবী ইমাম বখ্শ সাহবায়ী (১৩) নবাব আহমাদ কুলী খান (১৪) নিজামুদ্দীন খান (১৫) খলীফা ইসমাঈল (১৬) মোহাম্মদ আলী খান (১৭) আব্দুস সামাদ খান (১৮) দিলদার আলী খান (১৯) মিয়া হাসান আসকারী (২০) গোলাম মোহাম্মদ খান।

যাহারা পরদেশী হইয়াছিলেন

এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার কারণে যাহারা দিল্লী ত্যাগ করিয়া পরদেশে প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের একাংশের নাম উল্লেখ করা হইতেছে—(২১) মিয়া গোলাম নিজাম উদ্দীন, (২২) নবাব গোলাম মহীউদ্দীন খান (২৩) হাকীম মাহমুদ খান (২৪) হাকীম মুর্তাজা খান, (২৫) নবাব ইয়াকুব আলী খান (২৬) মির্যা ফাজেল বেগ (২৭) আব্দুল হাকীম খান (২৮) মুনশী আগা জান (২৯) সাফদার সুলতান বখ্শী (৩০) মির্যা মুঈনদ্দীন খান, (৩২) মোহাম্মাদ হুসাইন খান (৩৩) লালা রামজীদাস গুড়ওয়ালে (৩৪) জিয়াউদ্দৌলা (৩৫) মুসাখান (৩৬) আব্দুস সামাদ খান (৩৭) হাকীম ইমামুদ্দীন খান (৩৮) সায়াদ আলী খান (৪০) মীর নবাব (৪১) নবাব আব্দুর রহমান খান (৪২) নবাব আলী মোহাম্মাদ খান (৪৩) রাজা অজীৎ সিং (৪৪) গোলাম ফখরুদ্ দ্বীন খান।—এইগুলি ছাড়াও আলওয়ার হইতে একশত সাত জন যুবককে গ্রেপ্তার করতঃ দিল্লী পাঠানো হইয়াছিল। তন্মধ্যে অর্ধেককে গড়গাঁও নামক স্থানে কতল করা হইয়াছিল এবং অন্যদের দিল্লীতে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। মুফতী ইনায়েত আহমাদ কাকুরুবী ও মুফতী মাজহার কারীম দরীয়াবাদী প্রমুখ ব্যক্তিগণকে কালাপানির শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। (বাগীয়ে হিন্দুস্তান ২২২/২২৩ পৃষ্ঠা)

(ক্রমশঃ ....)

মাযহাব সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ মাযহাব কাহাকে বলা হয় এবং উহার গুরুত্ব কি?

উত্তর ঃ দ্বীনের চারজন ইমামের মধ্যে কোন একজনের তরীকার উপর চলিয়া শরীয়তের আহ্কাম পালন করাকে মাযহাব বলা হইয়া থাকে। ইসলামে মাযহাবের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই মাযহাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন ঃ নামাজ, রোজা, হজ্, যাকাত ইত্যাদি ফরজ। মাযহাব মানিয়া চলাও কি ফরজ?

উত্তর ঃ মাযহাব মানিয়া চলা অবশ্যই ফরজ। কারণ, কুরয়ান ও হাদীস অতল সমুদ্র। এই অতল সমুদ্র হইতে মসলা বাহির করা সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এমন কি বড় বড় মুহাদ্দিস ও মুফাস্ সিরের পক্ষেও সম্ভব নয়। মুজতাহিদে মুতলাক বা স্বয়ং সম্পন্ন মুজতাহিদ ছাড়া কাহার পক্ষে কুরয়ান, হাদীস থেকে সরাসরি মসলা বাহির করা সম্ভব নয়। এইজন্য নামাজ, রোজা ইত্যাদি আহকামের ন্যায় মাযহাব মানিয়া চলা ফরজ।

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের চারজন ইমাম কাহারা এবং তাহাদের মাযহাবগুলির নাম কি?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহমা তুল্লাহি আলাইহিম। ইহাদের মাযহাবগুলির নাম যথাক্রমে বলা হইয়া থাকে—হানাফী, শাফ্য়ী, মালেকী ও হাম্বালী।

প্রশ্ন ঃ চারজন ইমাম কি একই যুগের মানুষ ছিলেন?

উত্তর ঃ চারজন ইমাম একই যুগের মানুষ ছিলেন না। ইমাম আবু হানীফা সত্তর অথবা আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। দেড়শত হিজরীতে ইন্তেকাল। ইমাম মালেকের জন্ম নব্বই হিজরীতে এবং ইন্তেকাল একশত উন্আশি হিজরীতে। একশত পঞ্চাশ হিজরীতে ইমাম শাফয়ীর জন্ম এবং ইন্তেকাল দুইশত চার হিজরীতে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের জন্ম একশত চৌষট্টি হিজরী এবং দুই শত চার হিজরীতে ইন্তেকাল। (রদ্দুল মহতার)

প্রশ্ন ঃ চারজন ইমাম এক যুগের মানুষ ছিলেন না। চারজন ইমামের মাযহাবগুলি কখন থেকে চালু হইয়াছিল?

উত্তর ঃ চারজন ইমামের চার মাযহাব দুইশত হিজরীর পর নির্দিষ্টভাবে চালু হইয়াছে এবং মানুষ কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের উপর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। (কিতাবুল ইনসাফ, কানুনে শরীয়ত)

প্রশ্ন ঃ যে মাযহাবগুলি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দুইশত বৎসর পর চালু হইয়াছে সেগুলি দ্বীনের জরুরী বিষয় কেমন করিয়া হইল?

উত্তর ঃ বর্তমানে মাযহাব ছাড়া সরাসরি সমস্ত বিষয়ের সমাধান কুরয়ান হাদীস থেকে পাওয়া মুশকিল ব্যাপার। এই কারণে মাযহাব মানা একান্ত জরুরী।

প্রশ্ন ঃ যদি মাযহাব মানিয়া চলা ফরজ হয়, তাহা হইলে সাহাবায় কিরাম কোন্ মাযহাব অবলম্বী ছিলেন? তাহাদের যুগে তো মাযহাব বলিয়া কিছুই ছিল না।

উত্তর ঃ সাহাবায় কিরাম হুজুর পাকের পবিত্র যুগ পাইবার কারণে কুরয়ান, হাদীস বোঝা তাহাদের জন্য খুব সহজ ছিল। যখন যে সমস্যা সামনে আসিয়াছে তখন তাহা সরাসরি হুজুরের নিকট থেকে সমাধান করিয়া নিয়াছেন। অনুরূপ হুজুরের পরে বড় বড় সাহাবায় কিরাম সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এইভাবে তখন মাযহাবের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন ইসলামের বয়স হইতে লাগিল এবং মানুষ আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন মাযহাবের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। যথাসময়ে মাযহাব কায়েম হইয়া কুরয়ান, হাদীস বুঝিবার সহজ পথ মানুষের সামনে চলিয়া আসিল। যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে কুরয়ান শরীফে জের, জবর ও পেশ ছিল না। যখন হুজুর পাকের পর বিনা জের ও জবরে কুরয়ান শরীফ পাঠ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন যথা সময়ে আরবী ব্যাকরণ আবিষ্কার হইয়া গেল। বর্তমানে মানুষ আরবী ব্যাকরণের অনুসরণ করিতে বাধ্য। আরবী ব্যাকরণ ছাড়া একজনের পক্ষে কুরয়ান ও হাদীস সঠিকভাবে পাঠ করা সম্ভব নয়। যেমন কুরয়ান ও হাদীস সঠিকভাবে পড়িবার ও বুঝিবার জন্য আরবী ব্যাকরণের অনুসরণ করা জরুরী, তেমনই কুরয়ান, হাদীস বুঝিবার জন্য এবং উহা থেকে মসলা বাহির করিবার জন্য ইমামগণের অনুসরণ করিয়া চলা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ কুরয়ান, হাদীস কি যথেষ্ট নয়? যদি কোন ব্যক্তি কোন ইমামের অনুসরণ না করিয়া সরাসরি হাদীস, কুরয়ান থেকে মসলা সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি দোষ হইবে?

উত্তর ঃ কুরয়ান, হাদীস হিদায়েতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বুঝিবার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন সমুদ্র গর্ভে মুক্তা রহিয়াছে, কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপ কুরয়ান ও হাদীসের সমুদ্রে মুক্তার ন্যায় মসলা রহিয়াছে। কিন্তু সবার পক্ষে বাহির করা সম্ভব নয়। এইজন্য একজন ইমামের অনুসরণ করিয়া মসলা সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্যথায় মানুষ গোমরাহ হইবে।

বর্তমানে সরাসরি কুরয়ান, হাদীস থেকে মসলা বাহির করা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা কোন আলেমের পক্ষে সম্ভব নয়। এইজন্য কোন একটি মাযহাব অবলম্বন করা ফরজ। যাহারা চার মাযহাবের বাহিরে থাকিয়া সরাসরি কুরয়ান, হাদীস থেকে মসলা বাহির করিতে যাইবে, তাহারা গোমরাহ, বিদ্‌য়াতী ও জাহান্নামী। (তাহতাবী)

প্রশ্ন ঃ ইমাম না মানিলে কুরয়ান, হাদীস মানা অসম্ভব। ইহার কোন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিলে ভাল হয়।

উত্তর ঃ যেমন নামাজ পড়া ফরজ। কারণ, আল্লাহ তায়ালা নামাজ কায়েম করিতে আদেশ করিয়াছেন। অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা নামাজ সমাপ্তির পর জমীনের বুকে ছড়াইয়া পড়িতে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু নামাজের পর মসজিদ থেকে বাহির হওয়া ফরজ নয়। উভয় স্থানে খোদায়ী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এক জায়গায় ফরজ হইল এবং এক জায়গায় ফরজ হইল না কেন? এইগুলির কারণ ইমামগণ বর্ণনা করিয়াছেন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে। কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ গ্রহণ করিলে আয়াতের অর্থ সঠিক হইবে তাহা ইমামগণ নির্ধারিত করিয়াছেন। অনুরূপ কোন আয়াত আয়াতের বিপরীত হইলে, হাদীস হাদীসের বিপরীত হইলে, আয়াত হাদীসের বিপরীত হইলে, হাদীস আয়াতের বিপরীত হইলে কি করিতে হইবে তাহা ইমামগণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ চারজন ইমামের নাম অনুসারে মাযহাব চারটি হইল কেন? আরাতো বহু ইমাম রহিয়াছেন।

উত্তর ঃ কুরয়ান ও হাদীস থেকে মসলা বাহির করিবার দিক দিয়া চারজন ইমাম ছিলেন স্বয়ং সম্পন্ন। বাকী ইমামগণ এই চারজনের অনুসরণ করিয়া ইমাম হইয়াছেন। যেমন ইমাম মোহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ প্রমুখ ইমামগণ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার মুকাল্লিদ বা অনুসরণকারী।

প্রশ্ন ঃ চারজন ইমাম একে অন্যের বিরোধীতা করিলেন কেন?

উত্তর ঃ যাহারা স্বয়ং সম্পন্ন ইমাম তাহাদের জন্য একে অন্যের অনুসরণ করা হারাম। (জামউল জাওয়ামে)

প্রশ্ন ঃ একটি মসলায় চারজন ইমামের চার প্রকারের রায় সঠিক হইতে পারে না। এমতাবস্থায় যাহার রায় ভুল হইবে, তিনি কি গোনাহ্‌গার হইবেন?

উত্তর ঃ না, ইমামগণ গোনাহ্‌গার হইবেন না। বরং যাহার রায় ভুল হইয়া গিয়াছে তিনি একটি সওয়াব পাইবেন। ইজ্‌তিহাদ বা গবেষণা করিবার জন্য। আর যাহার ফতওয়া সঠিক হইয়াছে তিনি দুইটি সওয়াবের অধিকারী হইবেন। একটি ইজ্‌তেহাদের ও একটি সঠিক ফতওয়ার।

প্রশ্ন ঃ চার মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাব অবলম্বন করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ জায়েজ হইবে। কিন্তু তবে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুবিধাবাদী হইলে চলিবে না। যে মাযহাব অবলম্বন করা হইবে সেই মাযহাব অনুযায়ী সারা জীবন চলিতে হইবে। এমন নয় যে, যে মসলাটি স্বার্থবিরোধী হইবে সে মসলায় নিজের ইমামকে ত্যাগ করিয়া অন্য ইমামের মত গ্রহণ করিবে।

প্রশ্ন ঃ আমরা কোন্ মাযহাব অবলম্বী এবং আমাদের ইমাম কে?

উত্তর ঃ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ হানাফী মাযহাব অবলম্বী। ইমাম আবু হানীফা সবার ইমাম। এই দেশগুলিতে অন্য কোন মাযহাবের মানুষ নেই বলিলে চলে। কেবল ভারতের কেরালাতে শাফয়ী মাযহাবের মানুষ রহিয়াছে। আপনাদের পিতৃপুরুষগণ হানিফী ছিলেন। আপনারাও হানিফী। তবে বর্তমানে যদি আপনারা কোন বাতিল ফিরকার চক্রান্তে পড়িয়া নিজেদের মাযহাবকে ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই।

প্রশ্ন ঃ ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলি জামায়াত কাজ করিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই হানিফী বলিয়া দাবী করিতেছে। কোন্ জামায়াত হানাফী মাসহাব মানে না?

উত্তর ঃ উপমহাদেশে হানিফী বলিতে একমাত্র বেরেলবী জামায়াত। বাকী সমস্ত জামায়াত হানাফী মাযহাবের মহাশত্রু। অবশ্য কেহ প্রকাশ্যে শত্রুতা করিয়া থাকে, কেহ গোপনে। লা-মাযহাবী সম্প্রদায় চার মাযহাবকে মুশরিক বলিয়া দিয়াছে। (ফিকহে মুহাম্মাদী) জামায়াতে ইসলামীরাও কোন মাযহাব মানে না। মৌদুদী সাহেব 'রসায়েল ও মাসায়েল' নামক কিতাবে পরিষ্কার বলিয়াছেন—আমি কোন মাযহাবের ধার ধারি না। দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াত ইহারা এখনো পর্যন্ত হানিফী বলিয়া দাবী করিলেও অধিকাংশ মসলাতে হানাফী মাযহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এক কথায় তলোয়ারের নিচে যে সমস্ত ইসলামিক জামায়াতের নাম আসিয়াছে ইহারা প্রত্যেকেই হানাফী মাযহাবের ঘোর শত্রু। এইবার নিজেরাই বিবেচনা করিয়া দেখুন! আপনারা হানাফী মাযহাবে আছেন কিনা। যদি হানাফী মাযহাবে থাকেন, তাহা হইলে 'আল্ হামদু লিল্লাহ'! আর যদি কোন বাতিল ফিরকার সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এখনো সময় রহিয়াছে। অবিলম্বে ঐ ফিরকাগুলির সহিত সমস্ত প্রকার দ্বীনি সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া হানাফী মাযহাবে ফিরিয়া আসুন।

'বিদআত' এর ব্যাখ্যা

বর্তমানে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ কথায় কথায় 'বিদ্'আত' শব্দ ব্যবহার করিতেছে। অবশ্য ইহা ওহাবী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে শেখা। ওহাবী সম্প্রদায় আহলে সুন্নাতের প্রায় সমস্ত কাজকে 'বিদ্'আত' বলিয়া থাকে। যথা—মীলাদ, কিয়াম, উরূস, ফাতিহা ইত্যাদি। এইজন্য 'বিদ্'আত' সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আশা করি আমার সুন্নী ভায়েরা এই অধ্যায়টি ভাল করিয়া স্মরণ রাখিলে বড় বড় ওহাবী মৌলবীর প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হইবেন।

'বিদ্আত' শব্দের অর্থ নতুন জিনিষ। শরীয়তে 'বিদ্আত' বলা হয় সেই সমস্ত আকীদাহ ও আমলকে, যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জাহিরী জীবন কালে ছিল না। পরে আবিষ্কার হইয়াছে।

এই শরয়ী 'বিদআত' প্রথমতঃ দুই প্রকার। বিদ্আতে ইতেকাদী ও বিদ্আতে আমালী। 'বিদ্আতে ই'তেকাদী' সেই সমস্ত খারাপ আকীদাহ্ বা ধারণাকে বলা হয় যাহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে ইসলামের মধ্যে আবিষ্কার হইয়াছে। যথা—ইহুদী, ঈসায়ী ও অগ্নিপূজকদের আকীদাহ। অবশ্য মুশরিকদের আকীদাহ্গুলি 'বিদ্আতে ই'তেকাদী' এর মধ্যে গণ্য হইবে না। কারণ, মুশারিকদের আকীদাহ্গুলি হুজুর পাকের পবিত্র যুগে মৌজুদ ছিল। কিন্তু জাবরীয়া, ক্বাদরীয়া, ওহাবী, দেওবন্দীদের আকীদাহ্গুলি 'বিদ্আতে ই'তেকাদী' এর মধ্যে গণ্য। কারণ, ইহাদের আকীদাহ বা ধারণাগুলি হুজুর পাকের পরে আবিষ্কার হইয়াছে। যথা—দেওবন্দীরা বলিয়া থাকে, খোদা মিথ্যা বলিতে পারেন। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ন্যায় পয়দা করিতে পারেন ইত্যাদি।

'বিদ্আতে আমালী' সেই সমস্ত কাজকে বলা হয়, যাহা হুজুর পাকের পবিত্র জাহিরী যুগের পর আবিষ্কার হইয়াছে। চাই এই কাজগুলি দ্বীনের হউক অথবা দুনিয়ার, চাই সাহাবাদিগের যুগে হউক অথবা পরে। অবশ্য প্রচলিতভাবে সাহাবাদিগের কাজকে 'বিদ্আত' বলা হয় না। অন্যথায় হজরত উমার ফারূক রাদী আল্লাহ আনহু 'তারাবীহ' এর নামাজ নিয়মিত জামায়াতের সহিত পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা অত্যন্ত সুন্দর 'বিদ্আত'।

'বিদ্আতে আমালী' দুই প্রকার। বিদ্আতে হাসানাহ্ ও বিদ্আতে সাইয়াহ। 'বিদ্আতে হাসসাহ' সেই সমস্ত নতুন কাজকে বলা হয়, যাহা সুন্নাতের বিপরীত নয় অথবা সুন্নাতের ক্ষতিকারক নয়। যথা—মীলাদের মজলিস কায়েম করা, দ্বীনি মাদ্রাসা কায়েম করা, কুরয়ান পাক ও কিতাব প্রেসে ছাপানো ইত্যাদি।

'বিদ্আতে সাইয়াহ' সেই সমস্ত কাজকে বলা হয়, যাহা সুন্নাতের বিপরীত অথবা সুন্নাতের ক্ষতিকারক। যথা—আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জুমা ও ঈদের খুতবাহ পাঠ করা অথবা লাউড্ স্পিকারের মাধ্যমে নামাজ পড়া ইত্যাদি। কারণ, আরবী ভাষায় খুতবাহ পাঠ করা সুন্নাত। অন্য ভাষায় খুতবাহ পাঠ করিলে এই সুন্নাতটি মুর্দা হইয়া যাইবে। অনুরূপ বড় জামায়াতে ইমামের আওয়াজ মুকাব্বিরের মাধ্যমে পৌঁছানো সুন্নাত। মাইক ব্যবহার করিলে এই সুন্নাত মুর্দা হইয়া যাইবে।

'বিদ্আতে হাসানাহ্' তিন প্রকার—জায়েজ, মুস্তাহাব ও অয়াজিব। 'জায়েজ বিদ্আত' সেই সমস্ত নতুন

কাজকে বলা হয়, যাহা শরীয়তে নিষেধ নয় এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় না। যথা—নতুন নতুন সুস্বাদু খাদ্য খাওয়া। ইহাতে না সওয়াব, না আযাব। 'মুস্তাহাব বিদ্‌আত' সেই সমস্ত নতুন কাজকে বলা হয়, যাহা শরীয়তে নিষেধ নাই এবং সাধারণভাবে মুসলমানেরা সওয়াবের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে। যথা—মীলাদ, কিয়াম, বুজর্গদিগের নামে ফাতিহা ইত্যাদি। এই কাজগুলি মুসলমানেরা সওয়াবের নিয়াতে করিয়া থাকে। এই কাজগুলি পালন করিলে সওয়াব হইবে। ত্যাগ করিলে গোনাহ্ হইবে না।

'অয়াজিব বিদ্‌আত' সেই সমস্ত নতুন কাজকে বলা হয়, যাহা শরীয়তে নিষেধ নাই এবং উহা ত্যাগ করিলে দ্বীন-ইসলাম দুর্বল হইয়া যাইবে। যথা—কুরয়ান শরীফে জের, জবর দেওয়া ও দ্বীনের জন্য মাদ্রাসা মকতব কায়েম করা এবং আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করা ইত্যাদি।

'বিদ্‌আতে সাইয়াহ্' দুই প্রকার—মাকরূহ্ ও হারাম। 'মাকরূহ বিদ্‌আত' সেই সমস্ত নতুন কাজকে বলা হয়, যাহাতে সুন্নাত মুর্দা হইয়া যায়। যথা—আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ করা। 'হারাম বিদ্‌আত' সেই সমস্ত নতুন কাজকে বলা হয়, যাহাতে অয়াজিব মুর্দা হইয়া যায়। যথা—জাবরীয়া, কাদরীয়া, মুরজিয়া প্রভৃতি বাতিল ফিরকার আবির্ভাব। এই ফিরকাগুলি আহলে সুন্নাত অল জামায়াতের চরম ক্ষতিকারক।

এ পর্যন্ত বিদ্‌আতের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহা থেকে জানা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জাহিরী জামনার পর যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সবই বিদ্‌আত। কিন্তু বিদ্‌আত মাত্রই খারাপ নয়। হাদীস পাকে যে বিদ্‌আতের নিন্দা করা হইয়াছে সে ঐ সমস্ত বিদ্‌আত, যাহা সুন্নাতের ক্ষতিকর। অর্থাৎ বিদ্‌আতে সাইয়াহ। 'বিদ্‌আতে হাসানাহ' সওয়াবের কাজ। হাদীস পাকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম 'বিদ্‌আতে হাসানা' এর প্রেরণা দিয়াছেন। এইজন্য ইসলামের মধ্যে 'বিদ্‌আতে হাসানাহ্' ছাড়া কোন ইবাদতই নাই। এখানে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হইতেছে।

ঈমান ঃ মুসলমানদের শিশুদিগকে ঈমানে মুজমাল ও ঈমামে মুফাস্ সাল মুখস্ত করানো হইয়া থাকে। অথচ হুজুর পাক ও সাহাবায় কিরামদিগের যুগে ঈমানের এই শ্রেণীভাগ ছিল না।

কালেমা ঃ প্রত্যেক মুসলমান ছয় কালেমা, যথা—কালেমায় তৌহীদ, শাহাদাত, তামজীদ ইত্যাদি মুখস্ত করিয়া থাকে। অথচ কালেমার এই শ্রেণীভাগ ও প্রত্যেক কালেমার পৃথক নাম না নবী পাকের পবিত্র যুগে ছিল, না সাহাবাদিগের যুগে।

কুরয়ান ঃ কুরয়ান শরীফ তিরিশ পারায় বিভক্ত করা, রূকু কায়েম করা, আয়াতের উপর জের, জবর ও পেশ ইত্যাদি লাগানো এবং প্রেসে ছাপানো ইত্যাদি না নবী পাকের কালে ছিল, না সাহাবাদিগের সময়।

হাদীস ঃ হাদীসকে কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা, হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, প্রত্যেক হাদীসের ভিন্ন ভিন্ন হুকুম বর্ণনা করা হুজুর পাক ও সাহাবাদিগের যুগে ছিল না।

উসূলে হাদীস ঃ হাদীস নির্বাচন করিবার যে নিয়মাবলী মুহাদ্দিসগণ বাহির করিয়াছেন, তাহা একেবারেই বিদ্‌আত।

ইল্মে ফি কাহ ঃ ফিকাহ শাস্ত্র, যাহার উপরে বর্তমানে দ্বীন ইসলাম নির্ভর করিতেছে। একজন মুসলমানের ইসলামী জীবন গড়িবার জন্য 'ইল্মে ফিকাহ' জরুরী। অথচ ইহা বিদ্‌আত।

নামাজ ঃ নামাজে মৌখিক নিয়াত করা বিদ্‌আত। এইরূপ মৌখিক নিয়াত না হুজুর পাক করিয়াছেন, না কোন সাহাবা করিয়াছেন। অথচ এই মৌখিক নিয়াত সমস্ত ফিকহের কিতাবে মুস্তাহাব বলা হইয়াছে।

রোজা ঃ রোজার সাহরী ও ইফতারের সময়—'আল্লাহুম্মা লা কা সুমতু' ইত্যাদি দুয়া পাঠ করা। ইহা 'বিদ্‌আত'। এই দুয়াগুলি উলামাদিগের আবিষ্কার করা।

যাকাত ঃ বর্তমান মুদ্রায় যাকাত আদায় করা বিদ্‌আত। কারণ, এই ধরণের ছবিওয়ালা মুদ্রা সেই যুগে ছিল না। অনুরূপ বর্তমান পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা ইত্যাদি।

হজ ঃ উড়োজাহাজে হজ করিতে যাওয়া। মোটরগাড়ী করিয়া আরফা ও মিনাতে যাওয়া বিদ্‌আত। কারণ, এইগুলি সেই যুগে ছিল না।

তরীকাত ঃ তরীকা ও তাসাউফের প্রায় সমস্ত সবক ও নিয়মাবলী। যথা—মুরাকাবা, মুশাহাদা, চিল্লা ও তাসাব্বুরে শায়েখ ইত্যাদি সবই বিদ্‌আত। কারণ, হুজুর পাকের ও সাহাবাদিগের পবিত্র যুগে এই ধরণের কিছু ছিল না।

চার মাযহাব ঃ হানাফী, শাফ্য়ী, মালেকী ও হাম্বালী। এই মাযহাবগুলি বহু পরে প্রকাশ হইয়াছে।

চার তরীকা ঃ কাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়া, নকশা বন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়া। এই তরীকা ও এই তরীকাগুলির নাম পর্যন্ত ছিল না। অতএব, এইগুলি বিদ্‌আত। মোট কথা, দ্বীন ও দুনিয়া কোনটাই বিদ্‌আত ছাড়া নাই। এই বিদ্‌আত ছাড়া না দ্বীন করা যাইবে, না দুনিয়া করা যাইবে। এইজন্য কথায় কথায় বিদ্‌আত বলিবার অভ্যাস ত্যাগ করতঃ বিদ্‌আতের সঠিক সংজ্ঞা জানিবার চেষ্টা করা উচিত।

সুন্নী ও ওহাবীর মধ্যে পার্থক্য

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে বহু মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে। সুন্নীগণ যে আকীদাহ বা ধারণাগুলিকে ঈমান ও ইসলাম মনে করিয়া থাকেন, সেগুলিকে ওহাবীরা শির্ক ও কুফর বলিয়া থাকে। যেহেতু আকীদা বা ধারণা সব সময়ে বোঝা যায় না, সেহেতু সুন্নী ভায়েরা অনেক সময়ে ধোকায় পড়িয়া যান। এইজন্য এখানে কিছু আমলী পার্থক্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, যাহাতে তাহাদের চিনিতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। অবশ্য কিছু কিছু মসলা সুন্নী ভাইদেরও বিপরীত মনে হইবে। এই প্রকার কোন মসলা যখন সামনে চলিয়া আসিবে, তখন বিভ্রান্ত না হইয়া অন্য নির্ভরযোগ্য সুন্নী আলেমের সহিত যোগাযোগ করিয়া মসলাটি যাঁচাই করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি মসলাটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে খবরদার! খবরদার! এতদিন ছিল না, এখন নতুন নতুন মসলা বাহির হইতেছে ইত্যাদি বলিয়া কোন প্রকার মতভেদ সৃষ্টি করিবেন না। অন্যথায় একতা নষ্ট হইয়া যাইবে। সুন্নীয়াত দ্বীনের পর দিন দুর্বল হইয়া পড়িবে। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি সুন্নী আলেমদিগের প্রতি রাগ করিয়া ওহাবী হইয়া যাইতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সত্য জিনিষ মানিবার তৌফিক দান করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

(১) মাগরিব ছাড়া সমস্ত নামাজে আজান ও জামায়াতের মাঝখানে 'সলাত' পাঠ করুন। ইহা জায়েজ। ফিকহের কিতাবে এই মসলাকে তাসবীব বলা হইয়া থাকে। আজকাল অধিকাংশ মসজিদে ওহাবীরা জামায়াতের পূর্বে টাইম বলিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু হুজুর পাকের প্রতি দরূদ, সালাম পাঠ করিতে রাজি নয়। নিম্নের ভাষায় সলাত পাঠ করা উত্তম—আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসু লাল্লাহ, আস্ সলাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ ইত্যাদি।

(২) তাকবীরের সময় অবশ্যই বসিয়া থাকিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত 'হাইয়ালাস্ সলাহ' অথবা 'হাইয়ালাল ফালাহ' না বলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াইবেন না। দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ ও হাদীস বিরোধী কাজ। ইহা বর্তমানে সুন্নী, ওহাবীদের মধ্যে আলামত হইয়া গিয়াছে। সুন্নীগণ বসিয়া থাকেন এবং ওহাবীরা দাঁড়াইয়া থাকে।

(৩) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব ডান দিক অথবা বাম দিক ঘুরিয়া বসিবেন। ইহাই সঠিক—হাদীস সম্মত। কিন্তু ওহাবীরা কেবল ফজর ও আসরে ঘুরিয়া থাকে।

(৪) সমস্ত ওয়াক্তের আজান মুখে হউক অথবা মাইকে হউক, মসজিদের বাহিরে দিতে হইবে। এমনকি জুমার দিন খুতবার আজানও মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। ওহাবীরা সমস্ত আজান মসজিদের ভিতর দিয়া থাকে।

(৫) আজানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নাম শুনিলে দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবেন। ইহা মুস্তাহাব। হাদীস পাকে ইহার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। ইহার দুয়া—'আন্‌তা কুর্রাতু আঁয়নী ইয়া রাসু লাল্লাহ'। হাদীস সম্মত এই কাজটি ওহাবীরা বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

(৬) মসজিদে মসজিদে মীলাদ কিয়াম ব্যাপকভাবে চালু করিয়া দিন। বিশেষ করিয়া ফজর ও জুমার নামাজের পর চালু করিয়া দিন। ইনশা আল্লাহ্ ওহাবীদের থেকে আপনাদের মসজিদ পবিত্র হইয়া যাইবে।

(৭) দাফনের পর কবরের নিকট আজান দিন। ইহা মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের জগত বিখ্যাত কিতাব রদ্দুল মুহতাবের মধ্যে এই আজানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সুন্নী উলামায় কিরাম তাহাদের নিজ নিজ কিতাবে দাফনের পর আজানের বিবরণ দিয়াছেন। যথা বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত, নিজামে শরীয়ত, আনওয়ারে শরীয়ত, আনওয়ারুল হাদীস, জান্নাতী জেওর, নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী, মিরাতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি দাফনের পর আজান সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র রিসালা লিখিয়াছেন—'ইজানুল আজার ফি আজানিল কবর।' ওহাবী সম্প্রদায় দাফনের পর আজান দেওয়ার ঘোর বিরোধী।

মাওলানা এজহারুল হক হাবিবী
(রহমা তুল্লাহি আলাইহি)

আহ! বাংলার বিখ্যাত সুন্নী বক্তা হজরত মাওলানা এজহারুল হক, হাবিবী মেদিনীপুরী সাহেব আর পৃথিবীতে নাই। গত ৩০শে চৈত্র, ১৪০৯, ১৪ই এপ্রিল সোমবার - ২০০৩ ইন্তেকাল করিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার এক জালসায় মাওলানার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইয়াছি। তিনি আমার একান্ত বন্ধু ছিলেন। কমবেশি কুড়ি বৎসর থেকে তাঁহার সহিত আমার সুসম্পর্ক। তাঁহার সহিত বহু জালসা করিয়াছি। প্রতি বৎসর কম পক্ষে দুইবার ১৭ই ফাল্গুন ও ৫/৬ রজব কলিকাতার কানখুলির জালসায় সাক্ষাত হইত। সারা রাত্রি দুইজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলিত। তাঁহার কাছ থেকে বহু অজানা জিনিষ পাইয়াছি। তিনি দুইবার আমার দেশের বাড়ী ২৪ পরগণাতে গিয়াছিলেন। একবার আমার প্রয়োজনে ও একবার তাঁহার প্রয়োজনে। তাঁহার ব্যবহারের কথা কোন দিন ভুলিতে পারিব না। তিনি ছিলেন মুজাহিদে মিল্লাত হজরত হাবিবীর রহমান আলাইহির রহমার মুরীদ এবং মাসলাকে আলা হজরত কায়েম করাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা। তিনি অত্যন্ত নির্ভিকভাবে বক্তৃতা দিতেন। কাহার পরওয়া করিতেন না। একাই একশ ওহাবী আলেমের মুকাবিলায় বীরের মত দাঁড়াইয়া যাইতেন। তাঁহার নেতৃত্বে ওহাবীদের সহিত কয়েকটি মুনাজারাও হইয়াছে তিনি ছিলেন জেলা মেদিনীপুরের প্রথম সুন্নী বাংলা বক্তা। তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বৎসর দ্বীনের খিদমতে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রূহের মাগফিরাতের জন্য দুয়া ছাড়া আমরা আর কি করিতে পারি। সমস্ত সুন্নী ভাইদের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন যে, হজরত মাওলানার জন্য যেন ইসালে সওয়াব করিয়া দেন।

—সম্পাদক

আজই সংগ্রহ করুন

নিম্নের পুস্তকগুলি আপনার জন্য আজই সংগ্রহ করা জরুরি মনে করিতেছি।

১। 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'।
এই পুস্তকে পাইবেন তাবলিগী জামায়াত ও উলামায় দেওবন্দের উলঙ্গ চিত্র।
২। সলাতে মুস্তাফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা।
৩। সলাতে মুস্তাফা বা সহী নামাজ শিক্ষা।

বাজারে নামাজ শিক্ষার অভাব নেই। কিন্তু এই দুইটি নামাজ শিক্ষার নজীর নাই। হানাফী মাজহারে মসলা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মসলার সপক্ষে হাদীসও দেখানো হইয়াছে।

দক্ষিণবঙ্গের মানুষ পুস্তকগুলি পাইবেন—ইম্প্রিরিয়াল বুক হাউস, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

উত্তরবঙ্গের মানুষ পুস্তকগুলি পাইবেন—মুর্শিদাবাদ, মালদা ও বীরভূমের যে কোন সুন্নী লাইব্রেরীতে।

৭৮৬/৯২

পত্রিকা

সুন্নী কলম

তৃতীয় সংখ্যা - জানুয়ারী ২০০৪ মূল্য ১০টাকা

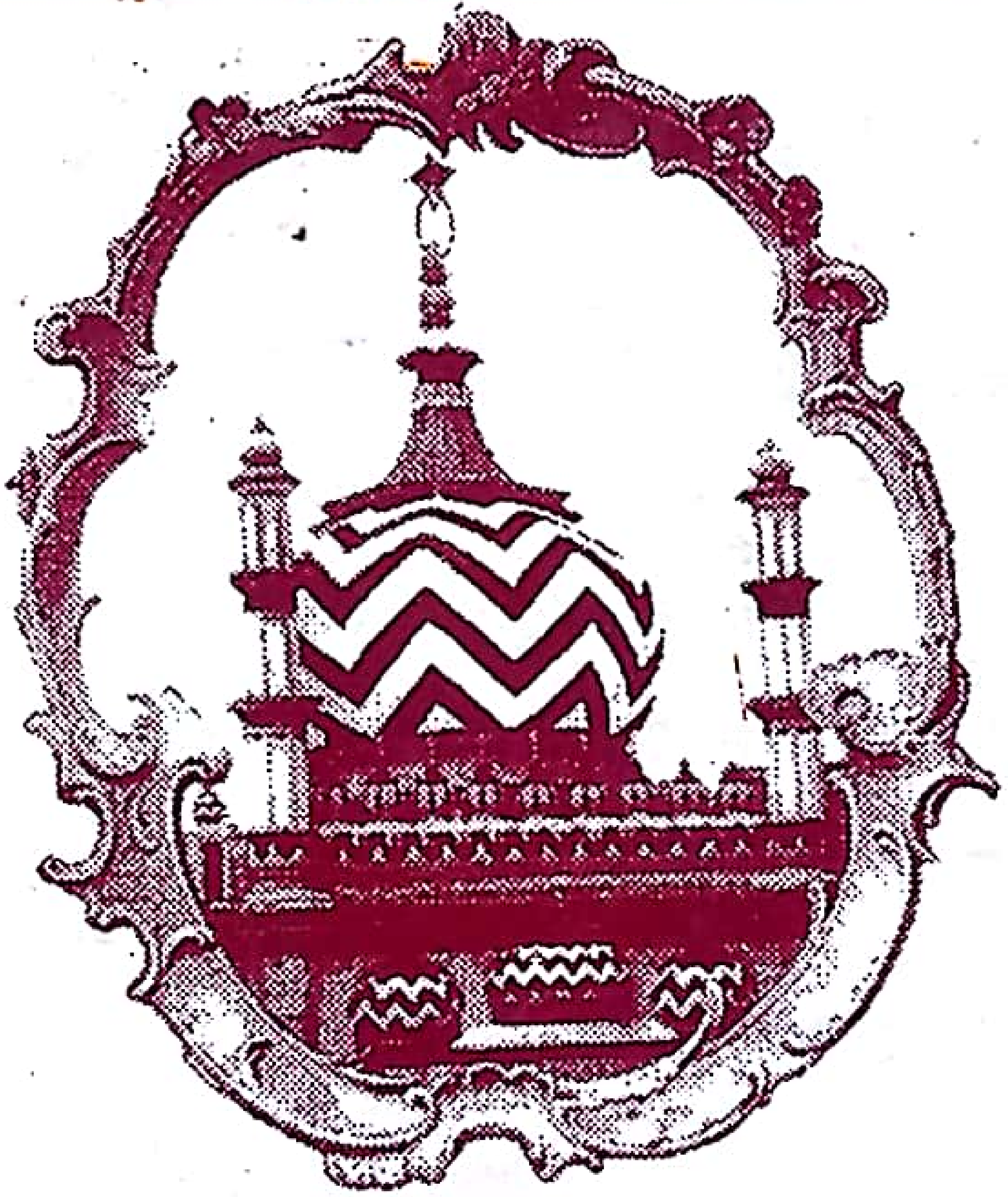

সম্পাদক -
মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
(০৩৪৮১) ২৩৬০১২

৭৮৬

৯২

পত্রিকা

সুন্নী কলম

তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী - ২০০৪

সম্পাদক - মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর - কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ

S.T.D. : 03481 * PHONE : 236012

জানুয়ারী - ২০০৪ সাল
পৌষ ১৪১০ সাল
জিলক্বাদ ১৪২৪ হিজরী

মুদ্রণ ঃ- কমলা প্রিন্টার্স
৫৬, সূর্য্য সেন স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

সুচীপত্র

	পৃষ্ঠা
(১) কুরয়ানের অনুবাদ ক্রয় করিবেন ?	৩ - ৫
(২) ফতওয়া বিভাগ	৬ - ৭
(৩) হিলাল কমিটি করুন	৮ - ১১
(৪) মাযারে ফুল ও চাদর	১১ - ১২
(৫) মুফতী শরীফুল হক আমজাদী	১২ - ১৩
(৬) সেই মহানায়ক কে ?	১৩ - ১৮
(৭) এক নজরে 'ইবনো তাইমিয়া'	১৮ - ২০
(৮) ধাপ্পা বাজীর ইতিহাস	২০ - ২২
(৯) 'নেদায়ে ইসলাম' এর অপারেশন	২২
(১০) ইসলামী এডুকেশান বাঁচান	২৩ - ২৪

তলোয়ারের নিচে দ্বীনের
দুশমনদের চিনে নিন

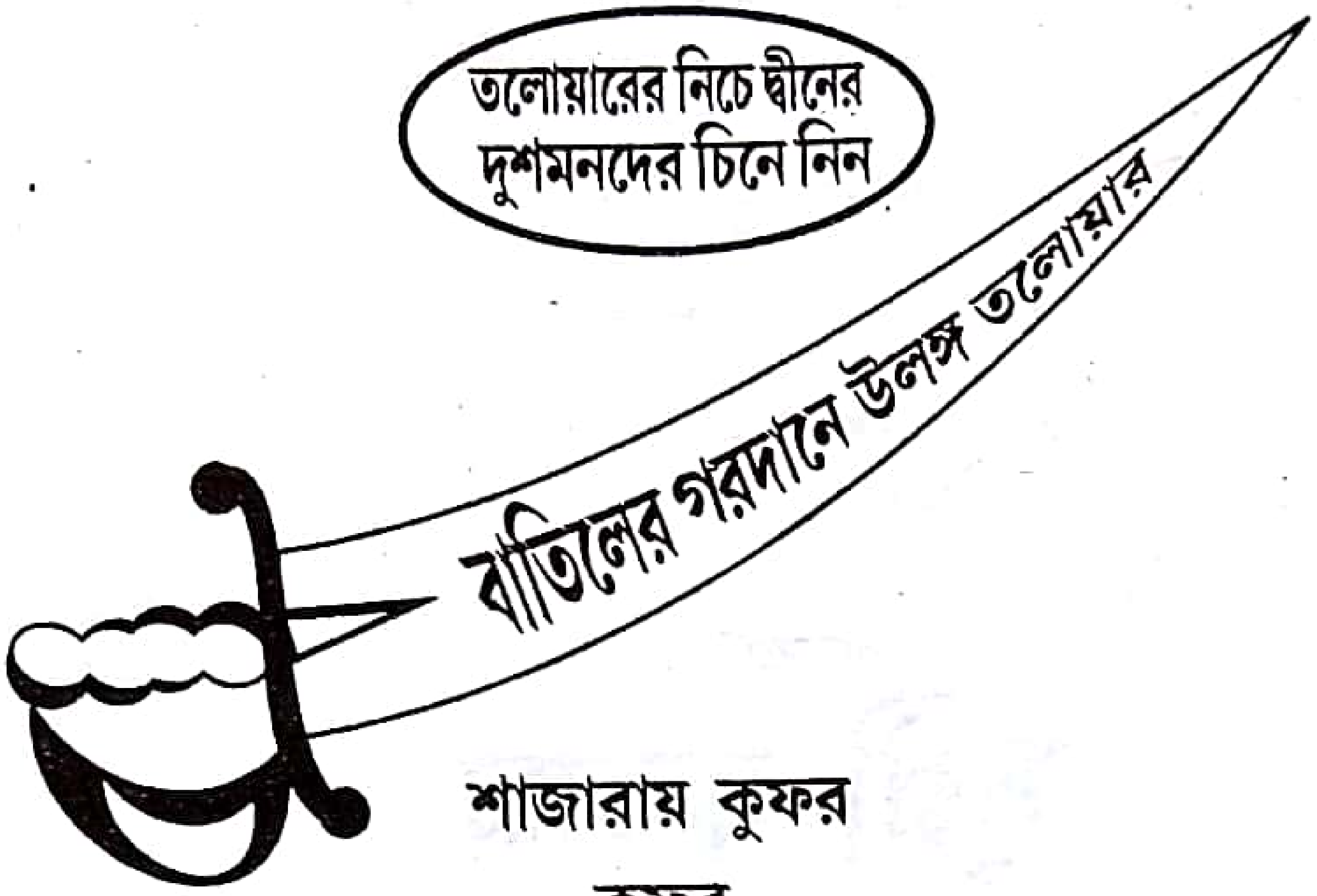

শাজারায় কুফর

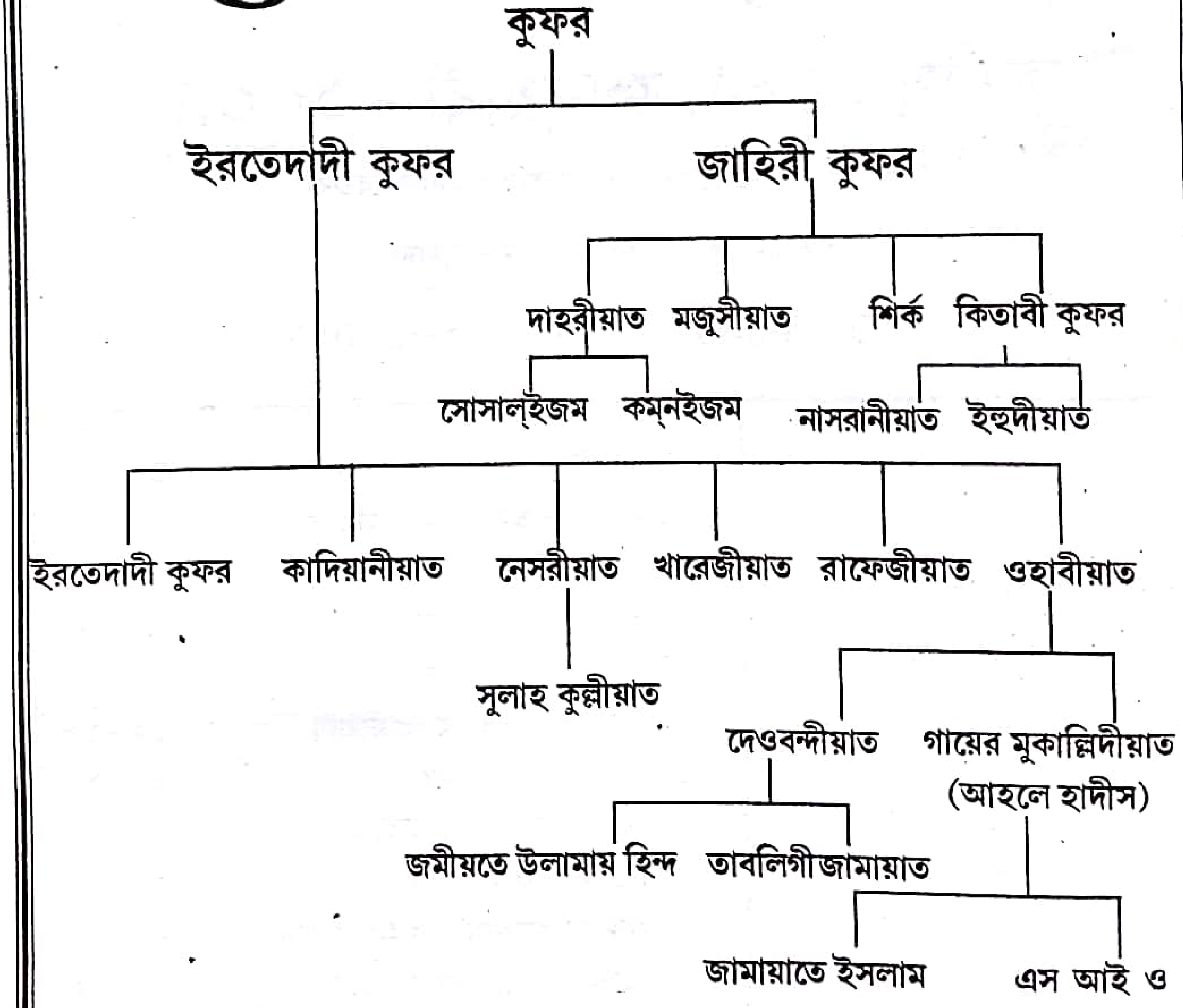

- কুফর
  - ইরতেদাদী কুফর
    - ইরতেদাদী কুফর
    - কাদিয়ানীয়াত
    - নেসরীয়াত
      - সুলাহ কুল্লীয়াত
    - খারেজীয়াত
    - রাফেজীয়াত
    - ওহাবীয়াত
      - দেওবন্দীয়াত
        - জমীয়তে উলামায় হিন্দ
        - তাবলিগীজামায়াত
      - গায়ের মুকাল্লিদীয়াত (আহলে হাদীস)
        - জামায়াতে ইসলাম
        - এস আই ও
  - জাহিরী কুফর
    - দাহরীয়াত
      - সোসাল্ইজম
      - কম্নইজম
    - মজুসীয়াত
    - শির্ক
    - কিতাবী কুফর
      - নাসরানীয়াত
      - ইহুদীয়াত

কুরয়ানের অনুবাদ ক্রয় করিবেন ?

বহু অনুবাদ বাজারে বাহির হইয়াছে। কোন্ অনুবাদটি ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? যেহেতু আপনি একজন সুন্নী মানুষ। মীলাদ, কিয়াম উরূস ও ফাতিহা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী। এই কারনে সঠিক অনুবাদের সন্ধান দেওয়াই দায়িত্ব মনে করিতেছি। আপনি সব সময়ে তলোয়ারের নিচে লক্ষ্য রাখিবেন। সেখানে সরাসরি যে সমস্ত জামায়াতের নাম আসিয়াছে অথবা যাহারা সেই জামায়াতগুলির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া থাকে তাহাদের অনুবাদ অনুবাদই নয়, বরং গোমরাহীর একটি মাধ্যম মাত্র।

আরবী ভাষায় পান্ডিত্য থাকিলেই যে পবিত্র কুরয়ানের অনুবাদ করিতে পারিবে এমন কথা নয়। মহান আল্লাহর মহাবানীর মর্মোদ্ধার করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহারা কেবল নিজেদের পান্ডিত্য ও প্রতিভাকে মূলধন করিয়া কুরয়ান শরীফের অনুবাদ করিতে কলম ধরিয়াছেন তাহারা কেবল নিজেরাই গোমরাহ হইয়া যান নাই, বরং বড় একটি জগৎকে গোমরাহীর গভীরে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

বক্তার বক্তব্যের সঠিক অর্থ সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব ; যে ব্যক্তি বক্তার ভাষায় পূর্ণ পান্ডিত্য রাখে এবং বক্তার খুবই নিকটস্থ ও মনের মানুষ হয়। বক্তার সহিত দুরাদুরির সম্পর্ক রাখিয়া, বক্তার ভাব ভংগীমা না বুঝিয়া বক্তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া নিছক বোকামী বই কিছুই নয়।

বিশ্ব প্রতিপালক - রব্বুল আলামীন আল্লাহ আরবী ভাষায় কালামুল্লাহ - কুরয়ান মাজীদকে রহমা তুল্লিল আলামীন - রসুলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ন করিয়াছেন। একমাত্র রসুলুল্লাহর পক্ষে সম্ভব এই মহাকৌশলী - আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর মহাবানীর মর্মোদ্ধার করা। কারন, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রিয় পয়গম্বরকে নিজের দরবারে যুগ যুগান্ত রাখিয়া কুরয়ান শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর ঘোষণা করিয়াছেন - ''আর্রাহমানু আল্লামাল কুরয়ান'' আল্লাহ্ই কুরয়ান শিক্ষা দিয়াছেন । স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - ''আদ্দাবানী রব্বী'' আমার প্রতিপালক আমাকে সাহিত্যিক করিয়াছেন । (খাসায়েসে কোবরা) তিনি আরো বলিয়াছেন - ''বুইস্তু মুয়াল্লিমান'' আমি শিক্ষক হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। (মিশকাত)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবাদিগের নিকট পবিত্র কুরায়ানের তরজমা ও তফসীর - অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তীগন সাহাবায় কিরামগনের নিকট থেকে কুরয়ানের তরজমা ও তফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারে ক্রমাগত চলিয়া অসিতেছে পবিত্র কালামুল্লাহর তরজমা ও তফসীরের ধারা। যাহারা এই ধারার ধার ধারেন নাই - পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরন করেন নাই; কেবল যৎ সামান্য পূঁজি ও প্রতিভা নিয়া পবিত্র কুরয়ানের অনুবাদ করিতে কলম ধরিয়াছেন; তাহাদের কলমে না পবিত্র কুরায়ানের পবিত্রতা রক্ষা হইয়াছে, না আল্লাহ ও তাহার প্রিয় পয়গম্বরের পবিত্র সত্ত্বার সম্মান যথাস্থানে বজায় থাকিয়াছে। বর্তমান বাজারে এই ধরনের অনুবাদের অভাব নাই।

অখন্ড ভারতে বিভিন্ন ভাষায় বহু অনুবাদ বাহির হইয়াছে। উলামায়ে আহলে সুন্নাত গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখয়াছেন যে, একমাত্র ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমার 'কান্যুল ঈমান' ছাড়া কোন অনুবাদই না নিখুঁত. না পুরাপুরি নির্ভর যোগ্য। উলামায় কিরাম সাধারন মানুষকে সাবধান করিবার জন্য ডজনাধিক কিতাব লিখিয়া 'কানফুল ঈমান' এর সহিত অন্য অনুবাদগুলির পার্থক্য দেখাইয়া দিয়া নিজেদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। অবশ্য এই কিতাবগুলি সবই উর্দু ভাষায় লিখিত। এই ধরনের কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় না থাকিবার কারনে সাধারণ বাংগালী মুসলমানেরা যাঁচাই করিবার সুযোগ না পাইয়া অনুবাদ না অনুবাদ যে যাহা পাইতেছেন সে তাহাই খরীদ করিতেছেন। আল্ হামদু লিল্লাহ, আমি 'কানফুল ঈমান-ই নির্ভরযোগ্য অনুবাদ' নামে একখানি পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছি। যাহাতে দশটি আয়াতের উপর বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদ দেখানো হইয়াছে। এখানে নমুনা স্বরূপ দুই একটি আয়াতের অনুবাদগুলি দেখানো হইতেছে।

(ক) পারাহ পাঁচ, সুরাহ নিসা - ১৪২ আয়াতের অনুবাদের লিখিয়াছেন-

(১) নিশ্চয় মুনাফিক দাগাবাজি (প্রতারনা) করিতেছে আল্লাহ্র সাথে এবং তিনি তাহাদের দাগা (ধোকা) দিবেন।

(মাহমুদুল হাসান - দেওবন্দী)

(২) মুনাফিকরা আল্লাহর সংগে দাগা বাজী করে এবং তিনিও তাহাদের দাগা দিবেন সন্দেহ নাই। (মোহাম্মাদ তাহের - দেওবন্দী)

(৩) তিনি তাহাদিগকে ধোকা দিচ্ছেন। (সাইয়েদ ফরমান আলী - শীয়া)

(৪) মুনাফিকগন আল্লাহ কে প্রতারিত করিতে চাহে; তিনিই তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকেন । (ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ)

(৫) এই মুনাফিকগন খোদার সহিত ধোকাবাজী করিতেছে,অথচ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাদিগকে ধোকায় ফেলিয়াছেন। (মওদূদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৬) মনাফেকগন (কপটগন) আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায় বস্তুত তিনিই তাদের প্রতারিত করে থাকেন। (মোবারক করীম জওহর - বাউল)

(৭) নিশ্চয় কপট বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র সহিত প্রতারনা করে এবং তিনিও তাহাদিগকে ঐ প্রতারনা প্রত্যর্পন করিতেছেন। (আলীহাসান)

(৮) নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে এবং ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। (গিরিশ চন্দ্র সেন)

প্রিয় পাঠক ! ঈমান শর্তে বলুন - অনুবাদকগনের অনুবাদে ঈমানের রওশ্নী বাড়িবে, না কমিবে? ধোকা, দাগা, বঞ্চনা ও প্রতারনা ইত্যাদি শব্দগুলি নিশ্চয় আল্লাহর শানে শোভা পায় না। যে ধোকা দিয়া থাকে তাহাকে ধোকাবাজ বলা হয়। অনুরূপ যে প্রতারনা করিয়া থাকে তাহাকে বলা হয় প্রতারক। অনুবাদকগন যদি, ঈমানের আলোকে অনুবাদ করিতে কলম ধরিতেন, তাহা হইলে এই ধরনের জঘন্য শব্দগুলি আল্লাহর পবিত্র সত্তার শানে লিখিতে সাহসী হইতেনা না। এইবার লক্ষ্য করুন! মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর কলম অনুবাদের ময়দানে কত সাবধান।

"নিশ্চয় মুনাফিক মানুষেরা নিজেদের ধারনায় আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় এবং তিনিও তাহাদের বে-পরওয়া করিয়া মারিবেন;"। (কানযুল ঈমান)

(খ) পারাহ দশ, সুরাহ তওবা - ৬৭ আয়াতের অনুবাদে লিখিয়াছেন-

(১) ভুলিয়া গিয়াছে আল্লাহ্কে , এই জন্য তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন তাহাদের । (মাহমুদুল হাসান- দেওবন্দী)

(২) তাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে আল্লাহ্ও ওদের ভুলিয়া গিয়াছেন। (মোহাম্মদ তাহের - দেওবন্দী)

(৩) আল্লাহ্কে ভুলে গেছে তারা; কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। (মুফতী মোহাম্মদ শফী - দেওবন্দী)

(৪) তাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়াছে, তাই আল্লাহ্ও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন; (মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমাদ)

(৫) ইহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে আল্লাহ্ও তাহাদের ভুলিয়া গিয়াছেন । (মওদুদী-জামায়াতে ইসলামী)

(৬) উহারা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হয়েছেন, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৭) ওরা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হয়েছে ফলে তিনিও বিস্মৃত হয়েছেন, (মোবারক করীম জওহর-বাউল)

(৮) আল্লাহ্কে ভুলিয়াছে, তাই আল্লাহ্ও ওদের ভুলিয়াছেন। (ফজলুর রহমান মুন্সি);

(৯) তাহারা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছে, (আলী হাসান)

(১০) তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন, (গিরিশ চন্দ্র সেন)

আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র সত্ত্বা যেমন নিদ্রা ও তন্দ্রা থেকে পবিত্র, তেমনই ভুল থেকেও পবিত্র। কারন, 'ভুল' এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট নয় যাহা আল্লাহ্র দিকে সম্মোধন করা যায় বরং উহা একটি আয়েব। 'ভুল করা' ও 'ভুলিয়া যাওয়া' বান্দার কাজ। অনুবাদকগন শাব্দিক অর্থের পিছনে পড়িয়া আল্লাহ্ তায়ালা ও বান্দার শানের মধ্যে পার্থক্যবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। একই শব্দ খালেক ও মাখলুকের জন্য ব্যবহার হইলেই যে উভয়ের ক্ষেত্রে একই অর্থ হইবে এমন কথা নয়। শান অনুযায়ী শব্দের অর্থ হইবে। ঈমানদার বান্দাকে 'মুমিন' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরয়ান মাজীদে নিজেকে মুমিন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাই বলিয়া কি বান্দাকে যে অর্থে মুমিন বলা হয়, সেই অর্থে আল্লাহকে মুমিন বলা হইবে? কখনই না। যে অর্থে বান্দাকে মুমিন বলা হয়, সেই অর্থে আল্লাহকে

মুমিন বলা চরম বে আদবী। এই দিকে অনুবাদকগন আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নাই বলিয়া এই ধরনের মারাত্বক বিভ্রান্তিকর অনুবাদ করিয়াছেন। এ কথা সবার স্মরন রাখা উচিত যে, কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে যদি মানির মর্য্যাদাহানী হয়, তবে সে ক্ষেত্রে রূপক অর্থ গ্রহন করিতে হইবে। এই সাধারণ নিয়মটি সামনে রাখিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাই 'নাসিয়া' শব্দের রূপক অর্থ গ্রহন করিয়া বর্তমান আয়তের অনুবাদ করিয়াছেন - "তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া বসিয়াছে, তাই আল্লাহ তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন ;

(গ) পারাহ ষোল, সুরাহ - ত্বহা - ১২১ আয়াতের অনুবাদে লিখিয়াছেন-

(১) এবং আদম নাফরমানী করিয়াছে নিজ প্রতিপালকের সুতরাং গোমরাহ হইয়া গিয়াছেন; (আশেক ইলাহী মিরাঠী - দেওবন্দী)

(২) এবং হুকুম অমান্য করিয়াছেন আদম প্রতিপালকের; অতপর গোমরাহ হইয়াছেন (মাহমুদুল হাসান - দেওবন্দী)

(৩) এমন ভাবেই আদম তাহার প্রভুর হুকুম পিছনে ফেলেন এবং পথ হারাইয়া বসেন। (মহম্মদ তাহের - দেওবন্দী)

(৪) আদম তাহার খোদার নাফরমানী করিল এবং সত্য সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হইয়া গেল। (মওদুদী -জামায়াতে ইসলামী)

(৫) আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, ফলে সে পথ ভ্রষ্ট হল। (মোবারক করীম জওহর - বাউল)

(৬) আদম তাহার প্রতিপালকের অবাধ্য হইল, ফলে সে পথ ভ্রষ্ট হইল । (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৭) আদম তার রব্বের হইল অবাধ্য হইল বিচ্যুত। (ফজলুর রহমান মুন্সি)

(৮) এবং আদম স্বীয় প্রতি পালকের অবাধ্যচারন করিয়াছেন তজ্জন্য সে বিভ্রান্ত হইয়া ছিল। (মোহাম্মদ আলী হাসান)

(৯) বস্তুত আদম তাহার প্রভুর না-ফরমানী করিয়া বিভ্রান্ত হইল। (মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমাদ)

অনুবাদকগনের সাহস বলিহারী। একজন মা'সুম - বেগোনাহ পয়গম্বর হজরত আদম আলাইহিস সালামকে নাফরমান, গোমরাহ, পথ ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ইত্যাদি বলিতে অনুবাদকগনের অন্তরে কম্পন আসে নাই। সমস্ত আম্বিয়ায় কিরাম মাসুম - বেগোনাহ। কোন নবী এক মুহুর্তের জন্য না নাফরমান ও গোমরাহ, না পথ ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ছিলেন। নবীদের শানে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে বে আদবী ও গোমরাহী। ইমাম আহমাদ রেজা বেরলবী হজরত আদম আলাইহিস সালামের পবিত্র বারগাহের আদব রক্ষা করতঃ বর্তমান আয়াতের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া একজন সাচ্চা মুমিন মুত্তাকী মুসলমান মারহাবা না বলিয়া থাকিতে পারেন না "এবং আদম এর থেকে নিজ প্রতিপালকের হুকুমের ক্ষেত্রে লাগজিশ ঘটিয়া গেল তখন যে উদ্দেশ্য চাহিয়াছিল তাহার রাস্তা পায় নাই"।

'লাগ্‌জিশ' শব্দের অর্থ পদস্খলন, ভুল, চুক গোমরাহী ও অস্থায়ী ইত্যাদি। উর্দুভাষায় গোমরাহ ও গোমরাহী, নাফরমান ও নাফরমানী শব্দগুলি সম্মানী ব্যাক্তির শানে শোভা পায়না। অনুরূপ বাংলা ভাষায় সম্মানী ব্যক্তিকে পথ ভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত ও অবাধ্য বলা শোভা পায়না। এইজন্য ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী সমস্ত প্রকার শালীনতা বজায় রাখিয়া এমন একটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা ভাষাভাষীর নিকটে আদৌ শ্রুতিকটু নয়। মোট কথা, অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে 'লাগজিশ' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

আমি আপনাকে কেবল ইমাম আহমাদ রেজা বেরলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহির অনুবাদ 'কানযুল ঈমান' ক্রয় করিবার পরামর্শ দিলাম না, বরং পরাপর তিনটি আয়াতের উপর বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদ দেখাইয়া দিলাম। এখন কাহার অনুবাদ নিবেন তাহা আপনার বিবেচনাধীন। 'কানযুল ঈমান' কলিকাতা, মেচুয়া বাজার উসমানিয়া লাইব্রেরীতে পাইবেন। উত্তরবঙ্গে যে কোন সুন্নী কুতুব খানাতে পাইবেন।

-ঃ জবাব দিয়া পুরস্কার নিন ঃ-

দেওবন্দীদের কোন্ কিতাবের কত পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে যে, 'বেহেশ্তী জেওর' এর লেখক আশারাফ আলী থানুবী বলিয়াছেন - ''আমি ফিরয়াউন ও হামানের থেকেও নিকৃষ্ট''। সঠিক জবাব প্রদান করিতে পারিলে একখানা 'জান্নাতী জেওর' দেওয়া হইবে এবং তাহার পূর্ণ ঠিকানাসহ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সময় দেওয়া হইল।

-ঃ জবাব ঃ-

থানুবী সাহেব নিজের জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি আত্মহত্যা করিবার খেয়াল আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি নিজেই বলিতেন- একবার এক ব্যক্তি সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিল, সেই সময় তাহার নিকট বুলেট ভরা বন্দুক ছিল। বার বার আমার মনে হইতে ছিল যে, তাহাকে বলিয়া দিব - আল্লাহর জন্য ফায়ার করিয়া আমার অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া দাও। কারন, আমি ফিরয়াউন ও হামানের থেকেও নিকৃষ্ট। (তালখীস আশরাফুস সাওয়ানেহ, পৃষ্ঠা ৪৩, লাইন ৪/৫) - সম্পাদক

-ঃ ফতওয়া বিভাগ ঃ-

(১) 'পালস্ পোলিও' খাওয়ানো কি জরূরী? মসজীদে জুমার নামাজের আগে অথবা পরে উহার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া কি জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- না, জরূরী নয়। খাওয়ালেই পোলিও রোগ হইবে না এবং না খাওয়ালেই হইবে এমন কথা নয়। অবশ্য সাবধানতাহেতু খাওয়ানোর উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। মসজিদ কোন প্রচার কেন্দ্র নয় বরং মুসলমানদের উপাসনালয়। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ছাড়া সেখানে দুনিয়ার কোন কথা বলা জায়েজ নয়। হুজুর সালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - মসজিদে দুনিয়ার কথা বলিলে চল্লিশ বৎসরের ইবাদত নষ্ট হইয়া যাইবে। (তাফসীরে আহমাদী) যেহেতু পালস্ পোলিও শরীয়তের কোন জরূরী বিষয় নয়, সেহেতু উহা সম্পর্কে মসজিদে বক্তৃতা দেওয়া জায়েজ হইবে না

(২) পীরের ছবি রাখা কি জায়েজ? কিছু কিছু পীর স্বেচ্ছায় মুরীদ মহলে ছবি প্রদান করিতেছে। মুরীদগন সেই ছবি সযত্নে রাখিতেছে। অনেকে যথা নিয়মে ধূপ ধূনা পর্যন্ত দিয়া থাকে। এই প্রকার পীরের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছবি তোলা হারাম। হাদীস পাকে ছবি উঠানোর ব্যাপারে চরমভাবে নিন্দা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব হইবে। পীরের ছবিতে ধূপ ধূনা দেওয়া প্রতিমা পুজার নামান্তর। কোন মুরীদের জন্য পীরের ছবি রাখা হালাল হইবে না। যে সমস্ত পীর স্বেচ্ছায় ছবি দিয়া থাকে তাহারা অবশ্যই পীর নয়। এই প্রকার ভন্ড পীরদের হাতে মুরীদ হওয়া হারাম। যাহারা মুরীদ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের জন্য বায়েত বাতিল করিয়া কোন খাঁটি সুন্নী পীরের কাছে মুরীদ হইয়া ঈমান বাঁচানো জরূরী।

(৩) বর্তমানে দেখা যাইতেছে, অনেকেই পিতা মাতা বা বিশেষ আত্মীয় স্বজনের ইন্তেকালের পর মুর্দার ছবি লইতেছে। কখন গোসল দেওয়ার সময়, কখন জানাজার সময় বা কবরে নামাইবার সময় সমস্ত মানুষের ছবি তোলা হইতেছে। ইহা কি জায়েজ হইবে? যদি জানা যায় যে, ছবি তোলা হইবে, তাহা হইলে সেই জানাজায় অংশ গ্রহন করা কি জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ইহা যে একটি শয়তানী কাজ সন্দেহ নাই। এই প্রকার শয়তানী কাজে কঠিন ভাবে বাধা দেওয়া জরূরী। প্রতিবেশীর জানাজায় অংশ গ্রহন করা প্রতিবেশীর হক। কিন্তু যদি একান্তভাবে ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকে, তাহাহইলে সেই জানাজায় অংশগ্রহন করা জায়েজ হইবে না।

(৪) আজকাল দেখা যাইতেছে, পুরুষ মানুষেরা গলায় সোনা, চাঁদির চেন পরিধান করিতেছে। আরো দেখা যাইতেছে যে, কান ছিদ্র করিয়া সোনা চাঁদির অলংকার পরিতেছে। এইগুলি কি জায়েজ?

উত্তর ঃ- পুরুষের জন্য সোনা, চাঁদির অলংকার ব্যবহার করা হারাম। অনুরূপ নারীদের ন্যায় কান ছিদ্র করিয়া অলংকার দেওয়া হারাম। এই জিনিষগুলি কিয়ামতের আলামত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - কিয়ামতের প্রাক্কালে পুরুষেরা নারীদের অনুকরণ করিবে এবং নারীরা পুরুষের অনুকরন করিবে।

(৫) আজকাল ব্যাপক ভাবে কালো খেজাব করিতে দেখা যাইতেছে। ইহা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ- কালো খেজাব ব্যবহার করা হারাম। হাদীস পাকে বলা হইয়াছে, শেষ যুগে কিছু মানুষ কালো খেজাব করিবে, তাহারা জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত পাইবে না। (আবু দাউদ, নাসায়ী) অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে, যে ব্যাক্তি কালো খেজাব করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না। (ইবনো সায়াদ) একমাত্র গাজী বা যোদ্ধার জন্য কালো খেজাব জায়েজ।

(৬) অমুসলিমদের কাটা ছাগলের মাংস মুসলমানদের জন্য খাওয়া হালাল হইবে?

উত্তর ঃ- হারাম হইবে। কেবল অমুসলিম নয় বরং যদি কোন মুসলমান বিসমিল্লাহ না বলিয়া জবাহ করে, তাহাও খাওয়া হারাম হইবে। জবাহ হালাল হইবার জন্য প্রথম শর্ত হইল মুসলমান হওয়া এবং দ্বিতীয় শর্ত 'বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করা। কেবল মুসলমান যদি ভুলিয়া 'বিসমিল্লাহ' ত্যাগ করে, তাহা হইলে খাওয়া হালাল হইবে।

(৭) আজকাল গরু, ছাগল ইত্যাদি জবাই করিবার পূর্বে চামড়া বিক্রয় করা হইতেছে। এই প্রকার গরু ছাগলের মাংস খাওয়া হালাল হইবে?

উত্তর ঃ- যদি কোন মুসলমান 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া জবাহ করে, তাহা হইলে খাওয়া জায়েজ হইবে। কিন্তু জবাহ করিবার পূর্বে চামড়া বিক্রয় করত; টাকা পয়সা লেন-দেন করা জায়েজ হইবে না।

(৮) যদি কোন ইমাম খুব চাপের মুখে অনিচ্ছায় ওহাবী - লা মাযহাবীর বিবাহ পড়াইয়া দেন, তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- সত্যিকারে যদি ইমাম সাহেব অনিচ্ছায় একবারে নিরুপায় হইয়া বিবাহ পড়াইয়া দেন এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হইয়া যান, তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে অবশ্যই নামাজ হইবে। কিন্তু মহল্লার সমস্ত মানুষ কম বেশী গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। এই ধরণের বিবাহ যাহারা আনিবে তাহাদের বয়কট করা জরুরী। কিন্তু বয়কট না করিবার কারনে সবাই গোনাহ্গার হইবে। ইমাম সাহেব বেচারা কি করিবেন! ইমাম সাহেবকে পবিত্র রাখিবার দায়িত্ব মহল্লার মানুষের। মহল্লার সমস্ত মানুষের এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে কেহ অবৈধ বিবাহ পড়াইবার জন্য ইমাম সাহেবকে ডাকিতে পারিবে না।

(৯) একজন মহিলা অমুসলিমের সহিত বিবাহ করত; শাখাঁ, সিদুর পরিধান করিতেছে এবং পিতা মাতার বাড়ীতে আসা যাওয়া করিতেছে। এই অবস্থায় গ্রাম বাসীরা কি করিবে?

উত্তর ঃ- ঐ মহিলার সহিত পিতা মাতার কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা হারাম। যদি সম্পর্ক রাখিয়া চলে, তাহা হইলে তাহাদের বয়কট করা গ্রামবাসীর জন্য জরূরী। যাহারা তাহাদের সহিত চলা-ফেরা করিবে তাহারা প্রত্যেকেই গোনাহ্গার হইয়া যাইবে।

(১০) নবী দিবসে লাইটিং করা জায়েজ ? অনেকে বলিয়া থাকে - ইহা ফজুল খরচ।

উত্তর ঃ- নবী দিবস মুসলমানদের কাছে মহা আনন্দের দিন। এই দিনটি খুব ধুম-ধামের সহিত পালন করা ইসলামের একটি নির্দশন। লাইটিং করা ফজুল খরচে গন্য নয়। তাফসীরে রূহুল বা ইয়ানে বর্ণিত হইয়াছে - হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসে সতের শত সোনার ঝাড় বাতির ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। যাহার আলো বার মাইল দূর পর্যন্ত পৌছাইতো এবং মানুষ সেই আলোতে চরকায় সুতা কাটিত।

-ঃ আমার খাস দুয়া ঃ-

আলহামদু লিল্লাহ! শত কাজের ভিতর থেকে নিছক আল্লাহর জন্য সামান্য সময় বাহির করিতে পারিয়াছি। দু হাজার সাল থেকে শুরু করিয়াছি আমার

মুর্শিদাবাদ - ইসলাম পুরের বাড়ীতে কিতাবী তালীমের

ব্যবস্থা ও জিকিরের মজলিস। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর কিতাবী তালীম দেওয়া হইয়া থাকে। উপস্থিত থাকেন এলাকার মাষ্টার, ডাক্তার তথা সর্ব শ্রেণীর বহু মানুষ। বিশেষ করিয়া উপস্থিত থাকেন এলাকার অনেক আলেম। ইহারা আমার অন্ উপস্থিতিতে মজলিস পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। বিশেষ ভাবে পড়িয়া শোনানো হয় 'ফায়যানে সুন্নাত' নামক কিতাবটি। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে হাদীস ও ফিকহের কিতাব থেকে উত্তর দেওয়া হয়। মাসে একদিন জিকিরের মজলিস করা হয়। নিম্নের আলেমগন মজলিসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পর্ক রাখিয়া চলেন -

(১) মোহাম্মাদ নুরুজ্জামান (২) শামসুল হুদা (৩) আজীজুল ইসলাম (৪) শরীফুল হক (৫) সাজ্জাদ হুসাইন (৬) আব্দুল মান্নান (৭) আসীরুদ্দীন

আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র মাজলিস ও মেহনতকে কবুল করিয়া নেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন। আমাদের এই মজলিসের অন্যতম খাদেম মাওলানা আবুল হাসান সাহেব গত কয়েক মাস পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে খাস রহমতে স্থান দেন - আমীন।

-ঃ হিলাল কমিটি করুন ঃ-

এই আধুনিক যুগে যান্ত্রিক জিনিষ ব্যাপক হইয়া যাইবার কারনে ঈদ ও চাঁদের মসলাটি অত্যন্ত জটিল হইয়া যাইতেছে। মুসলিম সমাজের সাধারন মানুষ থেকে আরম্ভ করিয়া ডাক্তার, মাষ্টার শিক্ষিত সমাজের সবাই বলিতেছেন - রেডিওর সংবাদে ঈদ হইবে না কেন? প্রায় প্রতি বৎসর ঈদকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিমদের,মধ্যে মতভেদ হইয়া যায়। ফলে ঈদের নামাজ দুই দিন হইয়া যায়।

যেহেতু ঈদ হইল ইসলামী কায়দায় ইবাদতের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা। এই জন্য ইসলাম ঈদ পালন করিবার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম বলিয়া দিয়াছে। সেই নিয়ম সামনে রাখিয়া চলিলে সমস্ত প্রকার বিভ্রান্তির অবসান ঘটিবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন - চাঁদ না দেখিয়া রোজা ও ইফতার - ঈদ করিবে না। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে (৩০) তিরিশ দিন পুর্ণ করিয়া লইবে। (বোখারী প্রথম খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায় ইমাম মালিক ৯২ পৃষ্ঠা, মোয়াত্তায় ইমাম মোহাম্মাদ ১৮০ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীস হইতে প্রমান হইল যে, ইসলাম রোজা ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী করিয়া দিয়াছে। ইহার ব্যাতিক্রম হইলে কোন মতে ঈদ করা জায়েজ হইবে না। যদি আকাশ পরিস্কার থাকে, তাহাহইলে এত সংখ্যক মানুষের চাঁদ দেখার প্রয়োজন, যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে ঈদের চাঁদ প্রমান হইবার জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান করা জরুরী। অবশ্য যাহারা সাক্ষ্য দিবেন তাহাদের প্রত্যেকের মুসলমান মুত্তাকী হইতে হইবে এবং 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি' বলিয়া বর্ননা আরম্ভ করিতে হইবে। কেবল তাই নয়, হাকীম অথবা কাজী কিংবা মুফতীর সামনে সরাসরি উপস্থিত হইতে হইবে। (কানজুদ্ দাকায়েক ২৮৮ পৃষ্ঠা, হিদাইয়া তৃতীয় খন্ড ১৩৮/৪০/৪২ পৃষ্ঠা) এই প্রকার সাক্ষ্যকে শরীয়তে 'শাহাদাত' বলা হয়। মোট কথা, সংবাদ ও শাহাদাত এক জিনিষ নয়। অতএব ঈদ সংবাদের ভিত্তিতে হইবে না, বরং শাহাদাতের ভিত্তিতে হইবে। কারন, সংবাদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার অবকাশ থাকে।

এখন প্রশ্নোত্তরে কিছু আলোচনা করিতেছি, যাহাতে সবাই সহজে শরীয়তের এই গুরুত্বপুর্ণ মস্‌লাটি বুঝিতে পারেন।

(১) ফোন, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি যান্ত্রিক জিনিষগুলির মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ গ্রহন করা হইতেছে। কেবল ঈদের ব্যাপারে এইগুলির সংবাদ অগ্রাহ্য করা হইতেছে কেন?

উত্তর ঃ- ইতিপূর্বে উদ্ধৃতির আলোকে প্রমান করা হইয়াছে যে, সংবাদ ও শাহাদাত এক জিনিষ নয় এবং ঈদ কেবল শাহাদাতের ভিত্তিতে করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, শাহাদাতের বর্নিত শর্তগুলি যান্ত্রিক জিনিষগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না । এই কারনে গ্রহন যোগ্য নয় । যথা - মুসলিম হওয়া, মত্তাকী হওয়া, কমপক্ষে দুইজন হওয়া

'আমি শাহাদাত দিচ্ছি' বলিয়া বর্ননা আরম্ভ করা ইত্যাদি।

(২) যদি দুইজন মুত্তাকী মুসলমান রেডিও সেন্টার থেকে অথবা টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদ দেখিবার শাহাদাত প্রদান করে, তাহা হইলে কি গ্রহন যোগ্য হবে?

উত্তরঃ- না, গ্রহনযোগ্য হইবে না। কারন, পরদার আড়াল থেকে শাহাদাত প্রদান করিলে, তাহা গ্রহন যোগ্য হইবে না। (ফাতাওয়ায় আলামগিরী তৃতীয় খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা) রেডিও সেন্টার ও টেলিভিশনের পরদাতো কোন মুফতী বা কাজীর এজলাস নয়। আবার হইতে পারে যে, রেডিওতে পুরাতন সংবাদ প্রচার করা হইতেছে অথবা টেলিভিশনে পুরাতন ছবি দেখানো হইতেছে। যখন রেডিও অথবা টেলিভিশনে সংবাদ শোনা যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু প্রশ্ন করিয়া জানিবার প্রয়োজন হইলে কোন রকম সুযোগ পাওয়া যায় না। গ্রহন যোগ্য না হইবার ইহাও একটি বিশেষ কারন।

(৩) ফোন অগ্রাহ্য হইবার কারন কী? এখানে তো সরাসরি প্রশ্নোওর সম্ভব কেবল তাই নয়, বক্তার কণ্ঠস্বরও বোঝা যায়।

উত্তর ঃ- ফোন গ্রহন যোগ্য না হইবার কারন হইল যে, বক্তা ও শ্রোতা একে অন্যের অন্তরালে থাকে। বক্তার কণ্ঠস্বর যদিও বুঝিতে পারা যায় এবং প্রশ্নোওর করাও সম্ভব হয়, কিন্তু কণ্ঠস্বরের নকল হইতে পারে। যেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকে সেখান থেকে ইসলাম দূরে থাকো

(৪) একজন মুত্তাকী মুসলমান কি মিথ্যা বলিতে পারে না? এখানে তো সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

উত্তর ঃ- একজন মুত্তাকী মুসলমানের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। শরীয়তের সংবিধান অনুযায়ী যাহাকে মুত্তাকী বলিয়া মানিয়া নেওয়া হইবে তাহার প্রতি সন্দেহ করা গোনাহের কাজ। মুত্তাকী মানুষ মিথ্যা বলিলে বিচার আল্লাহর নিকটে হইবে।

(৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এই যান্ত্রিক জিনিষগুলি আবিস্কার হইয়া ছিল না। এই কারনে তিনি সেই যুগের জন্য এই সমস্ত নিয়ম কানুন করিয়া ছিলেন। যদি তিনি এই যুগের মানুষ হইতেন অথবা তাহার যুগে রেডিও, টেলিভিশন ও টেলিফোন ইত্যাদি আবিস্কার হইত, তাহাহইলে তিনি এই জিনিষগুলি মানিয়া লইতেন।

উত্তর ঃ- সন্দেহের উপর কথা বলা পাপের কাজ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই জিনিষ গুলি মানিয়া নিতেন কি নিতেন না, তাহা কাহারও বলিবার অধিকার নাই। তবে এ কথা বলিবার অধিকার রহিয়াছে যে, এই জিনিষগুলি আবিস্কার হইবে তাহা তাঁহার জানাছিল। কারন, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে তাহা তিনি নবুওয়াতের নজরে দেখিয়া ছিলেন। তিনি শত শত ভবিষ্যতবানী করিয়াছেন যেগুলি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন - অধিক পরিমানে বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাইবে। ইহার বাস্তবতা আজ প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিতেছেন।

(৬) বহু ক্ষেত্রে যান্ত্রিক জিনিষগুলি ব্যবহার হইতেছে কেন? মসজিদে ঘড়ি রাখা হয়, মাইকে আজান দেওয়া হয়, ওয়াজ নসীহতে মাইক ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি।

উত্তর ঃ- এ কথা সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, ইসলাম কোন জিনিসের মুখাপেক্ষি নয়। বরং সমস্ত জিনিষ ইসলামের মুখাপেক্ষি। নতুন জিনিষ আবিস্কার করা ইসলামে অবৈধ নয়। কিন্তু নব আবিষ্কৃত জিনিষগুলি ইসলামী ইবাদত উপাসনাতে ব্যবহার করা যাইবে কিনা তাহা ইসলামই বিবেচনা করিবে। এ পর্যন্ত যে সমস্ত জিনিষ আবিস্কার হইয়াছে সেগুলি ইসলামের দরবারে আনিতে হইবে। যদি ইসলাম অনুমোদন করে, তবে তাহা গ্রহন করা যাইবে। অন্যথায় আমরা বর্জন করিতে বাধ্য।

যে সমস্ত যান্ত্রিক জিনিষ একমাত্র হারাম বা অবৈধ কাজের জন্য আবিস্কার করা হইয়াছে। ইসলাম ঐ জিনিষগুলি সরাসরি হারাম ঘোষনা করিয়াছে। যথা সমস্ত প্রকার বাদ্যযন্ত্র। যে সমস্ত জিনিষ হালাল ও হারাম কাজের জন্য আবিস্কার করা হইয়াছে। ইসলাম সেই জিনিষগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েজ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নাজায়েজ ঘোষনা করিয়াছে। যথা - মাইক, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি।

ইসলামী ইবাদত দুই প্রকার - মাকসুদাহ ও গায়ের মাকসুদাহ। যে ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, তাহাকে 'ইবাদতে মাক্‌সুদাহ' বলা হয়। আর যে ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকটা লাভ করা নয়, বরং ইবাদাতে মাক্‌সুদার মাধ্যম মাত্র, তাহাকে 'ইবাদাতে গায়ের মাকসুদাহ' বলা হয়। যথা- নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি 'ইবাদতে মাকসুদাহ'। নামাজ, রোজা ইত্যাদির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হইল 'ইবাদাতে গায়ের মাক্‌সুদাহ'। প্রকাশ থাকে যে, ইবাদাতে মাকসুদাহর

মধ্যে যান্ত্রিক জিনিষ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। ইবাদতে গায়ের মাক্‌সুদাহর মধ্যে যান্ত্রিক জিনিষ ব্যবহার করা জায়েজ। যথা- আজান ইবাদাতে মাক্‌সুদাহ নয়, বরং ইবাদতে মাক্‌সুদাহ - নামাজের জন্য মানুষ কে প্রস্তুত করা হয়। এইজন্য নামাজে মাইক ব্যবহার করা নাজায়েজ। কিন্তু আজানে জায়েজ। অনুরূপ ওয়াজ ইবাদাতে মাকসুদাহ নয়, বরং ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানুষ কে নামাজ, রোজার প্রেরনা দেওয়া হইয়া থাকে। এই জন্য নামাজে মাইক ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কিন্তু ওয়াজ নসীহতে জায়েজ। এই সমস্ত সুক্ষ্ম জিনিষ সাধারন মানুষ তো দুরের কথা, এক শ্রেনীর আলেমের বুঝিবার অবসর নাই।

(৭) এই যান্ত্রিক জিনিষগুলি গ্রহন যোগ্য না হইবার পিছনে বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন যুক্তি আছে কী?

উত্তর ঃ -হ্যাঁ, নিশ্চয় রহিয়াছে। কোর্টে জজের এজলাসে সাক্ষ্যির সরাসরি উপস্থিত হইতে হয়। ফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্যি গ্রহন যোগ্য নয়। অনুরূপ টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে সাক্ষ্যি গ্রহন যোগ্য নয়। মহাত্মা গান্ধীর হত্যা কান্ডের পর রেডিওসেন্টার থেকে জওহর লাল নেহেরু স্বয়ং সংবাদ দিয়াছিলেন যে, ''হামারে বাপুকো নাথুরাম গড্‌স নে হত্যিয়া কিয়া''। ইহার পরেও কিন্তু কোর্টে মামলা চলিয়া ছিল । সরকার যদি সমস্ত জায়গায় যান্ত্রিক জিনিষ গ্রহন না করে, তাহা হইলে কি শরীয়ত সমস্ত জায়গায় গ্রহন করিতে বাধ্য!

(৮) যান্ত্রিক জিনিষগুলি যদি ঈদ চাঁদের ব্যাপারে একান্তই গ্রহন যোগ্য না হয়, তাহা হইলে দিল্লীর জামে মসজিদের ও কলিকাতার নাখোদা মসজিদের ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়া রেডিওতে সংবাদ দেওয়া হয় কেন?

উত্তর ঃ- জামে মসজিদ হইল রাজধানীর বড় মসজিদ। অনুরূপ নাখোদা হইল মহানগরীর বড় মসজিদ। অন্যান্য সংবাদের ন্যায় এই বড় বড় মসজিদের সংবাদও পরিবেশন করা হইয়া থাকে। এই সংবাদ মানিয়া নেওয়া জরুরী নয়। কারন, শরীয়তের সংবিধানের কাছে বড় মসজিদ ও ছোট মসজিদের ইমাম বলিয়া কিছুই নাই। আবার অনেক সময়ে এই সংবাদগুলির মধ্যে অনেক রকমের কারচুপি থাকে। এই রকম দৃষ্টান্তও রহিয়াছে যে, সংবাদে বলা হইয়াছে-দিল্লী, বোম্বাই ইত্যাদি স্থানে ঈদ হইতেছে। পরে পরদিন ঈদ হইবার প্রমান পাওয়া গিয়াছে।

(৯) সারা ভারতে একই দিনে ঈদ করিবার উপায় কী ? রেডিওর সংবাদ না মানিলে বিশৃংখলা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

উত্তর ঃ- এই ধরনের কথা ইসলাম না বুঝিবার কারন। সারা ভারত কেন, সারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ হইলে তো আরো ভাল হইত। কিন্তু তাহা কি সম্ভব ! সারা পৃথিবী তো দুরের কথা, সারা ভারতে এক সঙ্গে নামাজ, রোজা হয় না। পশ্চিম বাংলার মানুষ যখন জোহর পড়ে, তখন বোম্বাইয়ের মানুষ জোহরের জন্য অপেক্ষা করে। পশ্চিম বাংলার মানুষ যখন ইফতার করে, তখন বোম্বাইয়ের মানুষ রোজা অবস্থায় থাকে। সারা পৃথিবী ধরিলে তো বিরাট ব্যাপার হইয়া যাইবে। মোট কথা, একই দিনে ঈদ করিতে হইবে এমন কথা নয়। বরং হাদীসের আলোকে একই দিনে ঈদ না হইবার ইংগিত পাওয়া যায়। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম বলিয়াছেন - ''আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ৩০ দিন পুর্ন করিবে''। প্রকাশ থাকে যে, সারা ভারতের আকাশ একই দিনে মেঘাচ্ছন্ন থাকিবে এমন কথা নয়। পশ্চিম বাংলার আকাশ পরিস্কার এবং বোম্বাইয়ের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে। পশ্চিম বাংলার মানুষ পরিস্কার আকাশে ২৯ শে রমজান চাঁদ দেখিবার কারনে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য । কিন্তু বোম্বাইয়ের মানুষ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ২৯ শে রমজান চাঁদ দেখিতে না পাইবার কারনে পর দিন রোজা রাখিয়া ৩০ দিন পুর্ন করিতে বাধ্য। এক্ষেত্রে একই দিনে ঈদ করা সম্ভব নয়। অনুরূপ একই দিনে ঈদ না হইবার আরো একটি কারন হইল - সময়ের ব্যবধান। কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ের প্রায় ৪৫ মিনিট সময়ের ব্যবধান। যখন কলিকাতার মানুষ চাঁদ দেখিতে ব্যস্ত থাকিবে, তখন বোম্বাইয়ের মানুষ চাঁদ দেখিবার আদৌ চেষ্টা করিবে না। কারন, সেখানে সন্ধা হইতে এখনো ৪৫ মিনিট বাকী রহিয়াছে। এইবার কলিকাতার মানুষ যখন চাঁদ দেখিতে না পাইয়া অন্ধকার হইয়া যাইবার কারনে চাঁদ দেখা বন্ধ করিয়া দিবে, তখন বোম্বাইয়ের মানুষ চাঁদ দেখা আরম্ভ করিবে। কারন, এখন সেখানে সন্ধা হইতেছে। কলিকাতায় চাঁদ দেখা সম্ভব হইল না, কিন্তু বোম্বাইয়ে চাঁদ দেখা সম্ভব হইল । কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিতে পাইবার কারনে পরদিন রোজা রাখিতে বাধ্য। বোম্বাইয়ের মানুষ চাঁদ দেখিতে পাইবার কারনে পরদিন ঈদ করিতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও একই দিনে ঈদ সম্ভব নয়। সারা ভারতের মানুষ একই দিনে ঈদ করিবার জন্য যদি বোম্বাইয়ের মানুষ চাঁদ দেখা সত্ত্বেও

পরদিন ঈদ না করিয়া একদিন বিলম্ব করে, তাহা হইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অনুরূপ কলিকাতার মানুষ চাঁদ না দেখিয়া একই দিনে ঈদ করিবার জন্য যদি পরদিন বোম্বাইয়ের মানুষের সহিত ঈদ করে, তাহাহইলে হারাম হইবে এবং ঈদ বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য বোম্বাইয়ের মানুষের চাঁদ দেখা কলিকাতার মানুষের জন্য ঐ সময়ে গ্রহন যোগ্য হইবে, যদি বোম্বাই হইতে দুইজন পরহিজগার পুরুষ কলিকাতায় অসিয়া চাঁদ দেখিবার শাহাদাত প্রদান করে। রেডিওর সংবাদে নয়।

(১০) চাঁদের মসলায় যখন যান্ত্রিক জিনিষ গ্রহন যোগ্য নয়, তখন কি প্রকারে হিলাল কমিটি গঠন করিতে হইবে? হিলাল কমিটিকে তো নিশ্চয় চাঁদের শাহাদাত পরিবেশন করিতে হইবে।

উত্তর ঃ- আপনার এলাকায় একটি হিলাল কমিটি গঠন করুন। এই কমিটিতে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য তৈরি করুন। এই সদস্যদের মধ্যে প্রথম সারে থাকিবেন এলাকার উলামায় কিরাম। তারপর থাকিবেন মাষ্টার, ডাক্তার ও সমাজের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কমিটির পক্ষ থেকে ব্যাপক ভাবে প্রচার করিয়া দিতে হইবে যে, যাহারা চাঁদ দেখিবেন তাহারা যথা নিয়মে হিলাল কমিটির সম্মুখে শাহাদাত দিয়া আসিবেন এবং যাহারা চাঁদ না দেখিবেন তাহারা যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া কমিটির কাছ থেকে চাঁদের শাহাদাত গ্রহন করিবেন। আজ কাল মারুতী ও মোটর সাইকেল ইত্যাদির মাধ্যমে ৪০/৫০ কিলো মিটার রাস্তা অতিক্রম করা কোন কঠিন কাজ নয় । এইবার যদি ২০/২৫ কিলোমিটারের মাথায় হিলাল কমিটি থাকে, তাহা হইলে আরো উওম হইবে। প্রত্যেক কমিটি ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখিয়া চলিবে। যে কমিটি শাহাদাত পাইবে তাহাদের একাংশ সদস্য অন্য কমিটির কাছে উপস্থিত হইয়া শাহাদাত দিয়া আসিবেন অথবা যে কমিটি শাহাদাত পায় নাই তাহাদের একাংশ আসিয়া শাহাদাত লইয়া যাইবেন। এলাকায় ঈদ হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করিবে হিলাল কমিটির উপরে । হিলাল কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষনা করিলে ঈদ হইবে অন্যথায় নয়।

-ঃ মাযারে ফুল ও চাদর ঃ-

আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযারে ফুল ও চাদর দেওয়া জায়েজ । ওহাবী সম্প্রদায় ইহাকে শিরক, বিদয়াত ইত্যাদি বলিয়া সুন্নী মুসলমানদিগকে খুব বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। ইহারা কেবল ফুল ও চাদরের বিরোধী নয়, বরং আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযার গুলির বিরোধী এবং মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করিবার ঘোর বিরোধী। আরবের ওহাবীরা শত শত মাযার ধ্বংস করিয়াছে। ভারতের ওহাবীরা মাযার গুলি ধ্বংস করিবার সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই ওহাবী সম্প্রদায় বর্তমানে ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের চিনিবার জন্য তলোয়ারের নিচে লক্ষ রাখুন।

আমার সুন্নী মুসলমান ভাইদের নিকট আন্তরিক আবেদন - তাহারা যেন ওহাবীদের কথায় কর্নপাত না করেন। মাযারে ফুল, চাদর চড়ানো সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কিতাবে প্রমান রহিয়াছে। উলামায় আহলে সুন্নাত বহু বড় বড় কিতাবে উহা জায়েজ বলিয়াছেন। অধিকাংশ কিতাবের পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রদান করা হইল। দুই একটি কিতাব হাতের কাছে না থাকিবার কারনে পৃষ্ঠা দেওয়া সম্ভব হইল না।

(১) ফাতাওয়ায় আলামগিরী খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৫১ (২) রদ্দুল মুহতার খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৫ (৩) মিরাতুল মানাজীহ শারাহ মিশকাতুল মাসবীহ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬০ (৪) নুজহাতুল কারী শারাহ বোখারী খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৫ (৫) ফাতাওয়া ফায়যুর রাসুল খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫৫ (৬) জায়াল হক খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৩ (৭) জান্নাতী জেওর ২৪৮ পৃষ্ঠা (৮) সুন্নী বেহেশতী জেওর ১৫৪ পৃষ্ঠা (৯) আনওয়ারুল হাদীস ২৩৯ পৃষ্ঠা (১০) কানুনে শরীয়ত প্রথম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা (১১) বাহারে শরীয়ত প্রথম খন্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা (১২) মিরকাত শারাহ মিশকাত (১৩) আশয়াতুল লোময়াত (১৪) তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ (১৫) আল হাদী কাতুন নাদীয়াহ ইত্যাদি । রদ্দুল মুহতার বা শামীর ষষ্ঠ খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠায় ও তাফসীরে রুহুল বা ইয়ান এর তৃতীয় খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠায় চাদর দেওয়া জায়েজ বলা হইয়াছে।

এখন একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, কবরে ফুল দেওয়ার উৎস কোথা থেকে এবং হাদীস পাকে ইহার কোন ইংগিত আছে কিনা? নিশ্চয় ইহার পিছনে হাদীসের সমর্থন রহিয়াছে। মিশকাত শরীফের সেই হাদীসটি ইহার পূর্ণ সমর্থক, যাহাতে বলা হইয়াছে - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একটি খেজুরের কাঁচা শাখা দুই ভাগ করিয়া দুইটি কবরে দিয়া ছিলেন এবং বলিয়া ছিলেন, যতদিন

ইহা তাজা থাকিবে ততদিন আযাব কম হইবে। বোখারী শরীফের মধ্যে বর্নিত হইয়াছে - হজরত বুরায়দা ইবনুল খসীব রাদী আল্লাহু আনহু তাহার কবরে খেজুরের শাখা দেওয়ার অসীয়ত করিয়া ছিলেন। এই সমস্ত হাদীসকে কেন্দ্র করিয়া উলামায় ইসলাম কবরে ফুল দেওয়া জায়েজ বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। এমন কি দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মাত আশারাফ আলী থানুবী তাহার 'ইসলাহুর রুসুম' কিতাবে গোনাহ্গার মানুষের কবরে ফুল দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় কবরে ফুল দেওয়া তো দুরের কথা খেজুরের শাখা পর্যন্ত দেওয়া বিদয়াত বলিতেছে। ১৯৮৩ সালে আমি হজ করিতে গিয়াছিলাম। মাগরিবের নামাজের পর কাবা শরীফের ইমাম মিশকাত শরীফ পাঠ করিয়া শোনাইতে ছিলেন । কবরে খেজুর শাখা দেওয়ার হাদীসটি শোনাইবার পর তিনি সাফ বলিয়া দিলেন যে, কবরে খেজুরের শাখা দেওয়া বিদয়াত। আশ্চর্য ! হাদীস থেকে দেওয়া প্রমান হইতেছে ।অথচ তিনি বলিতেছেন বিদয়াত।আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম - আমার একটি প্রশ্ন রহিয়াছে ।তিনি বলিলেন- আজানের পর। পরে তিনি আমাকে বলিবার সুযোগ দিলে আমি বলিলাম - আমি একজন ভারতীয়। আমাদের দেশে কবরে ব্যাপকভাবে খেজুরের শাখা দেওয়ার রেওয়াজ রহিয়াছে কিন্তু আপনি বলিতেছেন - বিদয়াত। আপনি যে হাদীসটি পাঠ করিয়া শোনাইলেন তাহাতে খেজুরের শাখা দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে । বোখারী শরীফের মধ্যে হজরত বুরাইদা ইবনুল খসীব রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার কবরে খেজুরের শাখা দিতে অসীয়ত করিয়া ছিলেন। শরহুস সুদুর কিতাবে বর্নিত হইয়াছে - কোন কোন সাহাবা কবরের ভিতরে খেজুরের শাখা দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতারের মধ্যে জায়েজ বলিয়াছেন। আমি যখন কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করিতে ছিলাম, তখন তিনি বার বার হ্যাঁ বলিয়া সমর্থন জানাইতে ছিলেন। শেষে তিনি তাহার ভাষায় বলিয়া ছিলেন-'হাজা খায়ের' ইহা উত্তম। কিন্তু বিভিন্ন কারনে আমি সুযোগ পাইয়া ছিলাম না যে, আপনি বিদয়াত বলিলেন কেন ?

হাদীস পাকে সরাসরি ফুল দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে । যথা - ইবনো আবিদ দুনইয়া ও জামেউল খুল্লান হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে সনদ সহ বর্ননা করিয়াছেন, যে ব্যাক্তি কোন মুসলমানের কবরে ফুল দিবে, আল্লাহ তায়ালা ফুলের তাসবীহের বর্কাতে মুর্দাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ফুল দাতার আমল নামাতে সওয়াব লিখিবেন। (সরহে বর্যাখ, সংগৃহিত 'কারী' মাসিক পত্রিকা, দিল্লী হইতে ছাপা, পৃষ্ঠা ৩৩, জুন সংখ্যা ১৯৮৮)

-ঃ জুলুস বাহির করুন ঃ-

১২ই রবীউল আউওয়াল - নবী দিবস। মুসলমানদের কাছে নবী দিবস এক ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে মহানবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পৃথিবীতে পদার্পন করিয়া ছিলেন। তাঁহার শুভাগমনে সমস্ত জগতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসিয়াছিল। এমনকি আকাশের পাখিরা আনন্দে দলেদলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, জঙ্গলের জানোয়ারেরা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়, পানির প্রানীরা এক দিক থেকে অন্যদিকে পৌঁছিয়াছিল। এই দিনে সর্বত্রে শান শওকাতের সহিত মীলাদ মহফিলের অনুষ্ঠান করুন। শহরে-নগরে, গ্রামে-গনজে সর্বত্রে জলুস - মিছিল বাহির করুন। নারায়ে তাক্বীর - আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত-ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইসলামের শান্তিবানী - দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকুন। এই জুলুসের মধ্যে রহিয়াছে দ্বীন ও দুনিয়ার উপকার । কেবল ভারত ও পাকিস্তান নয়, বরং পৃথিবীর সর্বত্রে মুসলমানেরা জুলুস বাহির করিয়া থাকেন। যদি আপনার এলাকায় জুলুসের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে আল হামদু লিল্লাহ, আপনিও সদলবলে অংশগ্রহন করুন। আর যদি ব্যবস্থা না থাকে , তাহা হইলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জুলুস বাহির করিবার ব্যবস্থা করুন। সাবধান, খুব সাবধান! ওহাবী দেওবন্দীদের কথায় কর্নপাত করিবেন না।

-ঃ মুফতী শরীফুল হক আমজাদী ঃ-

মুফতী শরীফুল হক আমজাদী রহমা তুল্লাহি আলইহির এক অমর জীবন কাহিনী। তাহার জীবনের উপর বহু বড় বড় পুস্তক প্রনয়ন হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় তাহার জীবনের সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করা আদৌ সম্ভব নয় । কেবল পরিচয়ের জন্য এক কলম লিখিতেছি।

যুগের জগৎ বিখ্যাত মুজাদ্দিদ ইমাম অহমাদ রেজা বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯২১ সালে যখন কম বেশি এক হাজার কিতাব জগৎবাসীকে উপহার দিয়া এবং

দুনিয়াতে সব চাইতে বড় মুফতী, বড় মুহাদ্দিস, বড় মুফাস্‌সির ও বড় মুনাজির রাখিয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন। ঠিক সেই সালে মুফতী শরীফুল হক ভারতের আজগড়ের মদীনাতুল উলামার কারীমুদ্দীন মহল্লাতে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। তিনি যুগের জবরদস্ত আলেমে দ্বীনদের নিকট থেকে ইল্ম হাসেল করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই কারনে তিনি যথা সময়ে জগৎ বিখ্যাত মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুনাজির হইয়া ছিলেন। বেরেলী, বাদাউন, সীতাপুর, কটক ঝুরিয়া ইত্যাদি ঐতিহাসিক মুনাজারাতে অংশগ্রহন করিয়াছেন। তিনি যেখানে উপাস্থিত হইয়াছেন, সেখান থেকে বড় বড় দেওবন্দী মুনাজির নিরুত্তর হইয়া স্টেজ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সুযোগ্য সাহেবজাদা মুফতীয়ে আজমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা রহমা তুল্লাহি আলাইহির নিকটে থাকিয়া প্রায় পঁচিশ হাজার ফতওয়া লিখিয়াছেন এবং ভারতে আহলে সুন্নাতের সব চাইতে বড় মাদ্রাসা জামিয়ায় আশরাফীয়া মুবারকপুরে শারখুল হাদীস ও দারুল ইফতার দায়িত্ব গ্রহন করিবার পর প্রায় ষাট হাজার ফতওয়া লিখিয়াছেন। ইনশা আল্লাহ, তাহার এই বিরাট দ্বীনী খিদমত খুব শীঘ্র মানুষের সামনে চলিয়া আসিতেছে। তিনি ডজনাধিক তাৎপর্পূর্ন কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'নুজহাতুল কারী শারহে বোখারী' হইল অন্যতম। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যার এই বিশাল কিতাবটি নয় খন্ডে প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বোখারী শরীফের উপর লেখা উর্দু ভাষায় ' নুজহাতুল কারী' হইল অদ্বিতীয়। এই কিতাবে সমস্ত বাতিল ফিরকার রদ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া দেওবন্দী ও লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের অপব্যাখ্যাগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা দেওয়া না সহজ কাজ, না সাধারন আলেমের কাজ। তিনি যে একজন জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন তাহাতে কাহার সন্দেহ থাকিতে পারেনা। এই জন্য তিনি ফকীহুল আসার ও শারেহ বোখারী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মিশরের বিশ্ব বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি - জামে আযহারের লাইব্রেরীতে মুফতী শরীফুল হকের সমস্ত কিতাবের সেট নেওয়া হইয়াছে। মুফতী সাহেব পাকিস্তানের কয়েকটি বড় বড় সংস্থা থেকে সোনার মেডেল পাইয়াছিলেন। বোখারী শরীফের উপর তাহাঁর এই বিরাট খিদমাতকে সমর্থন করিয়া বোম্বাইয়ের 'রেজা একাডেমী' হজরত আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদীকে তাঁহার ওজনে চাঁদি দান করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাদীসের সম্মান দেখাইয়াছে। এই ঐতিহাসিক দিনটি অতিক্রম করিবার মাত্র কয়েকমাস পর ১১ই মে ২০০০ সালে বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের পর পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে ইন্তেকাল করিয়াছেন - ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। সারা বিশ্বে আহলে সুন্নাতের উপর শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। আসিয়াছিল মক্কা ও মদীনা শরীফ, দুবাই, বাহরাইন, লেবানন, মিশর, ইরাক, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, বৃটেন, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, কলম্বিয়া, সাউথ আমেরিকা, মারিসাস ও পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ থেকে ফোন, ফ্যাকস্ ও ডাক মাধ্যমে শোক বার্তা।

দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'কানজুল ঈমান' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা ইয়াসীন আখতার মিসবাহী সাহেব 'শারেহ বোখারী নাম্বার' নামে মুফতী সাহেবের জীবনের উপর সাড়ে তিনশত বড় পৃষ্ঠার যে বড় বইখানা বাহির করিয়াছেন, তাহার ৮৮ পৃষ্ঠায় এই অধম সম্পাদকের কয়েক বৎসর পুর্বে পাঠানো একটি প্রশ্নের যে উত্তর মুফতী সাহেব দিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত ভাবে নকল করিয়া দিয়াছেন। আল্ হামদুলিল্লাহ, এই জগৎ বিখ্যাত মহান মুফতীর পদতলে গোনাহ্গারের স্থান হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

সেই মহানায়ক কে?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না। ইতিহাস কাহার বন্ধু হইতে চায় না। কেহ ইতিহাসকে বন্ধুরূপে ব্যবহার করিতেও পারে না। ইতিহাস সব সময় সত্য ও সঠিক হইয়া প্রকাশ হইতে চায় এবং দোস্ত ও দুশমন নির্বিশেষে যাহাকে যে অবস্থায় দেখিয়া থাকে; তাহার সেই অবস্থা অবিকল বর্ননা করিয়া দেয়।

ভারত বিভক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসী মুসলমানেরা জানিত যে, ইসলামের ঘোর শত্রু বৃটিশের চক্রান্তে 'ওহাবী ফিরকা'র জন্ম হইয়াছে। ইহা কোন হিংসা ও ঈর্ষার কথা নয়। বরং ওহাবীরা স্বীকার কারয়াছে যে, তাহারা বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন করিয়া নিজেদের 'ওহাবী' নামের পরিবর্তে 'আহলে হাদীস' নাম অনুমোদন করিয়াছিল। (মুকাদ্দামায় হায়াতে সাইয়েদ আহমাদ ২৬ পৃষ্ঠা, প্রফেসর আইউব ক্বাদেরী, নফীস একাডেমি, করাচী)

ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে মোলবী ইসমাইল দেহলবী ও সাইয়েদ আহমদ রায় ব্রেলবীর মাধ্যমে ভারতে ওহাবীয়াতের বীজ বপন করা হইয়াছিল। ধুরন্ধর ইংরেজ সুকৌশলে সর্বদিক দিয়া এই ওহাবী ফিরকাকে পুষ্ট ও বলিষ্ট করিয়া সীমান্ত এলাকায় পাঠানদের দেশে প্রেরন করিয়াছিল। একদিকে যেমন এই ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে জিহাদের নামে সীমান্ত প্রদেশে তাহাদের দুই বড় শত্রু - মুসলমান পাঠান ও শিখদের ঘায়েল করিয়াছে, তেমনই অপর দিকে মুসলমানদের মধ্যে চিরদিনের মত চিড় ধরাইয়া দিয়াছে। ১৯৪৭ সালের পুর্ব পর্যন্ত উলামায় দেওবন্দ বৃটিশের দোস্ত হিসাবে সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর প্রতি গৌরব করিয়া আসিয়াছেন। ইহার পর হইতে বৃটিশের দুশমন প্রমান করিবার জন্য ধারাবাহিক মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া পাকিস্তান স্বাধীন হইবার সাথে সাথে শত বৎসরের সমস্ত রেকর্ড ও ইতিহাসকে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়া চলিতেছেন। অবশ্য এ পর্যন্ত উহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ ও বিফল হইয়াছে। কারন, উহারা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করিয়া প্রমান করিতে চাহিতেছেন যে, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ও সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী পীর, মুজাদ্দিদ ও শহীদ ইত্যাদি ছিলেন এবং উহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য ভুমিকায় ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস প্রমান করিতেছে যে, উহারা পীর সাজিয়া পাদরীর ভুমিকা পালন করিয়া ছিলেন। জিহাদের নামে ইংরেজদের জয়ের ডংকা বাজাইয়া ছিলেন। সংস্কারের নামে মুসলমানদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন। এই দুর্নীতিবাজ অত্যাচারীরা শাহাদাতের পরিবর্তে মুসলমানদের হাতে নিহত হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত উহাদের দুরের সম্পর্কও ছিল না। এখন উহাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

-ঃ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ঃ-

১২ই রবিউস সানী ১১৯৩ হিজরী অনুযায়ী ১৭৭৯ সালে ইসমাঈল দেহলবীর জন্ম হইয়াছিল। (হায়াতে তাইয়েবা ৩২ পৃষ্ঠা) ইসমাঈল দেহলবী সাহেব শাহ আব্দুল গনীর পুত্র ও শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসের ভ্রাতুস্পুত্র এবং শাহ ওলীউল্লাহর পৌত্র ছিলেন। তিনি নিজ পিতা ও চাচা শাহ আব্দুল গনী ও শাহ আব্দুল আজীজ এর নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আলেম হইয়াছিলেন। তিনি রং-তামাশা ও খেলা-ধূলার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। দেওবন্দীদের নির্ভর যোগ্য কিতাব 'আরওয়াহে সালাসা' এর ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে - ''তিনি সমস্ত প্রকার খেলা করিতেন। হিন্দু, মুসলমানের সমস্ত মেলা-উৎসবে অংশগ্রহন করিতেন''। - পরবর্ত্তী জীবনে তিনি ওহাবী মতবাদ গ্রহন করতঃ গোমরাহ হইয়াছিলেন। যাহার কারনে ওলীউল্লাহ খান্দান আজও কলংক হইয়া রহিয়াছে। এই কুলাংগারের লিখিত কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। উক্ত কিতাবকে কেন্দ্র করিয়া উপমহাদেশের মুসলমানেদের শান্তি উঠিয়া গিয়াছে। সর্বত্র দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে অশান্তির আগুন। মুসলমানেরা সব সময়ে ঘরোয়া বিবাদে রত রহিয়াছেন। কারন, ঐ অপবিত্র কিতাবে আউলিয়ায় কিরাম হইতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত সবাই কে চরম ভাবে অবমাননা করা হইয়াছে। যাহার কারনে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের পৌত্র ও শাহ আব্দুল আজীজের ভ্রাতুস্পুত্র শাহ মাখসুসুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ও শাহ মুসা দেহলবী সাহেব ইসমাঈল দেহলবীর ঘোর বিরোধীতা করিয়া ছিলেন এবং তাহার সহিত সর্ব প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নয়, বরং লেখনীর মাধ্যমেও তাহার ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করিয়া ছিলেন। বিশেষ করিয়া শাহ মাখসু সুল্লাহ সাহেব 'তাকবীয়াতুল ঈমান'-এর খন্ডনে 'মুওয়াইয়েদুল ঈমান' নামক কিতাব লিখিয়া ছিলেন। ইহাতে প্রমান হয় যে, শাহ সাহেবের খান্দান 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। উক্ত কিতাবের খন্ডনে পাক - ভারত উপমহাদেশের উলামাগন শতাধিক কিতাব লিখিয়া ইসমাঈল দেহলবীর গোমরাহী দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া শাহ আব্দুল আজীজের অন্যতম শিষ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক আল্লামা ফজলে হক্ব খয়রাবাদীর খন্ডন ছিল খুবই তীব্র ও জোরালো। আল্লামা 'তাহকীকুল ফাতাওয়া' লিখিয়া

'তাকবীয়াতুল ঈমান' কে চূর্ন করিয়া দিয়াছেন এবং লেখককে কাফের প্রমান করিয়া দিয়াছেন । অবশ্য ইসমাঈল দেহলবীর কুফরীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ উলামাগন একমত ছিলেন। যথা, - (১) মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পর নানা হজরত আল্লামা মুনাউ ওয়ার উদ্দীন দেহলবী (২) আযাদ সাহেবের পিতা আল্লামা খয়রুদ্দীন মক্কী (৩) আল্লামা সাইয়েদ আশারাফ আলী গুলশানাবাদী (৪) আল্লামা ফজলে রসুল বাদায়ুনী (৫) শাহ মাখসুসুল্লাহ দেহলবী (৬) শাহ মুসা দেহলবী (৭) আল্লামা আব্দুল হক খায়রাবাদী (৮) শাহ সাইয়েদ আবুল হাসান আহমাদ নুরী, মারহারা শরীফ (৯) আল্লামা নাকী আলী খান বেরেলবী (১০) আল্লামা সাইয়েদ আলে রসুল মারহারাবী (১১) আল্লামা আব্দুল আলী রামপুরী (১২) আল্লামা নুর ফিরিংগী (১৩) শাহ ফজলুর রহমান মুরাদাবাদী (১৪) আল্লামা মাহমুদ কানপুরী (১৫) আল্লামা হুসাইন এলাহাবাদী (১৬) আল্লামা অব্দুল ওহহাব লাখনুবী (১৭) কাজী শিহাবুদ্দীন- বোম্বাই (১৮) সাইয়েদ ইব্রাহীম বাগদাদী-বোম্বাই (১৯) আল্লামা গোলাম মোহাম্মাদ হায়দার ইসলামাবাদী । (ইমাম আহমাদ রেজা নম্বর ৩৩/৩৪ পৃষ্ঠা)

-ঃ হানাফী মাযহাবের ঘোর বিরোধীতা ঃ-

ইসমাইল দেহলবী সাহেব কেবল ওহাবী মতবাদ গ্রহন করিয়া ছিলেন না, বরং তিনি প্রকাশ্যে হানাফী মাযহাবের ঘোর বিরোধীতা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তাহার চাচা শায়েখ আব্দুল আজীজ এর বেঁচে থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে ইমামগনের অনুসরন অস্বীকার এবং নামাজে 'রাফে ইয়াদাইন'* ইত্যাদি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এইগুলির স্বপক্ষে কিতাবও লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারনে হানিফীদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়া পড়ে। মাওলানা মোহাম্মাদ আলী ও মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব এ বিষয়ে শাহ আব্দুল আজীজ সাহেবকে অবগত করিলে তিনি বলিয়া ছিলেন - আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমার পক্ষে মোনাজারাহ করা সম্ভব নয়। তোমরা তাহার সহিত মোনাজারাহ - বাহাস করিয়া নাও। পরে শাহ সাহেবের ভাই শাহ আব্দুল ক্বাদের সাহেব মৌলবী ইয়াকুব সাহেবের মাধ্যমে ইসমাঈল দেহলবীকে 'রাফে ইয়াদাইন' ত্যাগ করিতে বলিয়া ছিলেন যে, রাফে ইয়াদাইন করিলে অযথা ফিৎনা হইবে। ইসমাঈল সাহেব উত্তর দিয়াছিলেন - যদি সাধারন মানুষের বিভ্রান্তির দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে সেই হাদীসের অর্থ কি হইবে? যাহাতে বলা হইয়াছে - "আমার উম্মাতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নাতকে দৃঢ় ভাবে ধারন করিবে সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে"। কারণ, সুন্নাতকে জীবিত করিলে সাধারন মানুষের মধ্যে অবশ্যই হাঙ্গামা হইবে। ইহা শুনিয়া শাহ আব্দুল ক্বাদের সাহেব বলিয়াছিলেন - বাবা। আমি ধারনা করিয়াছিলাম, ইসমাঈল আলেম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে একটি হাদীসেরও অর্থ বুঝিতে পারে নাই। এই হাদীস তো সেই সময় প্রযোজ্য হইবে, যখন সুন্নাতের বিপরীত জিনিষ সুন্নাতের বিরোধীতা করিবে । আমরা যাহা করিতেছি তাহা তো সুন্নাতের বিপরীত নয়, বরং সুন্নাত। ইহার পর ইসমাঈল সাহেব নিরুত্তর হইয়া ছিলেন। (আরওয়াহে সালাসা ৯৪/৯৫ পৃষ্ঠা)

-ঃ ইসমাঈল দেহলবীর দীক্ষা গ্রহন ঃ-

অখন্ড ভারতের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুর্শিদ ছিলেন শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী সাহেব। এই মহান চাচাকে মুর্শিদ না মানিয়া ইসমাঈল দেহলবী মুরীদ হইয়াছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় ব্রেলবীর নিকটে। সাইয়েদ সাহেব ছিলেন ভারতের ওহাবী নেতা ও নিরক্ষর এবং ইংরেজদের নিমক খোর দালাল। উদ্দেশ্য খুবই পরিস্কার যে, সাইয়ে সাহেব কে কাঠের পুতুল হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে এবং ওহাবী মতবাদ প্রচার করা সহজ হইবে। কিন্তু শাহ সাহেবের নিকট মুরীদ হইলে এই গুলি সম্ভব নয়। ওহাবীরা পীরী মুরীদির ঘোর বিরোধী। তাহারা কোন সময় পীরত্ব স্বীকার করে না। সাইয়েদ সাহেব ছিলেন তদীয় গোত্রের ভন্ড পীর এবং ইসমাঈল সাহেব কেবল লৌকিকতার কারনে মুরীদ হইয়া ছিলেন মাত্র।

-ঃ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' ঃ-

ইসমাঈল দেহলবীর এই সেই অপবিত্র কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। এই কিতাব প্রনয়ন করিয়া লেখক গোমরাহ হইয়াছেন, ওলীউল্লাহ খান্দানকে কলংক করিয়াছেন ও উম্মাতে মুহাম্মাদী আলাইহিস্ সালামকে ফিৎনাতে ফেলিয়া দিয়াছেন । উক্ত কিতাবকে কেন্দ্র করিয়া আজও উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। উহার খন্ডনে উলামায় ইসলাম শতাধিক কিতাব লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাবের মুল বিষয়বস্তু দুইটি (১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসম্মান

(২) যে সমস্ত আয়াত কাফের মোশরেকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে সেই গুলি মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করতঃ সবাইকে কাফের মোশরেক বলা।

ইসমাঈল দেহলবী জানিতেন যে, 'তাকবীয়া তুল ঈমান' প্রকৃত পক্ষে ঈমান ও ইসলাম বিরোধী কিতাব এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া উম্মাতে মোহাম্মাদী ফিৎনার শিকার হইবে । তাই তিনি বলিয়াছেন, "এই কিতাবে কোন কোন স্থানে ভাষা অত্যন্ত তিক্ত ও কঠিন হইয়া গিয়াছে।

.... হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবে কিন্তু আশা রহিয়াছে যে, মারামারি কাটাকাটির পর নিজে নিজেই ঠিক হইয়া যাইবে"। (আরওয়াহে সালাসা - হিকাইয়াত নং ৫৯)

-ঃ বিনা মুল্যে বিতরন ঃ-

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ মুসলমানদের শান্তির নিদ্রা হারাইয়া দেওয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে তাহাদের পালিত গাদ্দার ইসমাঈল দেহলবীর দ্বারায় লিখাইয়াছিল 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। যখন বৃটিশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিল যে, তাকবীয়াতুল ঈমানে তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ পূর্নমাত্রায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; তখন তাহারা 'তাকবীয়াতুল ঈমান' বিনা মুল্যে বিতরণ করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। যথা, হায়দ্রাবাদ উসমনিয়া ইউনিভার্সিটির ডাক্তার কামরুন্নেসা লিখিয়াছেন - "ইংরেজরা 'তাকবীয়াতুল ঈমান' কিতাবটি বিনা মুল্যে বিতরণ করিয়াছে"। (সংগৃহীত নাংগেন্বীন ৪০ পৃষ্ঠা)

'তাকবীয়াতুল ঈমান' যদি সত্যিকারে ইসলামের উপকারের জন্য লেখা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় ইংরেজদের মত ইসলামের ঘোর দুশমনেরা উহা বিনামূল্যে বিতরন করিত না। এক কথায় ইংরেজদের "লড়াও এবং রাজত্ব কর" ফর্মুলার বড় হাতিয়ার ছিল 'তাকবীয়াতুল ঈমান'।

বিনা পয়সায় বিতরনের আরো একটি দৃষ্টান্ত। যথা, জমীয়াতুল উলামায় হিন্দের বোম্বাই শাখার সভাপতি মোখতার আহমাদ সিদ্দিকী এক চিঠিতে লিখিয়াছেন - "এই প্রদেশে ওহাবীরা তুরকীদের করুনাবস্থার কথা বর্ননা করিয়া যে সমস্ত টাকা আদায় করিয়াছিল, সেই টাকা দিয়া দুই লক্ষ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরন করিয়াছে"।(খুৎবাতে সাদারত ২১ পৃষ্ঠা, ১৯২৫ সাল, সংগৃহীত "মাহনামা আ'লা হজরত" ৩৯ পৃষ্ঠা, আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৯০ সাল)

-ঃ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খন্ডনে ঃ-

ওহাবীদের এবং 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খন্ডনে উলামায়ে ইসলাম শতাধিক কিতাব লিখিয়াছেন। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হইতেছে।

-ঃ কিতাবের নাম ঃ-	-ঃ লেখকের নাম ঃ-
(১) মুঈদুল ঈমান রদ্দে তাকবীয়াতুল ঈমান	(১) শাহ মাখসুসুল্লাহ দেহলবী (ইসমাঈল দেহলবীর চাচাতো ভাই)
(২) হুজ্জাতুল আমল ফী ইবতালিল হিয়াল	(২) শাহ মুসা দেহলবী (ইসমাঈল দেহলবীর চাচাতো ভাই)
(৩) সওয়াল ও জওয়াব	(৩) ,,
(৪) তাহ্কীকুল ফাতাওয়া ফী ইবতালিত্ তাগা	(৪) আল্লামা ফজলে হক্ক খয়রাবাদী
(৫) ইমতে নাউন্নাজীর	(৫) ,,

---

* রুকু ও সিজদার পূর্বে হাত উঠানোকে 'রাফে ইয়াদাইন' বলা হয়।

(৬) তাহকীকুল হাক্কিল মুবীন ফী আজুবাতে মাসায়েলে আরবাঈন	(৬) মাওলানা সাঈদ আহমাদ নক্শাবন্দী
(৭) মুন্তাহাল মাকাল ফী শারহে হাদীসে লা তুশাদ্দুর রিহাল	(৭) মুফতী সাদরুদ্দীন দেহলবী
(৮) বাওয়ারিকে মুহাম্মাদীয়া রদ্দে ফিরকায়ে নজদীয়া	(৮) শাহ ফজলে রাসুল বাদায়ূনী
(৯) আল্ মু'তাকাদুল মুস্তাকাদ	(৯) ”
(১০) তালখীসুল হক্ক	(১০) ”
(১১) এহকাকুল হক্ক	(১১) ”
(১২) সাওতুর রহমান আলা কারনিশ্ শায়তান	(১২) ”
(১৩) সায় ফুল জাব্বার	(১৩) ”
(১৪) আশশাওয়ারিকুস্ সামাদীয়া	(১৪) মাওলানা গোলাম ক্বাদের
(১৫) ই'লায়ে কালেমাতিল হক্ক	(১৫) পীর মোহর আলী শাহ
(১৬) আল্ ফুতুহাতুস্ সামাদীয়া	(১৬) ”
(১৭) আদ্ দুরারুস্ সুনাইয়া	(১৭) শায়খুল ইসলাম আহমাদ বিন দাহলান মাক্কী
(১৮) তাকদীসুল অকীল	(১৮) মাওলানা গোলাম দস্তগীর
(১৯) ফিৎনাতুল ওহাবীয়া	(১৯) ”
(২০) আস্ সুউফুল বারিকা	(২০) আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিশ খোরাসানী
(২১) তানজীহুর রহমান	(২১) মাওলানা আহমাদ হাসান পাঞ্জাবী
(২২) আর রামহুদ দাইয়ানী	(২২) মাওলানা নবী বখশ লাহোরী
(২৩) শারহুস্ সুদুর	(২৩) মাওলানা মুখলিসুর রহমান ইসলামাবাদী
(২৪) তাম্বিহুল গুরুর	(২৪) মাওলানা সুলতান কটকী
(২৫) মীযানুল আদালাত	(২৫) ”
(২৬) হাদীল মুদিল্লীন	(২৬) কারীমুল্লাহ দেহলবী
(২৭) ইজালাতুশ শুকুক্অল্ আওহাম	(২৭) হাকীম ফখরুদ্দিন ইলাহাবাদী
(২৮) শারহে তুহফায়ে মুহাম্মাদীয়া	(২৮) সাইয়েদ আশরাফ আলী গুলশানাবাদী
(২৯) জুল্‌ফিকারিল হায়দারীয়া	(২৯) মাওলানা সাইয়েদ হায়দার শাহ
(৩০) তাহকীকে তাওহীদ ও শির্ক	(৩০) মাওলানা আহসান পেশওয়ারী
(৩১) হায়াতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম	(৩১) মাওলানা আবিদ সিন্ধী
(৩২) গুলজারে হিদায়েত	(৩২) মুফতী সেবগাতুল্লাহ
(৩৩) তুহফাতুল মিসকীন	(৩৩) আব্দুল্লাহ সাহারানপুরী
(৩৪) রাসমুল খয়রাত	(৩৪) মাওলানা খলীলুর রহমান
(৩৫) তাহলীলু দাহিলিল্লাহ	(৩৫) ”
(৩৬) সাবীলুন্নাজাহ	(৩৬) মাওলানা তুরাব আলী লাখনুবী
(৩৭) আওাওয়ারিকুল আহমাদীয়া	(৩৭) মাওলানা মুহিব আহমাদ বাদায়ূনী
(৩৮) সালাহুল মুমেনীন	(৩৮) সাইয়েদ লুৎফুল হক
(৩৯) নিজামুল ইসলাম	(৩৯) মাওলানা অজীহ (কোলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার মুদার্রিস)
(৪০) তাহকীকাতুল হাকীকাত	(৪০) মৌলবী জহরআলী
(৪১) হিফজুল ঈমান	(৪১) মৌলবী মোহাম্মাদ হুসাইন
(৪২) সাফীনাতুন্নাজাত	(৪২) মাওলানা মোহাম্মাদ আসলামী মাদরাসী
(৪৩) এহকাকুল হক্ক	(৪৩) সাইয়েদ বদরুদ্দীন হায়দারাবাদী
(৪৪) এহকাকুল হক্ক	(৪৪) মাওলানা নাসীর আহমাদ পেশওয়ারী
(৪৫) এশয়ারুল হক	(৪৫) মুফতী ইরশাদ হুসাইন রামপুরী

(৪৬) সাইফুল আবরার	(৪৬) মাওলানা আব্দুর রহমান
(৪৭) জামেউশ্ শাওয়াহিদ	(৪৭) অসী আহমাদ মুহাদ্দিস সুরাতী
(৪৮) আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত	(৪৮) কাজী ফজলে হক লুধিয়ানাবী
(৪৯) তারিখে ওহাবীয়া	(৪৯) মুফতী মোহাম্মাদ গওস
(৫০) উজালাতুর রাকিব	(৫০) মাওলানা আব্দুলাহ বিহারী
(৫১) শামসুল ঈমান	(৫১) মাওলানা মহিউদ্দীন বাদায়ূনী
(৫২) আনওয়ারে সাতেয়া	(৫২) মাওলানা আব্দুস্‌সামী রামপুরী
(৫৩) খায়রুজ্জাদ লি ইয়াওমিল মায়দ	(৫৩) মাওলানা খায়রুদ্দীন মাদরাসী
(৫৪) নি'মাল ইনতেবাহ	(৫৪) মাওলানা মুয়াল্লিম
(৫৫) দাফউল বুহতান	(৫৫) মাওলানা ইউনুস
(৫৬) হিদাইয়াতুল মুসলিমীন	(৫৬) মাওলানা মোহাম্মাদ হুসাইন
(৫৭) আস্ সাওয়ায়েকুল ইলাহিয়া	(৫৭)শায়খুল ইসলাম সুলাইমান (আব্দুল ওহাব নজদীর পুত্র)
(৫৮) আল্ ইশ্‌য়ারুলিল আউলিয়াইল আবরার	(৫৮) আল্লামা শায়েখ মোহাম্মাদ
(৫৯) জালাউজ জুলাম	(৫৯) সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলাবী
(৬০) আত্তাওয়াস্ সুত বিন্নাবী	(৬০) "
(৬১) তাজকীয়াতুল ইকান	(৬১) আল্লামা নাক্কী আলী খান বেরেলবী
(৬২) আস্‌সায়ে কাতুর রাবীয়া আলা ফিরকাতিল ওহাবীয়া	(৬২) "
(৬৩) আল্ উসূলুল আরবায়া ফী তারদীদিল ওহাবীয়া	(৬৩) খাজা হাসান জান মুজাদ্দেদী
(৬৪) আবাতিলে ওহাবীয়া	(৬৪) মাওলানা আহমাদ আলী
(৬৫) সায়ফুল আবরার	(৬৫) মাওলানা নিজামউদ্দীন সুলতানী
(৬৬) নাজমুন লে রাজমিশ শায়াতীন	(৬৬) আল্লামা খয়রুদ্দীন দেহলবী (মাওলানা আবুল কালাম আযাদের পিতা)
(৬৭) ফতহুল মুবীন	(৬৭) মাওলানা মানছুর আলী
(৬৮) হিদাইয়াতুল ওহাবীঈন	(৬৮) মুফতী নূরুল্লাহ
(৬৯) ফাতাওয়ায় শামী	(৬৯) আল্লামা ইবনো আবিদ্দীন শামী
(৭০) বর্তমানে উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওহাবীদের খন্ডনে ব্যাপকভাবে লিখিতেছেন। তন্মধ্যে 'নূর ও নার' অন্যতম কিতাব।	(৭০) প্রফেসার মাসউদ আহমাদ সাহেব।

ক্রমশ— — —

এক নজরে 'ইবনো তাইমিয়া'

বর্তমানে গোমারাহ ওহাবী সম্প্রদায় তাহাদের বিভিন্ন বই - পুস্তক ও পত্রিকায় 'ইবনো তাইমিয়া' কে শায়খুল ইসলাম, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ ইত্যাদি বলিয়া ব্যাপক প্রচার চালাইতেছে। ফলে সাধারন সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের মাযহাবী বহু মসলায় বিভ্রান্তি চলিয়া আসিতেছে। এইজন্য ইবনো তাইমিয়ার সম্পর্কে উলামায় ইসলামের অভিমত কি, তাহা জানাইয়া দেওয়া জরুরী মনে করিতেছি।

হিজরী ৬৬১, অনুযায়ী ইংরাজী ১২৬৩ সালে ইবনো তাইমিয়া জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। তিনি যুগের জবরদস্ত আলেমও হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সুখ্যাতিলাভ করিয়া ছিলেন। পরবর্তী কালে তাহার মধ্যে গোমরাহী চলিয়া আসে। মাযহাব থেকে আরম্ভ করিয়া ইল্মে মা'রেফাত পর্যন্ত সবই অস্বীকার করিয়া ফেলেন। বহু মসলায় তিনি চার মাযহাবের বাহিরে চলিয়া যান। অনুরূপ তিনি বহু ইজমায়ী মসলার বিরোধীতা করিয়াছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন

রাজী, ইমাম গাজ্জালী ও শায়েখ ইবুনল আর:বীর ন্যায় জগৎ বিখ্যাত আলিম, আরিফ ও আবিদ্‌দের থেকে আরম্ভ করিয়া আমিরুল মুমিন হজরত আলী ও ফারুকে আ'জম হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা পর্যন্ত তিনি কাউকে ছাড়েন নাই। বহু সহী হাদীসের বিরোধীতা ও বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উম্মাতের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন নতুন নতুন বহু ফিৎনার বীজ। বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় সেই বীজের ফসল।

তিনি আল্লাহ তায়ালাকে স্বাকার বলিতেন "অহুয়া মায়াকুম" তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলিতেন - আল্লাহ সূর্যের ন্যায় সবার সঙ্গে থাকেন। সূর্য যেমন আসমানে থাকে এবং উহার জ্যোতি থাকে আমাদের সহিত, তেমনই আল্লাহ আর্শের উপর থাকেন এবং তাহার দয়া থাকে আমাদের সাথে। এই ব্যাপারে তিনি উলামায় ইসলামের সহিত বহু বার মুনাজারাহ করিয়াছেন। কিন্তু কোন সময়ে শান্তি পূর্ণ জবাব দিতে সক্ষম হন নাই। ইহাতে তাহার স্বপক্ষের আলেমগন যাহারা এক সময়ে তাহাকে শত মুখে প্রসংশা করিয়া ছিলেন তাহারা পর্যন্ত বিরোধী হইয়া যান।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্নিত বহু সহী হাদীসকে তিনি জাল বলিয়া দিয়াছেন। আম্বিয়া ও আউলিয়াদিগের অসীলা ও তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নিশ্চয় জায়েজ। এ ব্যাপারে উম্মাতের ধারনা ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মধ্যে রূহানী শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের এই শক্তি ফিরিশ্‌তাদের শক্তির ন্যায়। তাহারা আল্লাহ তায়ালার অনুমতিতে আল্লাহর বান্দাদের উপকার করিয়া থাকেন। মুসলমানদের এই ধারনা নিশ্চয় কোন খারাপ নয়। ইহা শির্ক ও কুফর হইতে পারে না। ইহাতে সমস্ত আহলে সুন্নাত একমত যে, তাহারা নিজ নিজ কবরে থাকিয়া যিয়ারতকারীর কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারেন। ইহা শরীয়ত বিরোধী ধারনা নয়। কিন্তু ইবনো তাইমিয়া ও তাহার অনুসারীরা এই ইজমায়ী মসলায় আহলে সুন্নাতের বিরোধীতা করিয়া শির্ক ও কুফরের ফতওয়া লাগাইয়াছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা যিয়ারত করিতে যাওয়া মুস্তাহাব। ইহাতে চার মাযহাব একমত। কেবল তাই নয়, চার মাযহাবের উলামায় কিরাম যিয়ারতের আদব সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে এমন বহু হাদীস বর্নিত হইয়াছে যাহাতে তিনি তাহার রওজা শরীফ যিয়ারত করিবার প্রেরনা দিয়াছেন। এমন কি হাদীস পাকে মুসলমানদের কবর যিয়ারতের নির্দেশ পর্যন্ত রহিয়াছে। কিন্তু ইবনো তাইমিয়া কাফের ও ঠাকুর পূজকদের প্রতি যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ন হইয়াছে সেই আয়াতগুলি যিয়ারতকারীদের উপর প্রয়োগ করিয়া কাফের মোশরেক প্রমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাকদাতা গোনাহ্‌গার হইবে। কিন্তু তিন তালাকই পড়িয়া যাইবে। ইহাই কুরয়ান ও হাদীসের অভিমত। এই মসলাতে চার মাযহাবের ইমামগনও একমত। কিন্তু ইবনো তাইমিয়া এই মসলার বিরোধীতা করিয়া এক তালাক হইবার ফতওয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত কারনে উলামায় ইসলাম সর্বসম্মতিক্রমে তাহাকে গোমরাহ্‌ ও গোমরাহ্‌কারী বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। (তাফসীরে জালা লাইন, 'আত্তালাকু মার্রাতান' এর টীকা)

-ঃ পয়গম্বরের ইল্মে গায়েব ঃ-

প্রত্যেক নবী ভাবিষ্যত বক্তা বা গায়েবের সংবাদদাতা। কারন, 'নবী' শব্দের অর্থই হইল গায়েবের সংবাদ দাতা। আল্লাহ তায়ালা গায়েবের সংবাদ পরিবেশন করিবার জন্য পয়গম্বরগনকে প্রেরন করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে ইহা একটি বিতর্কিত মসলা হইয়া গিয়াছে। আহলে সুন্নাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই খোদা প্রদত্ত ইল্মে গায়েব মানিয়া থাকেন। ওহাবী

সম্প্রদায় ইহা অস্বীকার করিয়া থাকে। তাহাদের ধারনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য ইল্মে গায়েব স্বীকার করা শির্ক। তাহাদের এই ধারনা নিঃসন্দেহে গোমরাহী।

আল্লাহ তায়ালা আখিরাতের সমস্ত জিনিষ কে আমাদের নিকট গায়েব করিয়া রাখিয়াছেন। দুনিয়াতেও বহু জিনিষ গায়েব করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য দুনিয়ার গায়বী জিনিষগুলি জানিবার জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় দান করিয়াছেন। এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা এক একটি গায়েব জানা যাইবে। যথা - বস্তু জগত জানিবার জন্য চক্ষু। চোখের কাছে বস্তু জগত গায়ের নয়। কিন্তু কান ও নাক ইত্যাদির কাছে গায়েব । অনুরূপ শব্দ জগত জানিবার জন্য কান। শব্দ জগত কানের কাছে গায়েব নয়। কিন্তু চোখ ও নাক ইত্যাদির কাছে গায়েব। আবার গন্ধ জগত জানিবার জন্য নাক। নাকের কাছে গন্ধ জগত গায়েব নয়। কিন্তু চোখ ও কানের কাছে গায়েব। মোটকথা, এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি গায়েব জানিবার মাধ্যম। কিন্তু এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে গায়েবগুলি জানা যায় না সেই গায়েবগুলি জানিবার জন্য নবী হইলেন মাধ্যম। নিশ্চয় আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা আখিরাতের কোন জিনিষ জানিতে পারি না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আখিরাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরন দিয়াছেন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা অতীত ও ভাবিষ্যত জানা সম্ভব নয়। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং হাজার বৎসর পরে যাহা ঘটিবে তাহা তিনি বিস্তারিত বর্ননা দিয়াছেন। আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর পুর্বে এমন হাজার হাজার জিনিষ সম্পর্কে ভাবিষ্যত বানী করিয়াছেন যেগুলি আজ আমাদের সামনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব হইয়া যাইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই খোদা প্রদত্ত ইল্মকে গায়েব বলা যাইবে কিনা? নিশ্চয় গায়েব বলা যাইবে। কারন, গায়েব তো উহাকে বলা হয় যাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আড়ালে থাকে, যাহা জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই আড়ালের জিনিষ সামনে আসিবার নামই গায়েব। মোট কথা, নবীর ইল্মকেই গায়েব বলা হয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালার কাছে তো কোন জিনিষ গায়েব নেই। কোন জিনিষ তো তাহার অজানা নয়। তাহার গায়েব জানিবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কেবল মাখলুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বলা হইয়াছে আ-লিমুল গায়েব।

-ঃ মুর্দা সুন্নাত জিন্দা করুন ঃ-

হাদীস পাকে বলা হইয়াছে - ফিতনার যুগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মুর্দা সুন্নাতকে জিন্দা করিলে একশত শহীদের সওয়াব পাওয়া যাইবে। (মিশকাত)

হাদীস পাকে আরো বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদে নবুবী থেকে ছত্রিশ জন মানুষ কে মুনাফিক বলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন। (খামায়েসে কোবরা)

বর্তমান হাদীস থেকে প্রমান হইতেছে যে, যাহারা দ্বীনের নামে বেদ্বীনী করিয়া থাকে তাহাদের মসজিদ থেকে বাহির করিয়া দেওয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাত। বর্তমানে এই সুন্নাতটি মুর্দা হইয়া গিয়াছে। মানুষের কাছে জান ও মালের মুল্য বেশি হইয়া গিয়াছে। ঈমান ও আমলের মুল্য তুলনামূলক অনেক কম। নিজের জান ও মালকে যেভাবে হিফাজত করিতে প্রস্তুত, সেভাবে নিজের ঈমান ও আমলকে হিফাজত করিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। যদি এই কথা সত্য না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনি ওহাবী - দেওবন্দী, তাবলিগী, জামায়াতে ইসলামী ও কাদিয়ানী ইত্যাদি জামায়াতগুলি থেকে সাবধান হইবার চেষ্টা করিতেন। ইহারা তো প্রত্যেকেই আপনার দ্বীন ও মাযহাবের মহাশত্রু। অথচ আপনি ইহাদের সহিত সমস্ত প্রকার সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেছেন। কাদিয়ানীরা আমাদের প্রিয় পয়গম্বরকে শেষ নবী বলিয়া মানে না। ওহাবীরা সরাসরি আপনার মাযহাবকে শির্ক বলিয়া থাকে। অনুরূপ জামায়াতে ইসলামীরা না কোন মাযহাব মানিয়া চলে, না মাযহাবী কোন জিনিষ কে বিশ্বাস করে। দেওবন্দীরা দূর থেকে লা-মাযহাবী ছিল। এখন বহু মসলাতে সরাসরি হানাফী মাযহাবের বিরোধীতা আরম্ভ করিয়া

দিয়াছে। ইহাদের শাখা তাবলিগী জামায়াত হানাফী মাযহাবকে খতম করিবার ঘৃন্য উদ্দেশ্যে ধীর গতিতে জমীন সমতল করিয়া যাইতেছে। এই জামায়াতগুলি প্রত্যকে প্রিয় পয়গম্বরের শানে বে আদবী করিয়া থাকে। অথচ আপনি ইহাদের প্রায় প্রত্যেকের পিছনে ইক্তেদা করিয়া থাকেন। না জানিবার কারনে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা হইয়া গিয়াছে। যদি দ্বীন ইসলামকে গুরুত্ব দিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে তওবা করিয়া এই বাতিল ফিরকাগুলিকে মসজিদ থেকে নামাইয়া মুর্দা সুন্নাত কে জিন্দা করুন।

-ঃ 'ধাপ্পা বাজীর ইতিহাস' ঃ-

১২ই নভেম্বর বুধবার ই ফতারের কিছুক্ষন পূর্বে কলিকাতায় 'ইম্প্রিয়াল বুক হাউসে' বিশেষ কারনে খুব চঞ্চল মনে বসিয়া ছিলাম। এই সময়ে আমার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল 'ধাপ্পা বাজীর ইতিহাস'। বইটি তড়ি ঘড়ি করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বুঝিলাম যে, একজন ধাপ্পাবাজের লেখা। কোন গুরুত্ব দিলাম না। অনেক রাতে বাড়ীতে পৌছিবার পর সাহরী করিবার সময় দুঃখের সহিত বড় ছেলের সামনে বইটির কথা বলিলাম। সে পরামর্শ দিল যে, সাধারণ মানুষকে সাবধান করিবার জন্য এক কলম লিখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। সকালে তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া বইটি সংগ্রহ করতঃ সকাল হইবার পূর্বে' কলমের কাজ আরম্ভ করিলাম - আলহামদু লিল্লাহ।

লেখক নিজে গোমরাহ হইয়াছেন এবং সরল মনের সাধারন হানিফীদিগকে গোমরাহ করিবার জন্য বড় গোমরাহী জাল ফাঁদিয়াছেন । এক কথায় হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে পুস্তকটি প্রনয়ন করা হইয়াছে। যে কেহ পুস্তকটি পাঠ করিলে মনে করিবেন যে, হানাফী মাযহাব মোটেই মজবুত নয় এবং কোনো মাযহাব মানিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। কেবল ছাড়া ছাগলের মত জীবন যাপন করিলেই যথেষ্ট । লেখক একজন জাহেল। তবে নাম করা জাহেল সাজিবার জন্য যে সমস্ত নামিদামী কিতাবের কেবল নাম নয়, বরং পৃষ্ঠা নম্বর পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলির একটি লাইন পড়িবার ক্ষমতা তাহার মধ্যে নাই। পরের পুস্তক থেকে কটেশন চুরি করিয়াছেন মাত্র। বই বিক্রেতার পক্ষে বই লেখা সভা পায় না। আরে জাহেল! আপনি তো আপনার সম্প্রদায়ের সেই সমস্ত জালিয়াতদের প্রশ্নগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, যে গুলির দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব আপনার পুস্তক প্রকাশের বহু পূর্বে এই অধমের বিভিন্ন বই পুস্তক ও পত্রিকার মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে।

যে মানুষ বেঈমান হইয়া যায়, সে ঈমান হারাইবার পুর্বে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। লেখকের অবস্থা অবিকল তাই। কারণ, তিনি তাহার পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

''বিদায় হজ্জের দিনে আরাফাতের বিশাল ময়দানে হাজার হাজার লোকের সামনে অহী নাযেলের মাধ্যমে আল্লাহ্ বলেন, 'আল্ ইয়াত্ত্মা আকমালতু লাকুম দীনাকুম' অর্থাৎ আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ কোরে দিলাম (সুরায়ে মায়েদাহ্ আয়াত। উক্ত পরিপুর্ন দ্বীনে চার মাযহাব ছিল না। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বোঝার ও বিশ্লেষন করার তৌফিক দিন - আমিন।''

লেখক লিখিয়াছেন ''আল্লাহ আমাদের সঠিক বোঝার ও বিশ্লেষন করার তৌফিক দিন।'' মাশা আল্লাহ্, মাশা আল্লাহ্! আমিও আন্তরিক ভাবে দুয়া করিতেছি - যেন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের সবাইকে, বিশেষ করিয়া লেখক্কে সঠিক বুঝিবার ও বিশ্লেষন করিবার তৌফীক দেন।

লেখক আয়াতাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন - ''উক্ত পরিপুর্ন দ্বীনে চার মাযহাব ছিল না।'' ইহাতে তিনি প্রমান করিতে চাহিয়াছেন - চার মাযহাব দ্বীন বা ইসলাম বিরোধী বিদয়াত দল। - তবে এ কথা অবশ্য অতি সত্য যে, প্রিয় পয়গম্বরের যুগে চার মাযহাবের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু লেখক কি প্রমান করিতে পারিবেন যে, সেই যুগে তথা কথিত আহলে হাদীস বলিয়া কোন শয়তান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল ? লেখক না কুরয়ানের কোন আয়াত থেকে, না হাদীস পাক থেকে 'আহলে হাদীস' বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের নাম দেখাইতে পারিবেন। অনুরূপ দেখাইতে পারিবেন না যে, কোন সাহাবা নিজেকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তবে তাহারা কেন নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া ফুটপাতের হকারদের ন্যায় চিৎকার করিতেছেন? যেখানে দ্বীন পরিপূর্ন হইয়া গিয়াছে সেখানে নাদান লেখকের কলম ধরিবার প্রয়োজন কি ছিল ? আরে নির্বোধ! দ্বীন পরিপূর্ণ হইবার প্রকৃত

অর্থ বুঝিবার বোধ কোথায়! উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝিবার জন্য বইয়ের স্টল বন্ধ করিয়া আহলে সুন্নাতের কোন মাদ্রাসার চৌকাঠে গিয়া বসিয়া যান।

যেহেতু হানাফী মাযহাবের প্রতি লেখকের চরম ঘৃণা এবং ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির প্রতি সংকীর্ণ ধারনা, সেহেতু মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা কি এবং ইমাম আবু হানীফা কে ? তাহা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু এই মুহূর্তে মোটেই সম্ভব নয়। কেবল ইমাম আবু হানীফার ব্যক্তিত্বের উপর খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করিতেছি, যদি জাহেলদের মধ্যে মহান ইমাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

ইমাম আবু হানীফার জন্ম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। একটি বর্ননানুযায়ী তাঁহার জন্ম ৮০ হিজরীতে হইয়াছিল। (সীরাতুন নো'মান প্রথম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতার প্রথম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা) অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে তাঁহার জন্ম ৭০ হিজরীতে হইয়াছিল। (নুজহাতুল কারী শারাহ বোখারী প্রথম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা) তিনি সাহাবাদিগের যুগ পাইয়া ছিলেন। তাঁহার যুগে প্রায় বিশ তিরিশজন সাহাবা হায়াতে ছিলেন। ১৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। (বাশীরুল কারী শারাহ বোখারী ৬৫ পৃষ্ঠা) তাঁহার থেকে চার হাজার হাদীস বর্নিত হইয়াছে। (মুকাদ্দামায় মুসনাদে ইমাম আ'জম- মুর্তাজা ২২ পৃষ্ঠা) তন্মধ্যে আল্লামা আবিদ সিন্ধী 'মুসনাদে ইমাম আ'জম' এর মধ্যে পাঁচশত তেইশটি হাদীস নকল করিয়াছেন। আলহামদু লিল্লাহ, এই কিতাবখানা আমার কাছে রহিয়াছে এবং প্রায় দশ বৎসর পূর্বে আমি উহার অনুবাদও করিয়াছি। কিন্তু ছাপানো সম্ভব হয় নাই। তিনি বার লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা বর্ননা করিয়া গিয়াছেন। (সীরাতুন নো'মান ১৯৯ পৃষ্ঠা) আহ! এই ইমাম সম্পর্কে লেখক লিখিয়াছেন - আবু হানীফা থেকে হানাফী ফিকহের নানান কিতাবে তিনশোও হাদীস বর্নিত হয়নি। আশ্চর্য! ইমাম আবু হানীফার কথা তো বহু উচ্চাঙ্গের। তাঁহার ছাত্রদেরও কথা বলিতেছিনা, বরং আজ থেকে মাত্র আশি বিরাশি বৎসর পূর্বে ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের একজন সাচ্চা খাদেম ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার বিভিন্ন কিতাবে যে, হাদীসগুলি বর্ননা করিয়াছেন সেগুলির সংখ্যা তিন হাজার ছয়শত ছেষট্টিটি। যাহা 'মুসনাদে ইমাম আহমাদ রেজা' নামে ছয় খন্ডে বাহির হইয়াছে।

-ঃ 'নেদায়ে ইসলাম' এর অপরেশন ঃ-

ফুরফুরার পীর সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত 'নেদায়ে ইসলাম' একটি পুরাতন পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকাটি প্রাণহীন। মাঝে মধ্যে করিয়া ইহার অনেক সংখ্যা আমার সামনে পড়িয়াছে। প্রায় সময় আপত্তিকর মসলা মাসায়েল পরিবেশন করিতে দেখা গিয়াছে। পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব আলেম মানুষ নহেন। জানি না, প্রশ্নের উত্তর কে দিয়া থাকেন! খুব সম্ভব, উত্তরের পিছনে কোন মুফতীর মসনদ নাই। দায়িত্বহীনভাবে প্রশ্নের জবাব দিয়া থাকেন। গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে --

প্রশ্ন - আমাদের এখানে অনেকেই বড় পীর সাহেবের নামে মোরগ রেখে মান্নত করে এগারই শরীফ করে। এরূপ বড় পীর সাহেবের নামে মোরগ রাখা চলবে কি? সেখ হাসান ইমাম, ভুরকুন্ডা।

উত্তর - আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে মানত করে মোরগ রাখা হারাম ও শির্ক। আর ঐ মোরগ বড় পীর সাহেবের নামে জবেহ করে এগারই শরীফ করাও হারাম হবে। শিরকের পর্যায় পড়তে হবে, খুব সাবধান। এমন কাজ করবেন না, যা করবেন সব কিছুই আল্লাহর নামেই করতে হবে নচেৎ ঈমান হারা হতে হবে। (সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ৩৪৮ পৃষ্ঠা - ২০০৩ সাল)

শির্ক ও কুফরের ফতওয়ায় মুফতীর মাথা গরম করিলে চলিবেনা। শান্ত মস্তিস্কে গভীর চিন্তার পরে প্রশ্নের জবাব দেওয়া জরুরী। যেখানে সেখানে শির্কের ফতওয়া লাগাইয়া দিলে তওবা করা জরুরী হইয়া যায়। - কোন হালাল জানোয়ার হালাল হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করিয়া থাকে

জবাহ কারীর উপরে । অনুরূপ জবাহ করিবার সময় নাম নেওয়ার উপর। মুসলমান হালাল জানোয়ারকে জবাহ করিলে হালাল হইবে। কাফের মোশরেক জবাহ করিলে হারাম হইবে। অনুরূপ যদি মুসলমান জবাহ করিবার সময় ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারন করিয়া জবাহ করে, তাহা হইলে হারাম হইবে। মোট কথা, পশুর মালিক যেই হউক না কেন, জবাহ কারী মুসলমান কিনা এবং জবাহ করিবার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারন করা হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। যথা, কোন মুসলমানের পশু কোন অমুসলিম জবাহ করিয়া দিলে তাহা হারাম হইবে । আবার অমুসলিমের পশু মুসলমান জবাহ করিয়া দিলে তাহা হালাল হইবে। অনুরূপ কুরবানীর পশুকে জবাহ করিবার সময় কোন দেবতার নাম উচ্চারন করিলে তাহা হারাম হইবে । আবার কোন দেবতার নামে রাখা পশু জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারন করিলে তাহা হালাল হইবে। ইহাই হইল শরীয়তের সংবিধান।

আরববাসীরা জবাহ করিবার সময় তাহাদের দেবতাগুলির নাম উচ্চারণ করিত। ইহাকে কুরয়ান পাকে ''অমা উহিল্লা বিহী লি গয়রিল্লাহ'' বলা হইয়াছে অর্থাৎ সেই জানোয়ার হারাম, যাহার উপরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারন করা হইয়াছে। তাফসীরে কাবীর, বায়জাবী, খাযিন, আহমাদীয়া ইত্যাদি কিতাবে বর্তমান আয়াতের তাফসীরে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, জবাহ করিবার সময় গায়রুল্লাহর নাম নেওয়া। প্রকাশ থাকে যে, যে জানোয়ার বড় পীরের নামে রাখা হইয়া থাকে তাহা জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারন করা হইয়া থাকে। নিশ্চয় বড় পীর সাহেবের নাম উচ্চারন করিয়া জবাহ করা হয়না। অতএব উহা শির্ক ও হারাম হইতে পারে না। যেমন 'তাফসীরাতে আহমাদীয়া'র মধ্যে উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে- ''যে গরু আউলিয়াদের জন্য মান্নত করা হইয়াছে - যেমন আমাদের যুগে প্রচলন রহিয়াছে, উহা হালাল পবিত্র। কারণ, উহা জবাহ করিবার সময় গায়রুল্লাহর নাম উচ্চারন করা হয় নাই। যদিও উহার মান্নত করিয়া থাকে ''। এই বড় বড় বিশ্বস্ত কিতাবে যাহা হালাল বলা হইয়াছে নেদায়ে ইসলামে তাহা শির্ক ও হারাম বলিয়া নিশ্চয় ফিৎনা ছড়াইতেছেন। তাহাদের উচিত, মসলাটি আরো একবার যাঁচাই করিয়া দেখা। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি, বর্ধমানের নূর আলম সাহেব মুর্শিদাবাদের ভান্ডারার জলসায় জোর গলায় বলিয়াছিলেন - শিব নগরের মসজিদে নিয়ে যাওয়া খাসী ও মোরগের মাংস অথবা কোন পীরের নামে মান্নতের মাংস খাওয়া ও শূকরের মাংস খাওয়া সমান, কুকুরের পায়খানা খাওয়া হইবে ইত্যাদি। জালসার শেষে আমি তাহাকে বলিলাম - যে জানোয়ারটি কুরবানীর জন্য রাখা ছিল, কিন্তু দুর্গার নাম লইয়া জবাহ করা হইল। উহা হালাল, না হারাম? তিনি শয়ন অবস্থায় উত্তর দিলেন হারাম হইবে। আমি আবার বলিলাম - যদি কোন মানুষ দুর্গার নামে কিছু রাখিয়া থাকে এবং কোন মুসলমান তাহা আল্লাহর নাম উচ্চারন করিয়া জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে হালাল হইবে, না হারাম হইবে? তিনি তরিৎ উঠিয়া বসিয়া সামান্য দম ধরিবার পর মৃদু শব্দে বলিলেন - হালাল হইবে। আপনি সভায় কি বলিয়া আসিলেন? তিনি বলিলেন - মসলাটি আমার সঠিক জানা ছিল না। এই হইতেছে বর্তমানে ফতওয়া ফারায়েজের অবস্থা।

-ঃ ইসলামী এডুকেশান বাঁচান ঃ-

বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, ইসলামী এডুকেশান বা দ্বীনি শিক্ষাটি একটি সাইড় ঘেঁসা হইয়া গিয়াছে । এই শিক্ষাটি গ্রহন করিতেছেন এক শ্রেনীর গরীব মুসলমান। সারা ভারত নয়, কেবল পশ্চিম বাংলার কথা বলিতেছি। এখানে রহিয়াছেন শত শত বড় বড় ব্যবসিক, ডাক্তার মাষ্টার , উকীল, এম এল এ ও এম পি। কিন্তু এই সমস্ত পরিবারে কোন আলেম নেই । গরীব আলেম উলামাগন কোন প্রকারে শিক্ষা লাভ করিবার পর স্বল্প বেতনে মসজিদ, মকতব ও মাদ্রাসা চালাইয়া ইসলামী শিক্ষাকে

বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না সমাজের অন্য কোন বড় কাজ করা। একজন ডাক্তার ও মাষ্টার যেখানে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিতেছেন, সেখানে একজন দ্বীনের আলেম বড় জোর হাজার টাকা পাইতেছেন। ফলে সব সময়ে তাহার পিছনে একটি সাংসারিক দুশ্চিন্তা রহিয়া যাইতেছে। সমাজের বিরাট একটি অংশ ডাক্তার, মাষ্টার এক কথায় শিক্ষিত সমাজ আলেমদের কথার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। দিনের পর দিন আলেমদের প্রতি ইহাদের অশ্রোদ্ধা চলিয়া আসিতেছে। ফলে দ্বীনি শিক্ষা দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে এক দিন দ্বীনি শিক্ষা মুছিয়া যাইবে। সমাজে চলিয়া আসিবে শত প্রকারের অশান্তি। সেই অশান্তি ভোগ করিবেন সমাজের সর্ব শ্রেনীর মানুষ। একমাত্র দ্বীনি শিক্ষাই শান্তি ফিরাইতে পারে।

দ্বীনি শিক্ষা বাঁচাইবার জন্য শিক্ষিত সমাজ সামনে আসুন। যদি ডাক্তার ও মাষ্টারের ছেলে আলেম হইয়া যান, অনুরূপ যদি ধনী ঘরের ছেলে আলেম হইয়া যান, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের প্রতি কাহার অবহেলা থাকিবে না। সমাজের উপর তাহাদের দাপট থাকিবে। তাহারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাইতে পারিবেন। কুরয়ান ও হাদীসের উপর গবেষনা চালাইয়া সমাজে বড় বড় জিনিষ দিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দ্বীনি শিক্ষার প্রতি শিক্ষিত সমাজের ধারনা খারাপ হইয়া গিয়াছে। একজন ডাক্তার দ্বীনকে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োজনে কিছু দান করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার ছেলেকে দ্বীনি শিক্ষায় নিয়োগ করিতে পারিবেন না। দ্বীনি শিক্ষাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব কেবল দরিদ্রদের নয়। শক্তি সামর্থানুযায়ী মুসলিম সমাজের সবার উপর দায়িত্ব। গরীবদের তুলনায় ধনীদের উপর দায়িত্ব বহুগুনে বেশি। এখানো সময় রহিয়াছে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার ছেলেকে দ্বীনের আলেম বানাইয়া দ্বীনি শিক্ষাকে বাঁচান।

-ঃ আপনার কাছে আবেদন ঃ-

যেহেতু আপনি একজন হানাফী মাযহাব অবলম্বী সুন্নী মুসলমান। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাজ, রোজা ইত্যাদি পালন করিয়া থাকেন। আপনি যাহা কিছু করিতেছেন তাহার পিছনে অবশ্যই কুরায়ান ও হাদীসের দলীল রহিয়াছে। কিন্তু সাধারনতঃ সাধারন মানুষ সব সময়ে সব জিনিষের পিছনে কুরয়ান ও হাদীসের দলীলের প্রয়োজনবোধ করেন না। এই জন্য এ পর্যন্ত বাজারে যে সমস্ত নামাজ শিক্ষা ও দ্বীনি বই পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, সেগুলিতে হাদীস দেখানো হয় নাই। এই সুযোগে লা-মাযহাবী - তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় হানাফী মাযহাবকে শেষ করিবার সুযোগ নিয়া বহু বই পুস্তক প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। অধিকাংশ পাবলিশার ও বই বিক্রেতাদের মধ্যে মাযহাবী বোধ নাই। ইহারা কেবল নিজেদের কারবার বুঝিয়া থাকেন। তাই লাভ পাইলে যে কোন বই - পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকেন। সাধারন মানুষ বই না বই, যাহা সামনে পায় তাহা ক্রয় করিয়া নেয়। এই প্রকারে হানাফী মাযহাব অবলম্বীদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। সুন্নী আলেম উলামা সাধারন মানুষকে সাবধান করিবার জন্য নতুন ভাবে হাদীসের আলোকে বই পুস্তক ও নামাজ শিক্ষা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সমস্ত বই পুস্তক ছাপাইয়া মানুষের হাতে দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যদি সামর্থ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহর অয়াস্তে নিজের মাযহাবকে বাঁচাইবার জন্য কিছু দ্বীনি কিতাব ছাপাইয়া দিন। যদি সম্ভব হয়, তাহাহইলে বিনা মূল্যে বিতরন করিয়া দিন। অন্যথায় বই বিক্রয় করিবার দায়িত্ব আমাদেরও থাকিবে।

'আয়নী তোহফা বা সলাতে মুস্তাফা' নামক একটি নামাজ শিক্ষা বাহির হইয়াছে। লেখক - আইনুল বারী। এই বইটি সম্পুর্ণরূপে হানাফী মাযহাব বিরোধী নামাজ শিক্ষা। এই বইটির প্রতি আমল করা হানিফীদের হারাম। আপনি সংগ্রহ করিবেন (১) 'সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা' (২) সলাতে মুস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা। ইনশা আল্লাহ, খুব শীঘ্র তৃতীয় নামাজ শিক্ষা সম্পুর্ণরূপে হাদীসের আলোকে প্রকাশ করা হইবে। অবশ্য ইহাতে আপনাদের সর্ব প্রকার সাহায্য ও সহানুভুতির প্রয়োজন রহিয়াছে।

-ঃ আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষি ঃ-

দক্ষিন ২৪ পরগনায় আহলে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাকে, আর মাযহারে ইসলাম। এখানে ছাত্র পাঠাইয়া সুন্নী আলেম তৈরী করুন। সম্ভব হইলে নিম্নের ঠিকানায় সাহায্যে পাঠাইবেন। সেক্রেটারী- মোঃ শাজাহান গাজী, গ্রাম-খাঁপুর, পোঃ- কালিকা পোতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা।